ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
তৃতীয় বর্ষ • সংখ্যা : ৭
এপ্রিল-জুন-২০১৯

উপকারকারী মানুষ উত্তম

মে দিবসের চেতনা ও ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম

দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা

শ্রমিক সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জনে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা

মানবিকতা ও বৈষম্যহীনতার আলোয় আলোকিত হোক পাটকল শ্রমিকদের জীবন

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ০৭

এপ্রিল-জুন-২০১৯

সূচিপত্র

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সম্পাদক
আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
জাহাঙ্গীর আলম

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আবু তাশরিন

প্রকাশকাল
জুন-২০১৯

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন
মো: রাশেদুল ইসলাম ৩

মে দিবসের চেতনা ও ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ৫

উপকারকারী মানুষ উত্তম
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ১১

ইসলামী শ্রমনীতির সুফল
ডক্টর শফিউল আলম ভূইয়া ১৬

শ্রমিক সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জনে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা
আতিকুর রহমান ২১

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার
জি এম শফিকুল ইসলাম ৩৩

দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা
লস্কর মো: তসলিম ৩৫

ইসলামী শরিয়তের আলোকে হালাল রুজি
ডক্টর সৈয়দ এ.কে.এম সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী ৩৮

মানবিকতা ও বৈষম্যহীনতার আলোয় আলোকিত হোক পাটকল শ্রমিকদের জীবন
হাফিজুর রহমান ৪২

ফেডারেশন সংবাদ ৪৫

সম্পাদকীয়

শিকাগোর হে মার্কেট চত্বরে অতর্কিত হামলা, বিশ্ব শ্রমিক হৃদয়ের একরাশ ক্ষোভ আর অধিকার আদায়ের আন্দোলনে প্রত্যয়দীপ্ত শ্রমিকদের প্রেরণার দিন ১লা মে। নিষ্ঠুর সে হত্যার কথা এখনো স্মৃতিতে ভাস্বর। শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণে জাগ্রত থাকা ও শপথ গ্রহণের এক বিশেষ দিন এই মে দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের এ দিনটি মানুষের কাছে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা- আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস, আন্তর্জাতিক শ্রমিক হত্যা দিবস, লেবার ডে, ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ডে ইত্যাদি। মেহনতি জনতার অধিকার আদায় এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখতে, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্তব্যকে স্মরণ করা, মালিক পক্ষের শোষণ-বঞ্চনা থেকে শ্রমিকদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৮৮৬ সালের ১লা মের সেই সংগ্রামের স্মৃতি ও চেতনা নতুন ভাবে জাগ্রত হয় প্রতি বছর। এই দিবসকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে শ্রমিকরা যেমন তাদের দাবিগুলো পুনরাবৃত্তি করে তেমনি এই দিবসটি শ্রমিকদের একটি উৎসব বটে। অনেকে এই দিবসকে শ্রমিকের ঈদ বলে সম্বোধন করে থাকে।

ঈদকে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য আনন্দ-উৎসবের দিন হিসেবে উপহার দিয়েছেন। সর্বজনীন বার্ষিক আনন্দের দিন এটি। এই দিনে উত্তম পোশাক পরিধান করার বিষয়েও উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এ অজুহাতে যে অসীম-অগণিত অযাচিত খরচের মাতামাতি আর অন্যায় অপব্যয়ের মহা প্লাবন চলছে সেটা ঈদের অনুষঙ্গ নয়। একদিকে গরিব-দুঃখী-নিম্ন আয়ের মানুষের চাপাকান্না; অন্যদিকে শোষকের শোষণতন্ত্র কখনো ঈদের সংজ্ঞা হতে পারে না। একজন মধ্যম স্তরের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যখন ঈদের প্রস্তুতিকে আলাদা মাথাব্যথার কারণ হিসেবে নেয়; যখন সে দেখে যে, হালাল উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারের সবার চাহিদা ও আবদার পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং বৈধ উপার্জন তার জন্য পর্যাপ্ত হচ্ছে না, তখন সে অবৈধ পথের সন্ধান করে। ঈদের কেনাকাটা নিয়ে টেনশন করার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিকটি হলো, ঈদের আগে পবিত্র রমজানের শেষ দশকের রজনীগুলো একান্ত নীরবে; নিরালা পরিবেশে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও মুনাজাতের শ্রেষ্ঠতম সময়। খোদার সান্নিধ্য লাভের মোক্ষম সুযোগের এ মুহূর্তগুলো বাজারে ও কোলাহলের মধ্যে শেষ করে ফেলা। যদি আমাদের মধ্যে রাসূল সা.-এর প্রদর্শিত পথ ও তাঁর আদর্শের প্রতি অনুরাগ থাকে তবে খাঁটি মনে তওবা করে এই অঙ্গীকার করা উচিত এই পবিত্র ক্ষণটিতে সকল গুনাহকে বিদায় জানিয়ে একনিষ্ঠ মনে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। অতি মূল্যবান এ সময়গুলো আমরা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যেই ব্যয় করতে পারি আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমিন।

আন্দোলন ছাড়া ন্যায্য কোন দাবি আদায় হয় না এই দুঃখজনক ঘটনা আমাদের চিরন্তন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের জুট মিল করপোরেশনের (বিজেএমসি) অধীনে ২৫টি পাটকলে প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক কাজ করছেন। অধিকাংশ শ্রমিক ৬ থেকে ১৩ সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো বেতন না পাওয়ায় রাস্তায় নেমেছিলেন পাটকলশ্রমিকেরা। বকেয়া মজুরি প্রদান ও মজুরি কমিশন বাস্তবায়নের দাবিতে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দফা আন্দোলনের পরও বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি) পক্ষ থেকে দাবি মেনে নেয়ার বিষয়ে কোনো সুরাহা না হওয়ায় আবারও কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে পাটকল শ্রমিকরা। বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে রক্তঘামে বহমান এ শ্রমিকদের দেশে পাটকল শ্রমিকদের ৯ দফা দাবি আশা করি মেনে নেয়া হবে।

সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন

রাশেদুল ইসলাম

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন- সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তায়ালা (হাশরের দিন) তার আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন। সেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ নেতা ২. ঐ যুবক যে তার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছেন ৩. এমন ব্যক্তি (মুসল্লি) যার অন্তর মসজিদের সাথে সাঁটানো থাকে, একবার মসজিদ থেকে বের হলে পুনরায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত ব্যাকুল থাকে ৪. এমন দু'ব্যক্তি যারা কেবল আল্লাহকে ভালোবেসে পরস্পর মিলিত হয় এবং পৃথক হয় ৫. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয় ৬. যে ব্যক্তিকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আহবান জানায় আর ঐ ব্যক্তি শুধু আল্লাহর ভয়েই বিরত থাকে ৭. যে ব্যক্তি এত গোপনে দান করে যে তার ডান হাত কি দান করলো বাম হাতও জানলো না। (মুসলিম)

রাবির পরিচয়

হাদিস বর্ণনাকারী রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর নাম সম্পর্কে ৩৫টি অভিমত পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য অভিমত হলো ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিলো- ১. আবদুস শামছ, ২. আবদু আমর, ৩. আবদুল ওযযা। ইসলাম গ্রহণের পর- ৪. আব্দুল্লাহ ইবনে সাখর, ৫. আবদুর রহমান ইবনে সাখর, ৬. ওমায়েক ইবনে আমের। উপনাম: আবু হুরায়রা, পিতার নামঃ সখর, মাতার নামঃ উম্মিয়া বিনতে সাফিহ অথবা মাইমুনা।

আবু হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ: আবু হুরায়রা শব্দের অর্থ বিড়াল ছানার পিতা। একদা তিনি তাঁর জামার আস্তিনের নিচে একটা বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (সাঃ) এর দরবারে হাজির হন। হঠাৎ বিড়ালটি সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ে। তখন রাসূল (সাঃ) রসিকতা করে বলে উঠলেন- 'হে বিড়ালের পিতা' তখন থেকে তিনি নিজের জন্য এ নামটি পছন্দ করে নেন এবং এভাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ: তিনি ৭ম হিজরি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত সাহাবী তুফায়েল বিন আমর আদ-দাওসির হাতে ইসলামে দীক্ষিত হন।

হাদিস বর্ণনা: সর্বাপেক্ষা অধিক হাদিস বর্ণনাকারী। বর্ণিত হাদিস ৫৩৭৪টি। তার মধ্যে বুখারি ও মুসলিম শরীফে ৪১৮টি।

মৃত্যু: মদিনার অন্তর্গত কাসবা নামক স্থানে ৭৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে কিয়ামতের এক ভীষণ চিত্রের কথা উল্লেখ করে মানুষের মনে শুরুতে ভয় জাগানো হয়েছে। এরপর সেই ভয় বা শাস্তি থেকে যে সকল লোক রক্ষা পাবে তার বর্ণনা দিয়ে মূলত মানুষকে সেইসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য আহবান জানানো হয়েছে।

১. ন্যায়পরায়ণ নেতা: এখানে নেতা হিসেবে সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। তা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র বা কোন দলের নেতা যাই হোক না কেন। রাসূল (সা) বলেছেন-"সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারি) নেতৃত্বের ব্যাপারে ন্যায় ও ইনসাফ হলো বড় বিষয়। ইনসাফভিত্তিক নেতৃত্ব না হলে তা অধীনস্থদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। নেতৃত্বের প্রতি অনীহা সৃষ্টির ফলে সমাজ, সংগঠন বা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাসূল (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়ার পর তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে আল্লাহ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেবেন।" (বুখারি) আল কুরআনে উল্লিখিত (সূরা আল-হাজ : ৪১, সূরা আল আম্বিয়া: ৭৩) ন্যায়পরায়ণ নেতার বা রাষ্ট্রপ্রধানের ৪ দফা কাজ-

ক) নামাজ কায়েম করা, খ) যাকাত আদায় করা, গ) সৎ কাজের আদেশ করা, ঘ) অসৎ কাজে বাধা দেয়া

২. ঐ যুবক যে তার যৌবন কাল আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে: রাসূল (সা) বলেছেন "পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যবান মনে কর। আর তাহলো- মৃত্যুর আগে তোমার (দুনিয়ার) জীবনকে; অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে; ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার আগে অবসরকে; বৃদ্ধ হওয়ার আগে যৌবনের সময়কে; অভাব বা দরিদ্রতার আগে সচ্ছলতা বা প্রাচুর্যকে।" (মুসনাদে আহমদ) এ হাদিসে যৌবনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যৌবনকালের ইবাদত আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। একদিকে এই সময়ে মানুষ যা করে থাকে, ত জেনে বুঝেই করে। অন্যদিকে এই সময়ে শয়তানের সকল প্ররোচনাকে পেছনে ফেলে ভালো কাজে নিয়োজিত থাকাও কঠিন। আর বান্দা দুনিয়াবি কার্যকরণের চেয়ে আল্লাহকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে কি না, আল্লাহ তা দেখে নিতে চান। এ ব্যাপারে সূরা আত-তাওবার ২৪ নং আয়াতে মানুষের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিষয়গুলোর চেয়ে আল্লাহ, রাসূল এবং জিহাদের প্রতি ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে।

৩. এমন মুসল্লি যার অন্তঃকরণ মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে: অন্তঃকরণ মসজিদের সাথে ঝুলানো থাকে; এর অর্থ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের ব্যাপারে বান্দার অন্তরের ব্যাকুলতা বুঝানো হয়েছে। বিশেষ করে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে পড়ার জন্য ব্যাকুলতা। এক ওয়াক্ত নামাজের পর অন্য ওয়াক্তের সময় আসার পূর্ব পর্যন্ত মন যেন মসজিদে ফেরার জন্য উতলা হয়ে থাকে। এই বিষয়টি মূলত জামায়াতে নামাজের গুরুত্ব হিসেবে বলা হয়েছে। আমরা জানি একাকী নামাজ পড়ার চেয়ে জামায়াতে নামাজ আদায় করলে ২৭ গুণ বেশি নেকি হাসিল হয়। পাশাপাশি মুসলিমদের সমাজব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে মসজিদকে কেন্দ্র করে। রাসূল (সা) এর যুগ, সাহাবায়ে কেরামদের যুগ থেকে আমরা তা-ই জানতে পারি।

৪. আল্লাহর জন্য পরস্পর মিলিত হওয়া ও পৃথক হওয়া। মুসলমানদের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্যই হওয়া উচিত। কোন কিছুকে ভালোবাসলে তা আল্লাহর জন্য এবং পরিত্যাগ করলে তা-ও আল্লাহর জন্য হতে হবে। মহান আল্লাহ সূরা আল-আনআমের ১৩২ নং আয়াতে বলেছেন "বলুন আমার নামায, আমার কোরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য।" ব্যক্তির জীবনের সর্বস্ব আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার বিষয়ে এই আয়াতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন "যে ব্যক্তির কাউকে ভালোবাসা, ঘৃণা করা, দান করা ও দান না করা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারি)

৫. আল্লাহর ভয়ে চোখের অশ্রু ফেলা: রসূল (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করেছে তার জাহান্নামে প্রবেশ করা তেমনি অসম্ভব যেমনি অসম্ভব দোহন করা দুধকে পুনরায় ওলানে প্রবেশ করানো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পথে জিহাদ করেছে সে ব্যক্তি আর জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না।" (তিরমিযি) রাসূল (সা) বলেন "দু'ধরনের চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না; এক. ঐ চোখ যা আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয়, দুই. ঐ চোখ যা আল্লাহর পথে পাহারাদারিতে রাত জাগে।" (বুখারি)

৬. কঠিন পরিস্থিতিতে চরিত্র সংরক্ষণ: যৌবনকালে নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য চায়। সৃষ্টিগতভাবে এটা একটা স্বাভাবিক তাড়না (দেখুন-সূরা আলে-ইমরান : ১৪)। এ সময় কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী রমণী ব্যভিচারে লিপ্ত হবার প্রস্তাব করলে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়েই তা থেকে বিরত থাকা যায়। এভাবে চরিত্রের হেফাজত করলে তবেই আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করা যাবে। আল্লাহ বলেন "আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং অসৎ পন্থা।" (সূরা বনি-ইসরাঈল : ৩২) "লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে তার নিকটেও যেও না, তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক।" (সূরা আল-আনআম : ১৫২) পক্ষান্তরে বিবাহের মাধ্যমে বৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা মেটানো ইসলামের নির্দেশ। যার মাধ্যমে চরিত্রের বিকাশ সাধন সম্ভব। "এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।" (সূরা আল-মুমিনুন : ৫-৬)

৭. গোপনে দান করা: সরাসরি দান করতে আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-মুনাফিকুন এর ১০ নং আয়াতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন "আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো মৃত্যু আসার আগেই।" সূরা আলে ইমরানের ৯২ নং আয়াতে বলেছেন "তোমরা কিছুতেই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলিকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।" আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হবে দান করার মূল লক্ষ্য। মনে অহঙ্কার আসতে পারে এ ধরনের ভীতির কারণই হলো দানের এ পদ্ধতি উল্লেখ করার কারণ। রসূল (সা) বলেন, "আল্লাহ তোমাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না বরং তোমাদের অন্তঃকরণ ও কাজের দিকে লক্ষ্য করেন।" (তিরমিযি)

হাদিসের শিক্ষা:

১. সর্ব পর্যায়ে স্থিতিশীলতা ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনে বর্ণিত নেতার কাজ প্রতিষ্ঠার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের হাতে নেতৃত্ব দিতে হবে।

২. যৌবনের সকল চেষ্টা সামর্থ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে ব্যয় করতে হবে।

৩. সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায কায়েম করতে হবে ও নামাযের পূর্ণ পাবন্দী হতে হবে।

৪. সমস্ত তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

লেখক : ইসলামী চিন্তাবিদ

মে দিবসের চেতনা ও ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

শ্রমিকদের ভাত-কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের মত মৌলিক অধিকার আজ শুধু শ্লোগান আর নোংরা রাজনীতির অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রমিকের মুক্তির শ্লোগানকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষমতার সিঁড়ি বানিয়ে এক শ্রেণীর শোষক নেতৃত্ব নিজেদের ভাগ্য বদল করেছে। কিন্তু অভাগা শ্রমিকদের ভাগ্যের বদল হয়নি শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত মুক্তি অর্জিত হয়নি। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, শ্রমজীবী মানুষের আহাজারি আজও দিকে দিকে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত। আমরা বলতে বাধ্য যে, কার্যত মে দিবসের প্রকৃত চেতনা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। শ্রমিকের প্রকৃত মুক্তির চেতনা আলোর মুখ দেখেনি।

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবময় দিন। আজ থেকে ১৩৩ বছর আগে ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক সংগঠনের যে বিজয় সূচিত হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সারা বিশ্বে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। কর্মঘণ্টা নির্ধারণ, শ্রমিকের মর্যাদা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমিকরা যে আত্মত্যাগ করেছিলেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। শিকাগো শহরে "মকরম্যাক রিপার ওয়ার্কস" নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটি শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল মে দিবসের ইতিহাস।

এই ঘটনার ৩ বছর পর ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশ। এ সমাবেশে প্রতি বছর মে মাসের প্রথম দিনকে বিশ্বব্যাপী "আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এর পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মে দিবস পালিত হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএলও গঠিত হয়। কাজের সময়সীমা সম্পর্কে কনভেনশন গৃহীত হয়। এই কনভেনশন পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই অনুসমর্থন লাভ করে। কনভেনশনের বিধান মোতাবেক স্ব-স্ব দেশে কাজের সময়সীমা সম্পর্কে আইন প্রণীত হয়। শ্রমিকদের এ আন্দোলনের ফলে শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতি পায়। ক্রমান্বয়ে শ্রমিকদের সামাজিক গুরুত্ব, দাবি আদায়ের আইনগত অবকাঠামো গড়ে ওঠে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। মজুরি নির্ধারণের জন্য মজুরি বোর্ড ও মজুরি কমিশন গঠিত হয়। চাকরির শর্তাবলির বিধান নির্দিষ্ট হয় প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার স্বীকৃতি পায়। এসব শ্রমিক আন্দোলনেরই প্রতিফলন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মে দিবসের চেতনা

কিন্তু বাস্তবে কি এত সব ব্যবস্থার পরও মেহনতি, দুঃখী বঞ্চিত শ্রমিক সমাজের প্রকৃত মুক্তি অর্জিত হয়েছে? এ প্রশ্ন আজ বিশ্ব জুড়ে। শ্রমিকদের ভাত-কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের মত মৌলিক অধিকার আজ শুধু শ্লোগান আর নোংরা রাজনীতির অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রমিকের মুক্তির শ্লোগানকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষমতার সিঁড়ি বানিয়ে এক শ্রেণীর শোষক নেতৃত্ব নিজেদের ভাগ্য বদল

করেছে। কিন্তু অভাগা শ্রমিকদের ভাগ্যের বদল হয়নি। শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত মুক্তি অর্জিত হয়নি। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, শ্রমজীবী মানুষের আহাজারি আজও দিকে দিকে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত। আমরা বলতে বাধ্য যে, কার্যত মে দিবসের প্রকৃত চেতনা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। শ্রমিকের প্রকৃত মুক্তির চেতনা আলোর মুখ দেখেনি। মে দিবসের তাৎপর্য, মে দিবসের চেতনা তাহলে কী? মে দিবসের চেতনা হলো শ্রমিকের কল্যাণ, তাদের জীবন মানের উন্নয়ন, ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা, শ্রমিক-মালিক সু-সম্পর্ক। এ সবই যেন আজ সোনার হরিণ। সুদূর পরাহত তাই বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শ্রমিক সমাজকে তার প্রকৃত অধিকার ফিরিয়ে দিতে আজ প্রয়োজন নতুন এক সংগ্রামের। নতুন বিশ্বজয়ী অনুপম এক শ্রমনীতি বাস্তবায়নের। সেই আদর্শ হলো কালজয়ী আদর্শ, বিশ্বনবী (সা.) এর আদর্শ। যে আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহনবী (সা.) দুনিয়ার মেহনতি মানুষকে প্রকৃত মর্যদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন। যার নজির বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই।

ইসলামী শ্রমনীতি

ইসলাম মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, শ্রমনীতি, ব্যবসানীতি, যুদ্ধনীতি, পররাষ্ট্রনীতি তথা আন্তর্জাতিক নীতিসহ সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে সকল দিক ও বিভাগের মৌলিক বিধিবিধানসমূহ মহান আল্লাহতায়ালা ওহির মাধ্যমে কুরআন মজিদে নাযিল করেছেন। যা প্রিয়নবী (সা.) এর জীবনের অনুপম আদর্শের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই নীতি ও আদর্শের অনুসরণের মধ্যেই মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর ব্যতিক্রম কোন আইন, বিধান, নীতি যেমন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি তাতে মানবজীবনের দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত কল্যাণও সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কুরআনে মজিদে এরশাদ করেন-"নিঃসন্দেহে জীবনবিধান হিসেবে আল্লাহ তয়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র

ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হলে মালিক শ্রমিকের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। কেউ কাউকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না, সবাই ভাই হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির প্রত্যাশা করবে। সকল বিষয়ে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত হবে।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে সুষ্ঠু কোনো ধারণা তাদের নেই। এমনকি রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবেও শ্রমজীবী মানুষকে "ইসলামী শ্রমনীতি" বা তার সুফল সম্পর্কে জানাবার কোনো উদ্যোগ প্রচেষ্টা দৃশ্যমান নয়। বরং মানবরচিত মতবাদ ও আইন বিধানের চর্চা শ্রমিক সমাজকে দিকভ্রান্ত করে ফেলেছে। তাই পথহারা শ্রমিক সমাজের প্রকৃত মুক্তি ও মর্যাদার জন্য ইসলামী শ্রমনী-তির জ্ঞানচর্চা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রামকেও জোরদার করা।

জীবনব্যবস্থা।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবনব্যবস্থা) পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা মায়েদাহ : ৩)

তাই ইসলামের সকল দিক ও বিভাগের মধ্যে শ্রমনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রমজীবী-পেশাজীবী মানুষের অধিকার মর্যাদা, মজুরিনীতি, চাকরির নিশ্চয়তা, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উভয়ের প্রতি কর্তব্যবোধ, উৎপাদনশীলতা, শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তি, চাকরি-বিধি ইত্যাদি সংক্রান্ত ইসলামী আইন ও বিধিকে ইসলামী শ্রমনীতি বলে। অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয় ও সমস্যাসমূহের সমাধান করার জন্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে যে মূলনীতি রচনা করা হয়, তাকে ইসলামী শ্রমনীতি বলে। ইসলামী শ্রমনীতির ইতিহাস মানবতার ইতিহাসের মত সুদীর্ঘ। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময়ে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং খলিফাদের যুগে তা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হয়। ইসলামের এই শ্রমনীতির সুফল সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত। এর দ্বারা শ্রমিক মলিক নির্বিশেষে সকল মানুষই লাভবান হবে। বরং এই শ্রমনীতি অনুসরণ করলে সামাজিক শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে গোটা মানবতা উপকৃত হবে।

ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হলে মালিক শ্রমিকের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। কেউ কাউকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না, সবাই ভাই হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব পলন করে দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির প্রত্যাশা করবে। সকল বিষয়ে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত হবে।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে সুষ্ঠু কোনো ধারণা তাদের নেই। এমনকি রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবেও শ্রমজীবী মানুষকে "ইসলামী শ্রমনীতি" বা তার সুফল সম্পর্কে জানাবার কোনো উদ্যোগ প্রচেষ্টা দৃশ্যমান নয়। বরং মানবরচিত মতবাদ ও আইন বিধানের চর্চা শ্রমিক সমাজকে দিকভ্রান্ত করে ফেলেছে। তাই পথহারা শ্রমিক সমাজের প্রকৃত মুক্তি ও মর্যাদার জন্য ইসলামী শ্রমনী

তির জ্ঞানচর্চা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রামকেও জোরদার করা। যে দিবসের মূল চেতনা তখনই বাস্তবায়ন হবে যখন ইসলামী শ্রমনীতির সুফল সম্পর্কে জনগণকে জাগ্রত করে ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রামকে জোরদার করা যাবে। নিম্নে ইসলামী শ্রমনীতির মৌলিক কয়েকটি বিধান উল্লেখ করা হলো:

মালিক শ্রমিক ভ্রাতৃত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক আর শ্রমিকের সম্পর্ক মনিব আর দাসের মতো নয়। বরং তাদের সম্পর্ক ভাই ভাইয়ের। তারা একজন আরেক জনের অধীনে শ্রম দিতে আইনানুগভাবে বাধ্য ছিল না। যেমন দাস তার মনিবের প্রতি অনুগত্যের শ্রম দিতে বাধ্য থাকে। বরং একজন শ্রমিক তার নিজের আর্থিক প্রয়োজনে-আর অপর ভাইয়ের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব এই দুইয়ের সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই তার আরেক ভাইয়ের অধীনে কাজ করতে এসেছে। একইভাবে ধনী লোকটিও নিজের পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজন এবং গরিব ভাইটির প্রতি সহযোগিতার মনোভাব এই দুইয়ের সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই তার আরেক ভাইকে নিজের অধীনে কাজে খাটিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই মুমিনরা ভাই-ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে (কোন বিরোধ হলে) সংশোধন করে নাও।" "আর আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।" (সূরা হুজুরাত ১০) শ্রমিকদের প্রতি সদাচারণের ব্যাপারে মহান আল্লাহর সাধারণ ঘোষণা আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে পাওয়া যায়: "আর মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তুমি তাদের প্রতি স্নেহ মমতার ডানা অবনমিত করো।" (সূরা শু'আরা : ২১৫)

অতএব, এ কথা মাথায় রেখেই একজন শ্রমিককে কাজে খাটাতে হবে যে, সে আমাদের ভাই এবং তার ব্যাপারেও আমি মহান আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবো। সকলেই আদমের সন্তান ভাই শ্রমিক-মালিক ভাই-ভাই। এ কারণে একজন শ্রমিককে হীন মনে করা যাবে না, তাকে অধিকারবঞ্চিত করা যাবে না। ইসলামী বিধানে শ্রমিক-মালিক কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সবাই অনুগত ও আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে জীবন যাপন করবে।

ন্যায্য মজুরি

শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া একজন শ্রমিকের অধিকার। আর এ অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক আর শ্রমিকের সম্পর্ক মনিব আর দাসের মতো নয়। বরং তাদের সম্পর্ক ভাই ভাইয়ের। তারা একজন আরেক জনের অধীনে শ্রম দিতে আইনানুগভাবে বাধ্য ছিল না। যেমন দাস তার মনিবের প্রতি আনুগত্যের শ্রম দিতে বাধ্য থাকে। বরং একজন শ্রমিক তার নিজের আর্থিক প্রয়োজনে-আর অপর ভাইয়ের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব এই দুইয়ের সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই তার আরেক ভাইয়ের অধীনে কাজ করতে এসেছে। একইভাবে ধনী লোকটিও নিজের পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজন এবং গরিব ভাইটির প্রতি সহযোগিতার মনোভাব এই দুইয়ের সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই তার আরেক ভাইকে নিজের অধীনে কাজে খাটিয়েছে।

নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম কোন শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করার আগেই তার মজুরি বা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করার তাকিদ দেয়। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সা.) কোন শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে নিযুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। (বায়হাকি) অর্থাৎ যতক্ষণ না তার সাথে তার মজুরি ঠিক করে নেয়া হবে ততক্ষণ শ্রমিককে কাজে খাটানো যাবে না

ইমাম বাইহাকি বর্ণনা করেছেন- আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেন যে, "আর যে ব্যক্তি কউকে শ্রমিক নিযুক্ত করতে চায় সে যেন তকে তার পারিশ্রমিক জানিয়ে দেয়।" নবী করিম (সা.) বলছেন, "মালিক যা খাবে পরবে, তার অধীনস্থরাও তাই খাবে এবং পরবে।"

সময়মতো মজুরি প্রদান

এক হাদিসে কুদসিতে এসেছে আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো। আর আমি যাদের প্রতিপক্ষ হবো তাদেরকে পরাজিত করে ছাড়বো। তারা হলো-এমন ব্যক্তি যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, এমন ব্যক্তি যে আযাদ মানুষকে ধরে এনে তাকে বিক্রয় করে এবং এমন ব্যক্তি যে কাউকে মজুর নিয়োগ করে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তাকে তার পারিশ্রমিক পরিপূর্ণ আদায় করে না।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকনোর আগে তার পরিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও।" যদি চুক্তির মধ্যে মালিক সাপ্তাহিক/দৈনিক মজুরি প্রদান করে তাহলে বৈধ। কিন্তু তা নিয়ে টালবাহানা সম্পূর্ণ অন্যায়।

নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সমতা

শ্রমিকদের মধ্যে যারা নারী তাদের গুরুত্ব কোনো মতেই কম নয়। তারা একই পেশায় নিয়োজিত হলে একই রকম সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হবে। নারী হওয়ার অজুহাতে তাদেরকে কম সুবিধা দেয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং তাকে তার মাতৃত্বজনিত ছুটিসহ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দিতে হবে, যা পুরুষের ক্ষেত্রে দিতে হয় না। মহান আল্লাহ নারী-পুরুষের কাজের প্রতিদানের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করেন না। আল্লাহ বলেন "আর পুরুষ কিংবা নারী যদি মু'মিন অবস্থায় কোনো সৎকাজ করে তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।" অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, "পুরুষ

পুঁজিবাদী সমাজে মালিকরা শ্রমিকদের বঞ্চিত করে বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অপচয় করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশে লাভের সবটুকু অংশ রাষ্ট্রের অধীনে চলে যায়। শ্রমিক সমাজকে পশুর মত খাটিয়ে মারে, আর শাসকগোষ্ঠী ও তার পেটোয়া বাহিনী নিজেদের জন্য স্বর্গ তৈরি করে। তাই ইসলাম লভ্যাংশে শ্রমিকের অংশ নিশ্চিত করে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে চায়।

য় অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।" (সূরা নিসা : ৩২)

সাধ্যাতীত বোঝা না চাপানো এবং কর্মঘন্টা নির্ধারণ: আল্লাহ পাকের নির্দেশ : "কারো সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপানো যাবে না।" (সূরা বাকারা : ২৩৩) হুযাইফাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের পূর্বেকার এক লোকের জান কবজ করার জন্য ফেরেশতা এলো। তারা (লোকেরা) বলল, তুমি কোন (উল্লেখযোগ্য) নেক আমল করেছো? সে বলল, আমি আমার শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে আদেশ করতাম যেন তারা অভাবীকে অবকাশ দেয় ও ক্ষমা করে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি নবী (সা.) বলেছেন, তখন তারাও (ফেরেস্তা) তাকে ক্ষমা করে দিলো। মালিক একজন শ্রমিকের দ্বারা কি ধরনের কাজ নেবে? এবং কত ঘণ্টা কাজ করতে হবে? তা উভয় পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন কাজও তার ওপর চাপানো অন্যায়। রৌদ্র তাপের মধ্যে আট ঘণ্টা মাটি কাটার কাজ, আর এয়ারকন্ডিশনে বসেও আট ঘণ্টা কাজ, এটা ইনসাফ হতে পারে না। তাই কাজের প্রকৃতি ও কাজের পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে কাজের সময় নির্ধারিত হওয়া উচিত। আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শক্তি সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকের ওপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ তাকে দাও তাহলে সে কাজে তাকে সাহায্য কর। (বুখারি, মুসলিম) "কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ না জানিয়ে কাউকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না"। (আল হাদিস)

পোষ্যদের ভরণ পোষণ: প্রত্যেক শ্রমিক তার উপার্জন দ্বারা স্ত্রী-সন্তান ও পিতা-মাতার ভরণ পোষণের চেষ্টা করে। তাই বেতন এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে নিজের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পরে তার পোষ্যদের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে পারে। বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) বলেন, "সাধারণ নিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিবারের লোকসংখ্যা অনুপাতে বেতন নির্ধারণ সহজ নয়। তবে এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের গ্রহণ করা উচিত। আর বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ জন্য বাধ্য করা যেতে পারে।" (রাসায়েল ও মাসায়েল) হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, "যার ওপর যার লালন পালন করার দায়িত্ব রয়েছে, তা উপেক্ষা করাই একজন ব্যক্তির গোনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" (মিশকাত) বর্তমান বিশ্বে মজুরির ক্ষেত্রে পোষ্যদের বিষয়টি বিবেচনায়ই আনা হয় না। অথচ মানবিক দিক থেকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইসলামী শ্রমনীতি বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে।

অতিরিক্ত কাজের জন্য ওভার টাইম: কোন শ্রমিকের দ্বারা অতিরিক্ত কাজ করানো হলে তাকে অতিরিক্ত মজুরি দেয়া ইসলামী শ্রমনীতির বিধান। যেন সে খুশি হয়ে কাজ সম্পন্ন করে। মহান আল্লাহ বলেন- 'যে লোক এক বিন্দু পরিমাণ উত্তম কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।' (সূরা যিলযাল-৭) নবী করিম (সা.) বলেছেন- "তাদের ওপর সাধ্যের অধিক কাজ চাপাবে না। যদি অতিরিক্ত কাজ চাপানো হয়, তাহলে সাহায্য কর।" (বুখারি)

লভ্যাংশে শ্রমিকের অধিকার: প্রতিষ্ঠানে লাভ তখনই আসে যখন পুঁজি বিনিয়োগ করে তাতে শ্রম যোগ করা হয়। মালিকের পুঁজি হলো অর্থ, আর শ্রমিকের পুঁজি হলো শ্রম। দুটোর মিলিত শক্তি "লাভের" জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তাই লাভের অংশটা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বণ্টন হবে। এটাই ইসলামের চূড়ান্ত মত। মহান আল্লাহ বলেন, "সম্পদ এমনভাবে বণ্টন কর, যেন তা শুধু ধনী লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে।" (সূরা হাশর :৭) "বিত্তবানদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" (সূরা যারিয়াত : ৭) নবী করীম (সা.) বলেন, "মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। শ্রমিককে তার উপার্জন থেকে দাও। কারণ শ্রমিককে বঞ্চিত করা যায় না।" (মুসনাদে আহমদ) পুঁজিবাদী সমাজে মালিকরা শ্রমিকদের বঞ্চিত করে বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অপচয় করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশে লাভের সবটুকু অংশ রাষ্ট্রের অধীনে চলে যায়। শ্রমিক সমাজকে পশুর মত খাটিয়ে মারে, আর শাসকগোষ্ঠী ও তার পেটোয়া বাহিনী নিজেদের জন্য স্বর্গ তৈরি করে। তাই ইসলাম লভ্যাংশে শ্রমিকের অংশ নিশ্চিত করে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে চায়।

ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের অংশগ্রহণ: ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানার ভালো মন্দের সাথে যেমনি মালিকের ভাগ্য জড়িত, তেমনি শ্রমিকেরও ভাগ্য জড়িত। কারণ শ্রমিকের পুঁজি, শ্রম, সেখানে বিনিয়োগ করা এবং শ্রমিকরা বাস্তব ময়দানে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সম্পর্কে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকাটাই স্বাভাবিক। ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করতে পারলে শ্রমিকদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির পথে ভূমিকা রাখতে পারে। শ্রমিক মালিক ভাই-ভাই এবং সুখ দুঃখের সমান অংশীদার ও সংরক্ষক-এটাই এ চেতনার মূলনীতি। মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি লোকদের সাথে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ কর।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের শাসকরা চরিত্রবান হবে, সম্পদশালী লোকেরা দানশীল হবে এবং পারস্পরিক বিষয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করবে তখন পৃথিবীর নিচের অংশের চাইতে ওপরের অংশ তোমাদের জন্য উত্তম হবে। (তিরমিজি) শ্রমিকদের প্রতিনিধির ব্যবস্থাপনায় থাকার অধিকার ইসলাম দিয়েছে।

চাকরির নিরাপত্তা: প্রতিটি নাগরিকের চাকরির নিরাপত্তার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের। বিনা কারণে মালিক যদি কোন শ্রমিককে

চাকরি থেকে বরখাস্ত করে তাহলে সে মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য থাকবে। শ্রমিকদের কোন অপরাধ হলে তার বিচার করার দায়িত্ব সরকারের। তা কোন ব্যক্তি বা মালিকের খেয়াল খুশির ওপর ছেড়ে দেয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন: "ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীনস্থ তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর।" (সূরা শু'আরা : ২১৫) "তোমাদের অধীনস্থরা যদি সত্তরবারও অপরাধ করে তা হলে ক্ষমা করে দাও।" (আল হাদিস) এসব নির্দেশনার মাধ্যমে ইসলাম প্রত্যেকের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষি অধিকার: সংগঠন হচ্ছে এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম। যোগ্য ও উপযুক্ত সংগঠন ছাড়া উৎপাদন এবং শ্রমিক সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। সংগঠন বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে ইসলাম আগাগোড়া একটি সংগঠন ছাড়া কিছুই নয়। নামাযের মধ্যে ইমামত, রাষ্ট্রের মধ্যে খেলাফত ও হজের মধ্যে ইমারাত (নেতৃত্ব) এসব কিছুতেই ইসলামী সংগঠনের পরিচয় মেলে। হযরত উমর (রা.) বলেছেন- "জামায়াত ব্যতীত ইসলাম হয় না।" ইসলামী শ্রমনীতি ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার পাবে। শ্রমিকদের জন্য শ্রমিকদের দ্বারা আইনানুগভাবে গঠিত ট্রেড ইউনিয়নের একটা মৌলিক দায়িত্ব হলো মালিক পক্ষের সাথে দরকষাকষি ও আলোচনা করে সমস্যার সমাধানে পৌঁছা। দরকষাকষি মানবজীবনের সকল ব্যাপারেই একটি স্বভাবজাত প্রক্রিয়া। দরকষাকষির মাধ্যমে প্রতিটি জিনিসের মূল্য নিরূপিত হয়ে থাকে। যেমন হযরত মূসা (আ.) হলেন শ্রমিক এবং হযরত শোয়ায়েব (আ.) হলেন মালিক। তাদের দু'জনের মধ্যে দরকষাকষি হয়েছিল। সূরা কাছছের ২৭-২৮ নং আয়াতে সেই চাকরি, বিনিময় ও চুক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক যুগে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের একটি শক্ত হাতিয়ার হলো দরকষাকষি। যা পবিত্র কুরআনে দৃষ্টান্ত হিসেবে মহান আল্লাহ পেশ করেছেন।

অবসরকালীন ভাতা: শ্রমিকের প্রতি মালিকের দায়িত্ব শুধু চাকরি চলাকালীনই নয়, বরং চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও শ্রমিকের দায়িত্ব মালিককে সাধ্য অনুসারে অবশ্যই নিতে হবে। মালিক অসহায় বৃদ্ধ, অসুস্থ, বিকলাঙ্গ হওয়া শ্রমিকের প্রতি দায়িত্ব পালনে যদি অবহেলা করে, তা হলে রাষ্ট্রীয় আইনে মালিকের শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। ইসলামী সমাজে সকল শ্রমিক ও নাগরিক অবসরকালীন ভাতা পাবেন এবং সকল অসহায় মানুষ বয়স্ক ভাতা পাবেন। মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তায়ালা যা কিছু (সম্পদ) জনগণের কাছ থেকে নিয়ে তার রাসূলের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন তা হচ্ছে আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন ও অভাবীদের জন্য। যেন তা (সম্পদ) কেবল বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (সূরা হাশর-৭)। তাই ইসলামী সমাজে সকল শ্রমিক ও নাগরিক অবসরকালীন ভাতা পাবে।

চাকরির পদোন্নতি: চাকরিতে পদোন্নতি অবশ্যই প্রয়োজন। শ্রমিকদের কাজে পদোন্নতি যোগ্যতার ভিত্তিতে হওয়াই ইনসাফের দাবি। যোগ্যতার সাথে এ ক্ষেত্রে সিনিয়রিটি ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা প্রয়োজন। স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা ও পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা প্রয়োজন। সর্বিক উপযুক্ততার বিচারে চাকরিতে পদোন্নতি পাওয়া একটি অধিকার। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন, "ধন সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নির্ধারিত করেছেন। তোমরা তা নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিও না। অবশ্য তাদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কর এবং তাদেরকে উপদেশ দাও।" (সূরা নিসা : ৫)

শ্রমিকের প্রতি মালিকের দায়িত্ব শুধু চাকরি চলাকালীনই নয়, বরং চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও শ্রমিকের দায়িত্ব মালিককে সাধ্য অনুসারে অবশ্যই নিতে হবে। মালিক অসহায় বৃদ্ধ, অসুস্থ, বিকলাঙ্গ হওয়া শ্রমিকের প্রতি দায়িত্ব পালনে যদি অবহেলা করে, তা হলে রাষ্ট্রীয় আইনে মালিকের শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। ইসলামী সমাজে সকল শ্রমিক ও নাগরিক অবসরকালীন ভাতা পাবেন এবং সকল অসহায় মানুষ বয়স্ক ভাতা পাবেন।

শিক্ষা প্রশিক্ষণ: শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। মালিক ব্যর্থ হলে সরকারকে সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে কর্মক্ষম করা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী সমাজে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তাই ইসলামের প্রথম বাণী, "পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক : ১) "বলে দিন যাদের জ্ঞান আছে এবং যাদের জ্ঞান নেই, তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার : ৯) "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ।" (বুখারি)

ছুটির ব্যবস্থা: শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রাম, আপনজনের সাথে একত্রে থাকা, পারিবারিক ও সামাজিক উদ্দীপনা ইত্যাদির জন্য সাপ্তাহিক ও বার্ষিক ছুটি প্রয়োজন। মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা ও নম্রতা আরোপ করতে চান। কঠোরতা ও কঠিনতা আরোপ করতে ইচ্ছুক নন।" নবী করিম (সা.) বলেছেন- তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হালকা কাজ নেবে, তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও পুণ্য লেখা হবে। (তারগিব ও তারহিব) সুতরাং ইসলামী শ্রমনীতিতে মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ সকল ধরনের ছুটির ব্যবস্থা থাকবে।

ন্যায় বিচার লাভের অধিকার: ইসলামে সকল নাগরিকের ন্যায় বিচার লাভ করা মৌলিক অধিকার। আল কুরআনে ন্যায় বিচারের কঠোর নির্দেশ রয়েছে। "তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে তখন অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে।" (সূরা নিসা : ৫৮) "কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের কোন রকম অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে।" (সূরা মায়েদা : ৮) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে ন্যায়নীতি নিয়ে শক্তভাবে দাঁড়াও। আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও তোমাদের সুবিচার যদি তোমাদের নিজেদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয়। আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরিব যাই হোক না কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহ উত্তম। তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে ন্যায় বিচার হতে বিরত থেকো না।" (সূরা নিসা : ১৩৫) হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- "তোমরা নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী সকলের উপরে আল্লাহর দণ্ডবিধি কার্যকরী কর। আল্লাহর ব্যাপারে যেন কোন অত্যাচারী তোমাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে না পারে (ইবনে মাজা)। আজকের বিশ্বে বিচারব্যবস্থা ক্ষমতাসীন সরকার পুঁজিবাদী ও প্রভাবশালী লোকদের হাতে বন্দী। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে প্রভাব খাটিয়ে বিচারের রায় উল্টে দেয়া হচ্ছে। অর্থের বিনিময়ে রায় কেনা বেচা হচ্ছে। তাই গরিব ও শ্রমিক সমাজের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন অনিবার্য।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শ্রমনীতি প্রকৃতপক্ষে পেশা ও কর্মসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ; মালিক ও শ্রমিকের জন্য সত্যি মহা কল্যাণকর। ইসলামী নীতিতে শ্রমের বিশাল মর্যাদা রয়েছে। কাজহীন মানুষকে সমাজের জন্য মানহানিকর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈধ-অবৈধ কাজের সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। কারণ বৈধ ও পবিত্র বস্তু মানুষের জন্য কল্যাণকর। অবৈধ বস্তু মানুষের জন্য সাধারণত অকল্যাণ ও ক্ষতিকর। একইভাবে ইসলাম শ্রমিকের মর্যাদা, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তার অধিকারের ওপর পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক কল্যাণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। আবার মালিকের দায়িত্ব কর্তব্য এবং তার অধিকারের ব্যাপারেও ইসলাম সুরক্ষা দিয়েছে।

তাই ইসলামের শ্রমনীতি এক অনুপম, সার্বজনীন ও চিরশাশ্বত নীতিমালা। আধুনিক বিশ্বের অস্থির ও বৈষম্যপূর্ণ শ্রম ব্যবস্থায় শ্রমিক মালিকের মধ্যে শুধু হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বঞ্চিতদেরকে তাদের অধিকার রক্ষায় অনেক ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। মানবতা সেখানে পদধ্বলিত হচ্ছে। যা পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশকে অস্বস্তিকর করে তুলছে। মানুষ শান্তির বদলে অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। এমতাবস্থায় ইসলামী শ্রমনীতি অনুসরণের ফলে মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উভয়ই তাদের নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় মানবিক সুসম্পর্ক, সম্প্রীতি যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে শ্রমিক-মালিক, কল-কারখানা, শিল্প ও কর্মস্থলে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। মান, পরিসংখ্যান, পরিকল্পনা সবকিছুতেই উন্নতির পরশ লগে। শ্রমিক-মালিক, উর্ধ্বতন, অধস্তন, ইত্যাদি, ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মনোভাবসহ সকল ক্ষতিকর উপসর্গের অবসান হয় মহান মে দিবসের মূলত এটাই ছিল শ্রমিকদের আত্মদানের মূল চেতনা। কিন্তু সে চেতনা বাস্তবায়ন হয়নি, বরং আজ এটা বাস্তবে প্রমাণিত যে, মানবরচিত মতবাদ নয়-ইসলামেই কেবল এমন ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা এবং চিরকল্যাণকর মহাব্যবস্থা রয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

এ জন্য প্রচলিত ধারার বাইরে প্রয়োজন এক নতুন ধারায় শ্রমিক আন্দোলন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এ দেশে ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী এবং সরকারের নিবন্ধিত একক শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। দেশ ও জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে শ্রমজীবী মনুষের মুক্তির লক্ষ্যে তাই ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রামকে জোরদার করে মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়ন সম্ভব। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক : সাবেক এমপি ও সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

তাই ইসলামের শ্রমনীতি এক অনুপম, সার্বজনীন ও চিরশাশ্বত নীতিমালা। আধুনিক বিশ্বের অস্থির ও বৈষম্যপূর্ণ শ্রম ব্যবস্থায় শ্রমিক মালিকের মধ্যে শুধু হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বঞ্চিতদেরকে তাদের অধিকার রক্ষায় অনেক ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। মানবতা সেখানে পদধ্বলিত হচ্ছে। যা পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশকে অস্বস্তিকর করে তুলছে। মানুষ শান্তির বদলে অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। এমতাবস্থায় ইসলামী শ্রমনীতি অনুসরণের ফলে মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উভয়ই তাদের নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় মানবিক সুসম্পর্ক, সম্প্রীতি যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে শ্রমিক-মালিক, কল-কারখানা শিল্প ও কর্মস্থলে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। মান, পরিসংখ্যান, পরিকল্পনা সবকিছুতেই উন্নতির পরশ লাগে। শ্রমিক-মালিক উর্ধ্বতন, অধস্তন, ইত্যাদি, ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মনোভাবসহ সকল ক্ষতিকর উপসর্গের অবসান হয়। মহান মে দিবসের মূলত এটাই ছিল শ্রমিকদের আত্মদানের মূল চেতনা। কিন্তু সে চেতনা বাস্তবায়ন হয়নি, বরং আজ এটা বাস্তবে প্রমাণিত যে, মানবরচিত মতবাদ নয়-ইসলামেই কেবল এমন ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা এবং চিরকল্যাণকর মহাব্যবস্থা রয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

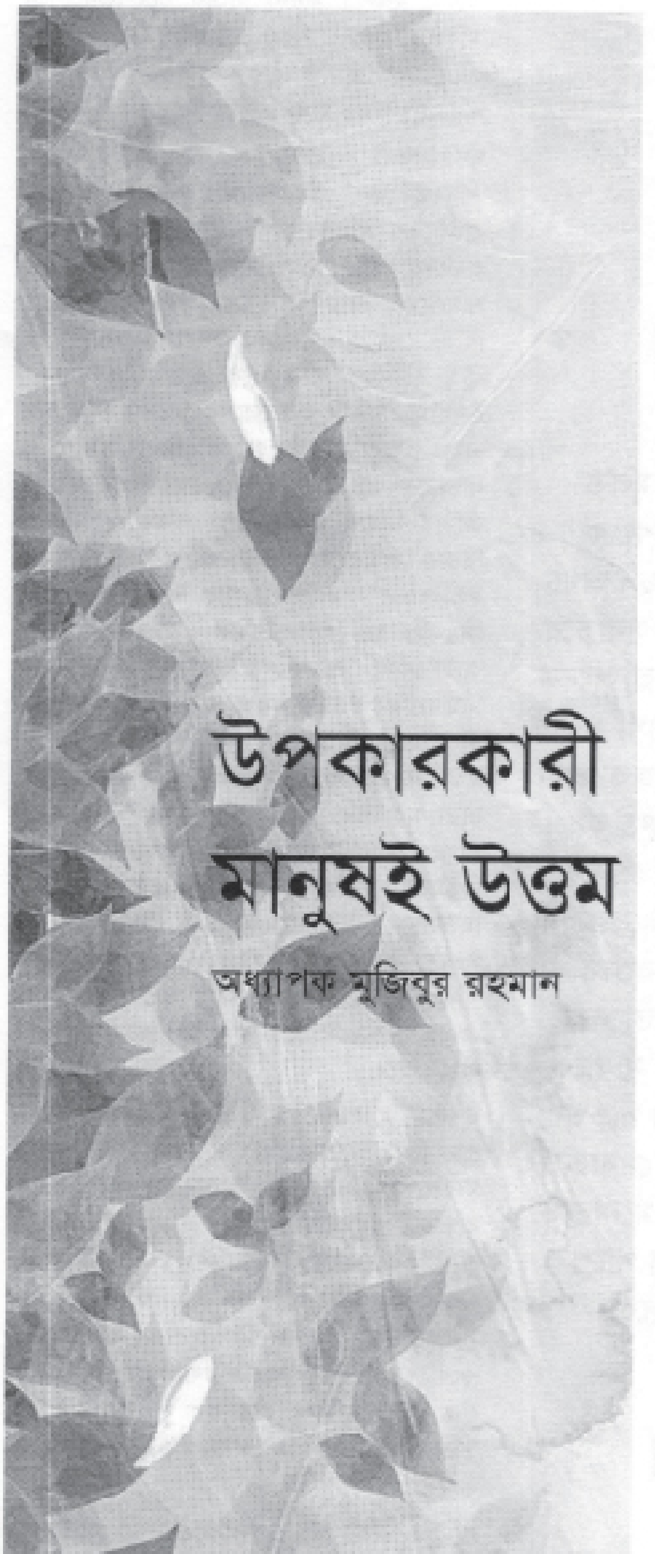

উপকারকারী মানুষই উত্তম

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

হজরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সব নবী-রাসূল নিজ হাতে কাজ করতেন। কাজ করে নিজের প্রয়োজন মিটানোর সাথে সাথে অন্যের সহযোগিতা করতেন। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ যত নবীই প্রেরণ করেছেন, সবাই মেষ চরিয়েছেন। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আমিও। আমি নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীর মেষ চরাতাম। (মুসনাদে আহমাদ) তিনি বিশ্বনেতা হয়েও নিজেকে শ্রমিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে শ্রমিক সমাজকে ধন্য করেছেন। মুসতাদরাকে হাকিমে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, হজরত দাউদ (আ.) বর্ম তৈরি করতেন। হজরত আদম (আ.) কৃষি কাজ করতেন। হজরত নূহ (আ.) কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। হজরত ইদরিস (আ.) সেলাইয়ের কাজ করতেন এবং হজরত মূসা (আ.) রাখালের কাজ করতেন-ফাতহুল বারি। সাহাবায়ে কেরামগণ নিজেরা যেমন শ্রমদানে অভ্যস্ত ছিলেন, তেমনি অন্যদেরও শ্রমদানের প্রতি উৎসাহিত করতেন। মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে পানি টানতে গিয়ে বুকে-পিঠে দাগ পড়ে যেত, জাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে, পাথর ভাংতে ভাংতে হাতে ফোসকা পড়ে যেত, তবুও তারা শ্রমবিমুখ হননি। মানবসেবার মূর্ত প্রতীক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকযুদ্ধে নিজ হাতে পরিখা (দুর্গ) খননকাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের মহান পেশাকে সম্মানিত করেছেন।

তিনি আরো বলেছেন, 'নিজের হাতের কাজ ও শ্রম দ্বারা উপার্জিত খাদ্য খাওয়া অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ খেতে পারে না। হজরত দাউদ (আ) নিজের হাতের শ্রমের উপার্জিত খাবার খেতেন।' (বুখারি) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিককে মজুরিদান করার পরও তাকে লাভের অংশ দেয়ার জন্যও উপদেশ দিয়েছেন। "কর্মচারীকে তাদের লভ্যাংশ দাও। কেননা, আল্লাহর শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যায় না।" (মুসনাদে আহমাদ) অন্য একটি হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "তোমার ভৃত্য যদি তোমার জন্য রান্না করে এবং তা নিয়ে তোমার কাছে আসে, রান্না করার সময় আগুনের তাপ এবং ধোঁয়া তাকে কষ্ট দিয়েছে, তখন কষ্টকে কিছু লাঘবের জন্য তোমার সঙ্গে তাকে বসিয়ে খাওয়াবে।"

যে কষ্ট স্বীকার করে রান্না করে তার যেমন রান্না করা খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার অধিকার আছে, তেমনি যে শ্রমিক মিল-কারখানায় কাজ করে, তার শ্রম দিয়ে মালিকের যে মুনাফা হয়, বেতনের বাইরেও তার ওই মুনাফার একটি অংশে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী তার পাওয়ার হক আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করেছেন, 'শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর আগেই মজুরি দিয়ে দাও।' (মুসনাদে আহমাদ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, বিচার দিবসে আমি তিন শ্রেণির মানুষের প্রতিপক্ষ হবো। এক, যে ব্যক্তি আমার নামের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তা ভঙ্গ করেছে, দুই, যে ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে এবং তিন, যে ব্যক্তি কাউকে শ্রমিক নিযুক্ত করে নিজের কাজ আদায় করেছে; কিন্তু তার পারিশ্রমিক প্রদান করেনি। (সহিহ বুখারি) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, 'কাজের পারিশ্রমিক নির্ধারণ ব্যতিরেকে কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করবে না।' (বায়হাকি)

কুরআন মাজিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই সুখ আছে।' (সূরা ইনশিরাহ-৫)

আমরা ইসলামী সমাজব্যবস্থায় দেখি, একজন মজুরও রাষ্ট্রীয় কর্ণধার হতে পারেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি মদিনার গভর্নর হয়েছিলেন। শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন, সে তার ভাইকে যেন তা-ই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়, তাকে তা পরিধান করতে দিবে, যা সে পরিধান করে। আর যে কাজ তার জন্য কষ্টকর ও সাধ্যাতীত, তা করার জন্য তাকে বাধ্য করবে না। আর সেই কাজ যদি তার দ্বারাই সম্পন্ন করতে হয়, তবে সে তাকে অবশ্যই সাহায্য করবে।- (বুখারি) শ্রমিকেরাই মূলত সভ্যতার চাকাকে গতিশীল রাখছে। অথচ তারাই সমাজে সবচেয়ে বঞ্চিত। শ্রমিকরা অনেক সময় তাদের প্রাপ্য মজুরি পায় না। সমাজেও তারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়। সমাজের উঁচু শ্রেণির অনেক মানুষ তাদের ঘৃণা করে। শ্রমিকদের অধিকার ও তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে তাই আমাদের সচেতন থাকতে হবে। সেবার ও পরোপকারের মনোভাব নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

কথায় আছে, "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" যখন কোনো মানুষ অলস থাকে, তখন নানা ধরনের খারাপ চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খায় এবং সে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখন সে শ্রম দিয়ে নিয়মিতভাবে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন সে খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে। দুনিয়ারও কল্যাণ হবে আখেরাতের কল্যাণও হবে। কুরআন মাজিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াত-'আলা ইরশাদ করেন, 'আর আমি আপনাকে (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল-আম্বিয়া-১০৭) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খায়রুন্নাস মাই ইয়ানফাউন্নাস- মানুষের মধ্যে সেই উত্তম যে মানুষের উপকার করে।' মানবসেবার মাধ্যমে আল্লাহর সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। একজন মানুষ অন্য মানুষের আপদে-বিপদে সহায়তা করবে এমনটিই উৎসাহিত করা হয়েছে ইসলামে। হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কখনো কোনো সাহায্য প্রার্থীকে না বলেননি। মানবসেবাকে তিনি তার জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কোনো অবস্থায় এ ব্রত থেকে বিচ্যুত হননি। মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তার কাছে যেসব উপহার আসত তিনি তা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম অধিদপ্তরে রেজিস্ট্রিকৃত শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গরিব অসহায় শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবার আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বাংলাদেশ জাতীয় রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের মাধ্যমে রিকসা শ্রমিকদের, লোকাল গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে গার্মেন্টস শ্রমিকদের, সিএনজি অটোরিকসা শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে অটোরিকসা শ্রমিকদের আদর্শ কনস্ট্রাকশন নির্মাণশ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে নির্মাণশ্রমিকদের, ঢাকা মহানগরী দোকান কর্মচারী শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের মাধ্যমে দোকান কর্মচারী শ্রমিকদের, ঢাকা মহানগরী অটোরিকসা শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে অটোরিকসা শ্রমিকদের ও ঢাকা মহানগরী হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে হিউম্যান হলার শ্রমিকদেরসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের বিপুল সংখ্যক দুস্থ নেতাকর্মীদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করে। সামনে তাদেরকে আরো অনেক ধরনের সহযোগিতা ও উপকার করার চিন্তা করতে হবে।

ইসলামী শ্রমনীতিই হচ্ছে ইনসাফভিত্তিক শ্রমনীতি। ইনসাফভিত্তিক শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠিত না থাকায় শ্রমিকরা আজ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় শ্রমিকবান্ধব শ্রমনীতির কোনো বিকল্প নেই। তাই ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এখন সময়ের দাবি। বঞ্চিত শ্রমিকদের অধিকার আদায় করে দেয়া সবচেয়ে বড় শ্রমিকসেবা। যে কাজটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে করা যায়। যত পেশা তত কমিটি তথা যত পেশা তত ট্রেড ইউনিয়ন করতে হবে।

শ্রমিকরা বিভিন্ন সেক্টরে প্রতিদিন ৮ ঘন্টার বেশি সময় শ্রম দিলেও তাদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। তাদের জন্য এখনও ন্যূনতম মজুরির দাবি বাস্তবায়ন হয়নি। শ্রমিকদের শ্রমের ওপর ভিত্তি করে একশ্রেণির মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়লেও ভাগ্যহত শ্রমিকরা উপেক্ষিতই থাকছেন। তাদের অভাব পূরণ হচ্ছে না। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গায়ের ঘাম পানি করে, হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটে পৃথিবীর সব

শ্রমিকেরাই মূলত সভ্যতার চাকাকে গতিশীল রাখছে। অথচ তারাই সমাজে সবচেয়ে বঞ্চিত। শ্রমিকরা অনেক সময় তাদের প্রাপ্য মজুরি পায় না। সমাজেও তারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়। সমাজের উঁচু শ্রেণির অনেক মানুষ তাদের ঘৃণা করে। শ্রমিকদের অধিকার ও তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে তাই আমাদের সচেতন থাকতে হবে। সেবার ও পরোপকারের মনোভাব নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

সভ্যতাকে গড়ে তুলছে এবং বাঁচিয়ে রাখছে, সে শ্রমিকরাই আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, বঞ্চিত এবং মজলুম। এদের উপকার করতে হবে। সরকার ও মালিক পক্ষ শ্রমিকের অধিকারের ব্যাপারে উদাসীন, তারা শ্রমিকবান্ধব নয়। সরকারও বাস্তবভিত্তিক কোন পরিকল্পনা করে এগিয়ে আসছে না। নিজের দলবলের আখের গুছানো কাজেই এখন তারা ব্যস্ত।

কল-কারখানা ও উৎপাদন সেক্টরগুলোতে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব এখন বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। এখন পর্যন্ত তাদের ন্যায্য অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়নি। তাই ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে মালিক-শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস তথা মে দিবসে শ্রমিকদের নানা দাবি নিয়ে কথা বলাবলি হলেও বাস্তবে কোন কাজ বা সমাধান হয় না। শ্রমের মজুরি, শ্রমঘণ্ট ও শ্রম পরিবেশ সৃষ্টির দাবিতে সরকার, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সমন্বয় করে অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এই দিনে শ্লোগান উঠলেও তা কার্যকর করার কোন পদক্ষেপ দেখা যায় না। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শাসক এবং মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে।

এক হিসেবে দেখা গেছে আমাদের দেশে এখন পাঁচ হাজারের বেশি মাঝারি ও বড় গার্মেন্টস কারখানায় প্রায় ৪৫ লাখ মানুষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী শ্রমনীতি কায়েমের মাধ্যমেই মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সকলে মিলে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাথে ঐক্যবদ্ধ থেকে মেহনতি মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের কাজ বুঝতে হলে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণ বুঝতে হবে। মানুষের সেবা করার মাধ্যমেই আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন করতে হবে। পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন মন সকলি দাও, তার মত সুখ কোথাও কি আছে আপনার কথা ভুলিয়া যাও।'-কবির কথা মুখস্থ ও বক্তৃতা করলেই কাজ শেষ হবে না। অন্যের ব্যথায় সমব্যথী হওয়া এবং পরের বিপদে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা একটি মহৎ গুণ ও বিশাল নেকির কাজ।

আমরা তিনবেলা পেট পুরে খাই অথচ পাশের বস্তিতে খাবার না পেয়ে অবোধ শিশুরা চিৎকার করে কাঁদে। পেটের ক্ষুধা সইতে না পেরে কত বনি আদম পথের ধারে উপুড় হয়ে কাতরায়। বিভিন্ন রকম ফল খেতে খেতে আমাদের সন্তানদের অরুচি ধরে যায় অথচ বাড়ির কাজের

শ্রমিকরা বিভিন্ন সেক্টরে প্রতিদিন ৮ ঘন্টার বেশি সময় শ্রম দিলেও তাদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। তাদের জন্য এখনও ন্যূনতম মজুরির দাবি বাস্তবায়ন হয়নি। শ্রমিকদের শ্রমের ওপর ভিত্তি করে একশ্রেণির মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়লেও ভাগ্যাহত শ্রমিকরা উপেক্ষিতই থাকছেন। তাদের অভাব পূরণ হচ্ছে না। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গায়ের রং পানি করে, হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটে পৃথিবীর সব সভ্যতাকে গড়ে তুলছে এবং বাঁচিয়ে রাখছে, সে শ্রমিকরাই আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, বঞ্চিত এবং মজলুম। এদের উপকার করতে হবে।

বুয়ার অভুক্ত সন্তানদের মুখে একটি ফল পৌঁছে না। ফল পচে ডাস্টবিনে চলে যায় তবুও অভুক্ত শিশুদের দেয়া হয় না। এরা ডাস্টবিনে পচা ও উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়ার জন্য ইতর প্রণীর সঙ্গে যুদ্ধ করে। আমাদের সন্তানদের শীতবস্ত্র আর গ্রীষ্মের পোশাক বদল হয়। অথচ সাধারণ বস্ত্র ও শীতবস্ত্রের অভাবে গরিবের প্রাণ যায়। এই বৈষম্য একজন প্রকৃত মুসলিম বরদাস্ত করতে পারে না। ইসলাম মানুষকে সর্বোচ্চ মানবিকতা সহমর্মিতা শিক্ষা দিয়েছে। একজন দুঃখী বান্দার দুঃখে সমব্যথী হতে আল্লাহ তা'আলা রমযানের সিয়াম ফরয করেছেন। দুঃখীর অভাব মোচনে যাকাত ফরয ও সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন। একই উদ্দেশে সালাত, সিয়াম ইত্যাদির ফিদইয়া ও লে'আনের বিধান এবং কসম ইত্যাদির কাফফারায় বিধান প্রবর্তন করেছেন। কুরআন মাজিদে দান-সদকা ও অন্যের জন্য খরচে উদ্বুদ্ধ করে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন,

১. "এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম কর্জ দেবে? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।" (সূরা আল-হাদিদ, আয়াত :১১)

২. "কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৪৫)

৩. "যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে এক শ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৬১)

৪. "নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম কর্জ দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।" (সূরা আল-হাদিদ আয়াত : ১৮)

৫. "অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং তোমাদের নিজেদের কল্যাণে ব্যয় কর, আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়, তারাই মূলত সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল।" (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত : ১৬-১৭)

৬. "আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত : ২০)

৭. "আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।" (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ১৯)

৮. "আর যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক, বঞ্চনাকারী ও বঞ্চিতের।" (আল-মা'আরিজ, ২৪-২৫)

৯. "যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে সালাত আদায় করে ও তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ব্যয় করে।" (সূরা বাকারা : ২)

১০. দান অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য: যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, জীবিকার সন্ধানে ভূপৃষ্ঠে ঘোরা-ফেরা করতে পারে না। তারা কিছু চায় না বলে, অবিবেচক লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে; তারা লোকেদের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে বঞ্চিত করে না। আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা সবিশেষ জ্ঞাত। (সূরা বাকারা-২৭৩) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনভর মানবসেবা করে অপরের উপকার করেছেন ও উপকার করার জন্য আদেশ করেছেন। তিনি জীবনের বিভিন্ন স্তরে তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন - নবুওয়াত লাভের প্রাক্কালে হিলফুল ফুদুল নামক সংস্থা গড়েছিলেন। সেখানে কিছু যুবককে নিয়ে তিনি এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন, 'আমরা নিঃস্ব ও অসহায় দুর্গতদের সেবা করব। অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দেবো, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করব এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে সচেষ্ট হবো। (বিশ্বনবী পৃ.-৫৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর্তমানব সেবার উপমা খুঁজে পাওয়া যায় মা খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহার প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তিতে। প্রথম ওহি দর্শনে ভীত-সন্ত্রস্ত স্বামীকে অভয় দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি বলেন, 'কখনো নয়, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়দের প্রতি দয়াশীল, পীড়িত মা ও আতুরদের ব্যয়ভার বহন করেন, নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করেন, আপনি অতিথিপরায়ণ এবং সত্যিকার বিপদাপদে সদা সাহায্যকারী।' (বুখারি ও মুসলিম)

৬ষ্ঠ হিজরির শেষের দিকে খায়বার বিজিত হয় তখন চারদিক থেকে মদিনায় যত ধন-দৌলত প্রেরিত হয় সবই তিনি অকাতরে বিলিয়ে দেন অনাথ ও দুস্থদের মাঝে। মা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার ভাষ্য মতে, তিনি এমনভাবে ইহলোক ত্যাগ করেছেন যে তার পরিবার লাগাতার দু'দিন পেট পুরে যবের রুটি খেতে পারেন নি। প্রখ্যাত সাহাবী জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কখনো কোনো প্রার্থীকে 'না' বলেন নি। তাঁর পরোপকার, মানবসেবা ও সমাজকল্যাণে অবদানের সংক্ষেপে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের পার্থিব কষ্টসমূহ থেকে কোনো কষ্ট দূর করবে কিয়ামতের কষ্টসমূহ থেকে আল্লাহ তার একটি কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীকে দুনিয়াতে ছাড় দেবে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ছাড় দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করে যায়।' (মুসলিম) প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'না, আল্লাহর কসম সে ঈমান আনে নি'; 'না, আল্লাহর কসম সে ঈমান আনে নি'; 'না, আল্লাহর কসম সে ঈমান আনে নি'। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, 'সেই ব্যক্তি যার হঠকারিতা থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' জিজ্ঞেস করা হলো, হঠকারিতা কী? তিনি বললেন, 'তার অনিষ্ট বা জুলুম।' (মুসনাদ আহমদ) আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'হে মুসলিম নারীগণ, এক প্রতিবেশী যেন তার অপর প্রতিবেশীর পাঠানো দানকে তুচ্ছজ্ঞান না করে, যদিও তা ছাগলের পায়ের একটি ক্ষুর হয়।' (বুখারি) আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'বিধবা ও অসহায়কে সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।' (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার ধারণা তিনি আরও বলেন, 'এবং সে ওই সালাত আদায়কারীর ন্যায় যার ক্লান্তি নেই এবং ওই সিয়াম পালনকারীর ন্যায় যার সিয়ামে বিরাম নেই।' (বুখারি) আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা (সদুপদেশ ও সদাচারের মাধ্যমে) নারীদের কল্যাণ কামনা করো, কেননা নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হাড় হলো ওপরেরটি। তুমি যদি সেটি সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙে ফেলবে। আর নিজ অবস্থায় যদি ছেড়ে দাও তবে তা বাঁকা হতেই থাকবে। সুতরাং সদুপদেশ ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে নারীর কল্যাণ কামনা করো।' (বুখারি) হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে স্ত্রীর কাছে তোমাদের মধ্যে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।' (তিরমিযী: ৩৮৯৫) আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে।'

(১) তুমি যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তাকে সালাম দেবে। (২) সে যখন তোমাকে দাওয়াত করবে তা গ্রহণ করবে। (৩) সে যখন তোমার মঙ্গল কামনা করবে, তুমিও তার মঙ্গল কামনা করবে। (৪) যখন সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, তখন তুমি ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত করুন) বলবে। (৫) যখন সে অসুস্থ হবে তাকে দেখতে যাবে। (৬) এবং যখন সে মারা যাবে, তখন তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে।' (মুসলিম) আবু মূসা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'অসুস্থ লোকের সেবা করো, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও এবং বন্দিকে মুক্ত করো।' (বুখারি) আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কেয়ামত দিবসে নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, 'হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার শুশ্রূষা করোনি।' বান্দা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক। আপনিতো

বিশ্বপালনকর্তা কিভাবে আমি আপনার শুশ্রূষা করব?' তিনি বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, অথচ তাকে তুমি দেখতে যাও নি। তুমি কি জান না, যদি তুমি তার শুশ্রূষা করতে তবে তুমি তার কাছেই আমাকে পেতে?' 'হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাও নি।' বান্দা বলবে, 'হে আমার রব, তুমি হলে বিশ্বপালনকর্তা, তোমাকে আমি কিভাবে আহার করাব?' তিনি বলবেন, 'তুমি কি জান না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তাকে তুমি খাদ্য দাওনি। তুমি কি জান না যে, তুমি যদি তাকে আহার করাতে বে আজ তা প্রাপ্ত হতে?' 'হে আদম সন্তান, তোমার কাছে আমি পানীয় চেয়েছিলাম, অথচ তুমি আমাকে পানীয় দাও নি।' বান্দা বলবে, 'হে আমার প্রভু, তুমি তো রাব্বুল আলামিন তোমাকে আমি কিভাবে পান করাব?' তিনি বলবেন, 'তোমার কাছে আমার অমুক বান্দা পানি চেয়েছিল কিন্তু তাকে তুমি পান করাও নি। তাকে যদি পান করাতে তবে নিশ্চয় আজ তা প্রাপ্ত হতে।' (মুসলিম) হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'বিধবা ও অসহায়কে সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।' (বুখারি ও মুসলিম)

এসব আয়াত ও হাদিসকে সামনে রাখলে কোনো মুসলিমের পক্ষেই সমাজসেবা বিমুখ হওয়া সম্ভব নয়। মসজিদ-মাদরাসা স্থাপন, কুরআন শিক্ষা ইত্যাদির পাশাপাশি এতিমদের পুনর্বাসন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিধবাদের সহায়তা প্রদান, যৌতুক প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য নির্মূল, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন প্রকল্প, ইসলামভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, বেকারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সেবাকর্মের মাধ্যমে মানুষের আরও কাছে যেতে হবে। আর্ত-মানবতার সেবায় ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবার মাঝে ব্যাপক সেবাকর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিতে হবে ইসলাম শুধু মুসলমানের জন্যই আসেনি বরং পৃথিবীর সব মানুষের জন্যই এসেছে।

'কেউ হেদায়াতের দিকে আহ্বান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবে না।' (মুসলিম) হযরত আবু বকর (রা) একদিনে ৪টি ভাল কাজ করেন- রোজা রাখা, রোগীর সেবা, ক্ষুধার্তকে খাবার দান, জানাজায় শরিক হওয়া তার মধ্যে তিনটিই মানবসেবার কাজ। একদিনে আমরা কয়টা মানবসেবার কাজ করি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সকল জনশক্তিসহ আমাদের সকলের মধ্যে দুস্থদের প্রতি মানবসেবার সদকায়ে জারিয়ার আগ্রহ ও চেতনা সৃষ্টি করে দিন। আমিন।

সব সমস্যা একা কোন ব্যক্তির পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হয় না। যদি একাধিক ব্যক্তির শ্রম ও প্রচেষ্টা জড়িত হয় তাহলে ঐ সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এ কারণেই ইসলাম অত্যন্ত জোরালোভাবে মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীনি ভাইদের জরুরি প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য সাহায্য এবং তাদেরকে সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সকলকে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছে।

লেখক: সাবেক এমপি ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

লেখা আহ্বান

ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, ৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল : ০১৯৯২৯৫১৩৬৪, ০১৮২২০৯৩০৫২
E-mail : sramikbarta2017@gmail.com

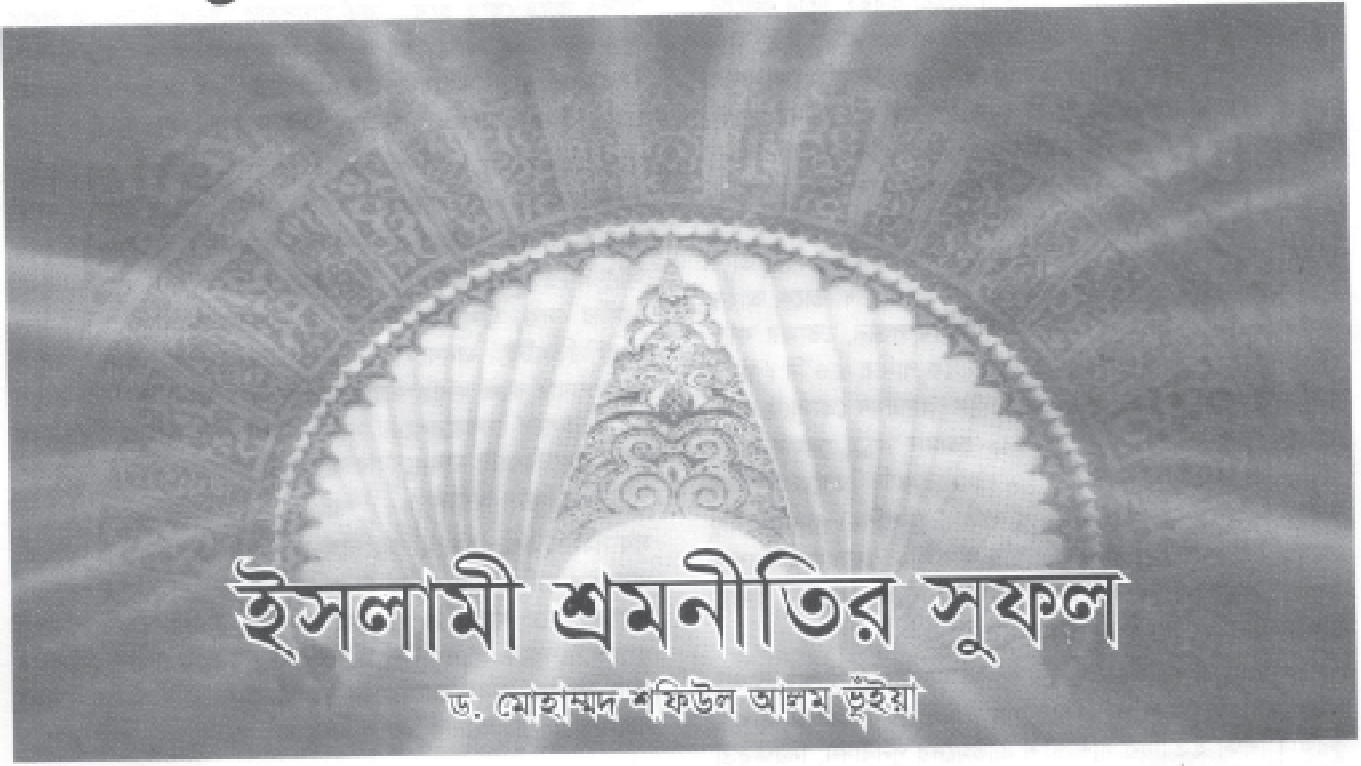

ইসলামী শ্রমনীতির সুফল

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

(পূর্বের সংখ্যার পর)

শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা:

শ্রমিকদের বেলায় কর্মক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই কর্মক্ষমতা কেবল কাজ করার সামর্থ্যই নয়, বরং কাজে দক্ষতা ও পারদর্শিতা। আর প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এই দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জিত হয়। আল কোরআন ও আসসুন্নাহয় আমরা এ বিষয়ে নির্দেশনা দেখতে পাই। মহান আল্লাহ বলেন-

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"সেই দুই নারীর একজন বললো, 'আব্বু, তুমি তাকে কর্মচারী নিযুক্ত করো, তোমার কর্মচারী হিসেবে উত্তম হবেন তো এমন ব্যক্তি যিনি শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত।" (সূরা আল-কাসাস : ২৬)

এখানে শক্তি-সামর্থ্য ও বিশ্বস্ততাকে কর্মী নিয়োগের মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে যেই কাজে নিযুক্ত হবেন তার সেই কাজের দক্ষতা ও সামর্থ্য থাকতে হবে। সেই কাজ পারার মতো মনোবল যেমন তার নিজের থাকতে হবে; যিনি তাকে নিয়োগ দিবেন তারও তার ব্যাপারে আস্থা থাকতে হবে। এ কারণেই দুনিয়াব্যাপী স্বীকৃত নিয়ম হচ্ছে, কর্মী বা শ্রমিক নিয়োগের জন্য ন্যূনতম একটি যোগ্যতা দেখে বাছাই করা এবং এরপর তার দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার আলোকে তাকে প্রমোশন দেয়া বা পদোন্নতি দেয়া। তার এই দক্ষতা ও একনিষ্ঠতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যার যার অঙ্গনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি বিষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসেও এ বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেছেন: দুর্বল মু'মিনের তুলনায় সামর্থ্যবান মু'মিন আল্লাহর কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয় হিসেবে বিবেচ্য। তবে উভয়ের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। যা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে তা লাভের চেষ্টা করবে। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে; নিরাশ হবে না। যদি তোমার অপছন্দনীয় কিছু ঘটে যায়, তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এরূপ এরূপ করতাম, তাহলে এরূপ এরূপ হতো না।' বরং বলো- এটি আল্লাহর নির্ধারণ, তিনি যা চেয়েছেন করেছেন। কেননা 'যদি' কথাটি শাইতানি কাজ (এর পথ) খুলে দেয়। (আল মুসনাদ, আস সহীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৫২, হাদিস-৩৪)।

অতএব উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ দিতে হবে এবং এরপর তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো যোগ্য ও দক্ষ করে তুলতে হবে। তাতে সে নিজেও উপকৃত হবে এবং তার দ্বারা তার নিয়োগকর্তাসহ সমাজের সকলেই উপকৃত হবে।

যথাসময়ে শ্রমিকের প্রাপ্য প্রদানের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ:

উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া যেহেতু শ্রমিকের অধিকার, তাই যার জন্য সে শ্রম দিবে তার তথা মালিকের দায়িত্ব হলো যথাসময়ে তার পারিশ্রমিক তাকে দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা। এক হাদিসে কুদসিতে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ.

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেছেন: কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো। আর আমি যাদের প্রতিপক্ষ হবো, তাদেরকে পরাজিত করেই ছাড়ব। (তারা হলো), এমন ব্যক্তি যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, এমন ব্যক্তি যে আযাদ মানুষকে ধরে এনে তাকে বিক্রয় করে এবং এমন ব্যক্তি যে কাউকে মজুর নিয়োগ করে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তাকে তার পারিশ্রমিক পরিপূর্ণরূপে আদায় করে দেয় না। (সুনান ইবনে মাজা-২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮১৭, হাদিস নং-২৪৪৩)।

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তাকে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও। (সহীহ আল বুখারী-৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯০, হাদিস নং ২২৭০)।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তাকে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা সংবলিত হাদিস সাহিহ এবং সুনানের প্রায় সকল গ্রন্থেই এসেছে। যা বিষয়টির গুরুত্বকে আরো স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। কোনো কোনো গ্রন্থে এ নিয়ে আলাদা অধ্যায় রচিত হয়েছে। যেমন সুনানুল বাইহাকির নিম্নোক্ত বর্ণনাটিতে আমরা দেখতে পাই যে, সময়মত শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক না দেয়াকে গুনাহের কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করে আলাদা অধ্যায় রচনা করা হয়েছে এবং তার অধীনে হাদিস চয়ন করা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শ্রমিককে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও তার (শরীরের) ঘাম শুকাবার আগেই।

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী আলাদা অধ্যায় রচনা করে তার অধীনে হাদিস নিয়ে এসেছেন। তিনি বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন: কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো। (তারা হলো), এমন ব্যক্তি যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, এমন ব্যক্তি যে আযাদ মানুষকে ধরে এনে তাকে বিক্রয় করে এবং এমন ব্যক্তি যে কাউকে মজুর নিয়োগ করে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তাকে তার পারিশ্রমিক দেয় না।

তাই কাজ শেষ হয়ে গেলে অথবা কাজের সময় ফুরিয়ে গেলে শ্রমিকের প্রাপ্য দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ গড়িমসি করা চলবে না। বরং চুক্তি অনুযায়ী আংশিক প্রতিদান/পারিশ্রমিক দেয়ার কথা থাকলে তাও দিয়ে দিতে হবে; কাজ শেষ না হওয়ার দোহাই দিয়ে পারিশ্রমিক আটকিয়ে রাখা যাবে না।

শ্রমিকের কষ্ট লাঘবের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান:

একজন শ্রমিক যে শর্তে মালিকের সাথে কোনো কাজের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়, যদিও সে সেই কাজ আঞ্জাম দিতে বাধ্য। কিন্তু মালিকের প্রতি ইসলামের নির্দেশ হলো, তার প্রতি মানবিক আচরণ করা। তার কষ্টের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মানবিক বিবেচনায় তা লাঘবের চেষ্টা করা। সে বাধ্য হয়ে জীবিকার প্রয়োজনে যে বিশাল বোঝাটি বহন করতে রাজি হয়েছে, সম্ভব হলে তা হালকা করে দেয়া। অথবা তা বহনের ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করা। বিশেষ করে সে অসুস্থ হলে কিংবা সিয়াম পালনরত থাকলে তার বোঝা হালকা করে দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন-

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا. قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ.

হুযাইফাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের পূর্বেকার এক লোকের জান কবজ করার জন্য ফেরেশতা এলো। তারা (লোকেরা) বলল, তুমি কি কোনো (উল্লেখযোগ্য) নেক আমল করেছো? সে বলল, আমি আমার শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে আদেশ করতাম যেন তারা অভাবীকে অবকাশ দেয় ও ক্ষমা করে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তখন তারাও তাকে ক্ষমা করে দিল। (সহীহ আল বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৭, হাদিস-২০৭৭)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ.

যার ভাই তার অধীনে থাকবে সে যেন নিজে যা খায় তা থেকে তাকে খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে তা থেকে তাকে পরিধান করায়। তোমরা তাদের ওপর এমন কাজ চাপাবে না, যা তাদের সাধ্যের অধিক হয়। যদি তাদের ওপর এমন কাজ বর্তাও তাহলে তাদেরকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। (আল মুসনাদ, আসসাহিহ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৮৩, হাদিস নং-৪০)।

অতএব দায়িত্ব প্রদানের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তা তার

কৃষকরা তাদের শ্রম দিয়ে ধনী ও গরিব নির্বিশেষে সকলের জন্য খাদ্যের জোগান দেয়। অথচ আমাদের সমাজে তারাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। তাদের হাড় ভাঙা পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের সকলের খাদ্যশস্যের উৎপন্ন হয়। অথচ সে কথা আমরা অবলীলাক্রমে ভুলে যাই। তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃত মূল্য তারা পায় না। কিন্তু সেই উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে ব্যবসায় করে ধাপে ধাপে বিভিন্ন শ্রেণির ব্যবসায়ীরা অর্থের পাহাড় গড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। শ্রমিক বেলাল, উসামাহ, যায়েদ, আনাস, ইবন মাসউদ ও খাব্বাব (রা.) ছিল তাঁর অতিশয় প্রিয়পাত্র। একবার এক শ্রমিক সাহাবির হাতে কোদাল চালাতে চালাতে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার হাতের মধ্যে কি কিছু লিখে রেখেছ? সাহাবি জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো কালো দাগ ছাড়া আর কিছু নয়। আমি আমার পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য পাথুরে জমিতে কোদাল চালাই। তাই আমার হাতে এ দাগগুলো পড়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সাহাবির হাতে চুমু খেয়েছিলেন।

সাধ্যের অধিক না হয়ে যায়। আর দায়িত্ব প্রদানের পর তা তাদের জন্য কষ্টকর হবে মনে করলে সে কাজে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। প্রসঙ্গত শিশু শ্রমের বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আজকাল যে বয়সে একজন শিশুর শিক্ষালয়ে কিংবা মাতৃস্নেহে থেকে জ্ঞানার্জন করার কথা, সে সময় তাকে গাড়ির হেলপার হয়ে কিংবা কারখানার শ্রমিক হয়ে নিগ্রহের শিকার হতে দেখা যায়। যা নিঃসন্দেহে মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী এবং ইসলামের বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কৃষি শ্রমিকদের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান:

কৃষকরা তাদের শ্রম দিয়ে ধনী ও গরিব নির্বিশেষে সকলের জন্য খাদ্যের জোগান দেয়। অথচ আমাদের সমাজে তারাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। তাদের হাড় ভাঙা পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের সকলের খাদ্যশস্যের উৎপন্ন হয়। অথচ সে কথা আমরা অবলীলাক্রমে ভুলে যাই। তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃত মূল্য তারা পায় না। কিন্তু সেই উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে ব্যবসায় করে ধাপে ধাপে বিভিন্ন শ্রেণির ব্যবসায়ীরা অর্থের পাহাড় গড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। শ্রমিক বেলাল, উসামাহ, যায়েদ, আনাস, ইবন মাসউদ ও খাব্বাব (রা.) ছিল তাঁর অতিশয় প্রিয়পাত্র। একবার এক শ্রমিক সাহাবির হাতে কোদাল চালাতে চালাতে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার হাতের মধ্যে কি কিছু লিখে রেখেছ? সাহাবি জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো কালো দাগ ছাড়া আর কিছু নয়। আমি আমার পরিবার পরিজনের ভরণ- পোষণের জন্য পাথুরে জমিতে কোদাল চালাই। তাই আমার হাতে এ দাগগুলো পড়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সাহাবির হাতে চুমু খেয়েছিলেন।

মানব পিতা আদাম 'আলাইহিস সালাম ছিলেন কৃষক। এমনিভাবে অন্যান্য নবী-রাসূলগণও অনেকেই কৃষি কাজসহ অন্যান্য পেশা গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে ছাগল চরানোর কাজ প্রায় সকল নাবীগণই করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের অধিকাংশই শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আবার দীন প্রতিষ্ঠার কাজেও তাদেরই ভূমিকা ছিল অগ্রগামী।

পুরুষ ও নারী শ্রমিকের মধ্যে সমতা বিধান করা:

শ্রমিকদের মধ্যে যারা নারী তাদের গুরুত্ব কোনো মতেই কম নয়। তারা একই পেশায় নিয়োজিত হলে একই রকম সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হবে। নারী হওয়ার অজুহাতে তাদেরকে কম সুবিধা দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। বরং তাকে তার মাতৃত্বজনিত ছুটিসহ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দিতে হবে যা পুরুষের ক্ষেত্রে দিতে হয় না। নিয়োগকর্তা কর্তৃক সরকারের সহযোগিতায় এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেন নারীশ্রমিকদের কোনো প্রকার যৌন হয়রানি কিংবা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়।

মহান আল্লাহ কাজের প্রতিদানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করেন না। এ ব্যাপারে তাঁর পরিষ্কার ঘোষণা হলো-

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

"আর পুরুষ কিংবা নারী যদি মু'মিন অবস্থায় কোনো সৎ কাজ করে

তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।" (সূরা আন নিসা : ১২৪)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

"(স্বামীর) ওপর নারীর তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তার ওপর (তার স্বামীর) তবে (দায়িত্ব কর্তব্যের দিক থেকে) তাদের ওপর পুরুষদের একটি মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ সর্বময় শক্তিমান, মহাপ্রজ্ঞময়।" (সূরা আল বাকারা : ২২৮)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দাসী কিংবা গৃহ পরিচারিকার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত থাকে, তাদের সাথে কোনো প্রকার অমানবিক আচরণকে ইসলাম অনুমোদন করে না। বিদায় হাজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এক হাদিসে তিনি এভাবে বলেছেন যে, তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খাওয়াবে; তোমরা যা পরবে তাদেরকে তা পরিধান করাবে...ইত্যাদি। অন্য এক হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، قَالَ دَاوُدُ: يَعْنِي لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ .

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কারো জন্যে যদি তার খাদিম খাবার তৈরি করে তা তার কাছে নিয়ে আসে -যে খাবার তৈরি করতে গিয়ে আগুনের তপ ও ধোঁয়ায় তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে- তাহলে সে যেন তাকে তার সাথে বসায়। আর সে যেন (উহা থেকে) খায়। আর যদি খাবারের পরিমাণ কম হয় তাহলে সে যেন তাকে উহা থেকে এক/দুই লোকমা দিয়ে দেয়। (আল মুসনাদ আস সাহিহ, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা-১২৮৪, হাদীস-৪২)

সাহিহুল বুখারি এবং সুনানুদ দারিমির বর্ণনায় আরো এসেছে যে, সে (শ্রমিকটি) উহা তৈরির জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। কাজেই তুমি একা একা শুধু এর স্বাদ আস্বাদন করবে; আর তাকে তা থেকে কিছুই দিবে না, এটা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

শ্রমিকের ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা না চাপানোর নির্দেশ:

ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ বিধান হলো যে, ইসলাম কারো ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপায় না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ .

"আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না, প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে ততটুকু (পুণ্যের) প্রতিদান যা সে করে এবং প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে ততটুকু (পাপের) শাস্তি যা সে করে।" (সূরা আল বাকারা : ২৮৬)

মহান আল্লাহ যেহেতু তাঁর বান্দাদের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু

"

এরা তোমদেয় ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। অতএব, কারো ভাই যদি তার কর্তৃত্বাধীন থাকে তাহলে সে যেন নিজে যা খায় তা থেকে তাকে খাওয়ায়; নিজে যা পরিধান করে তা থেকে তাকে পরিধান করায় এবং তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা যেন তার ওপর না চাপায়। তার জন্য কষ্টকর কোনো দায়িত্ব যদি তাকে দিয়েই ফেলে, তাহলে যেন তাকে সহযোগিতা করে।

"

চাপান না, তাই বান্দারা পরস্পরে নিজেদের অধীনস্থের ওপর তা করুক এটিও তিনি পছন্দ করেন না। আর কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু করতে বলা তার প্রতি যুলুম এবং তার অধিকার হরণের শামিল, যা সুস্পষ্ট অন্যায় ও গুনাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে তাদের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন:

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ، مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ .

এরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। অতএব, কারো ভাই যদি তার কর্তৃত্বাধীন থাকে তাহলে সে যেন নিজে যা খায় তা থেকে তাকে খাওয়ায়; নিজে যা পরিধান করে তা থেকে তাকে পরিধান করায় এবং তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা যেন তার ওপর না চাপায়। তার জন্য কষ্টকর কোনো দায়িত্ব যদি তাকে দিয়েই ফেলে, তাহলে যেন তাকে সহযোগিতা করে। (আবু দাউদ-৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪০, হাদিস-৫১৫৮)।

সুতরাং দায়িত্ব দেয়ার সময় চিন্তা করতে হবে যে সে আমার ভাই তুল্য। তারও সাধ্যের সীমাবদ্ধতা আছে। কাজেই এমন দায়িত্ব তার ওপর চাপানো যাবে না, যা সে পারবে না; কিংবা তার জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। তা ছাড়া শ্রমিকদের বেলায়

শ্রমিকেরা দেশের জনসাধারণের এক অপরিহার্য অংশ। তাদের শ্রমের মাধ্যমেই দেশের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয়। শ্রমিকের শ্রম ছাড়া কোনো কিছুই উৎপাদন হতে পারে না। সাধারণ একজন মানুষের মতই তাদেরও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, বেদনা, হাসি, কান্না, ব্যথা, আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ইত্যাদি সবই আছে। আর তাই তাদের অধিকার ও প্রয়োজনের কথা ভুলে গেলে হবে না। বরং নিজেদের প্রয়োজনে এবং নিজেদের কল্যাণেই তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করতে হবে। তাদের কর্মস্পৃহা বাড়াতে হবে এবং কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস ধরে রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাদের দৈনিক কর্মঘণ্টা, সাপ্তাহিক ছুটি, বিশেষ ছুটি ও নারীশ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটিসহ বিশেষ সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে। বিশেষ করে তাদের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও তাদের যথাযথ সম্মানী নিশ্চিত করতে হবে।

ইসলামী শ্রমনীতির সুফল:

উপরোল্লিখিত ইসলামের এই শ্রমনীতির সুফল সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত। এর দ্বারা শ্রমিক-মালিক নির্বিশেষে সকল মানুষই লাভবান হবে। বরং এই শ্রমনীতি অনুসরণ করলে সামাজিক শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে গোটা মানবতা উপকৃত হবে। নিম্নে আমরা এর সুফলগুলো পয়েন্ট আকারে উপস্থাপন করছি।

* ইসলামী শ্রমনীতি সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগ্রত করে।
* পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে।
* প্রত্যেককে নিজের অধিকার লাভের ব্যাকুলতার পাশাপাশি নিজের দায়িত্বের ব্যাপারেও সচেতন করে।
* নিজের দায়িত্ব পালনে ঘাটতি/কমতি থাকলে নিজের অধীনস্থকেও তার দায়িত্বের ব্যাপারে এত বেশি কড়াকড়ি করতে বারণ করে।
* শ্রমিককে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাতে নিষেধ করে।
* শ্রমিকের অসুখ-বিসুখ কিংবা সাওম পালনকালে তার দায়িত্ব কমিয়ে দেয়ার অনুভূতি তৈরি হয়।
* শ্রমিকের জন্য দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে যেতে দেখলে তার দায়িত্ব হালকা করে দেয়ার মানসিকতা তৈরি হয়।
* পারিশ্রমিকের দিক দিয়ে শ্রমিককে না ঠকানোর মনোবৃত্তি জন্ম নেয়।
* মনুষ্যত্ববোধ, সহমর্মিতা ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে।
* পরস্পরের প্রয়োজনে এগিয়ে আসার মানসিকতা সৃষ্টি হয়।
* মালিকের সাথে শ্রমিকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সে তার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে সর্বোচ্চ মানের সেবা দেয়ার চেষ্টা করে।
* নিজের অসহায়ত্ব ও পরনির্ভরশীলতার গ্লানি অনুভূত হয়।
* কাজ শেষ হয়ে গেলে সাথে সাথেই পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করার প্রবণতা দূর হয়।
* চুক্তি অনুযায়ী আংশিক/ পরিপূর্ণ পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি হয়।
* শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করার আগেই তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দেয়ার অভ্যাস তৈরি হয়।
* নিজের কাজ নিজে করার ব্যাপারে আগ্রহের সৃষ্টি করে।
* মিল, কারখানা ও অন্যান্য সকল স্থানে উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।
* মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষে সকলেরই আয় বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক উৎকর্ষ সাধিত হয়।
* এর মাধ্যমে সামাজিক শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে।
* সর্বোপরি, মহান আল্লাহর প্রতি নিজের দায়িত্বানুভূতি শাণিত হয়।

উপসংহার:

শ্রমিকেরা দেশের জনসাধারণের এক অপরিহার্য অংশ। তাদের শ্রমের মাধ্যমেই দেশের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয়। শ্রমিকের শ্রম ছাড়া কোনো কিছুই উৎপাদন হতে পারে না। সাধারণ একজন মানুষের মতই তাদেরও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, বেদনা, হাসি, কান্না, ব্যথা, আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ইত্যাদি সবই আছে। আর তাই তাদের অধিকার ও প্রয়োজনের কথা ভুলে গেলে হবে না। বরং নিজেদের প্রয়োজনে এবং নিজেদের কল্যাণেই তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করতে হবে। তাদের কর্মস্পৃহা বাড়াতে হবে এবং কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস ধরে রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে।

শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের দেয়া বিধানকে অনুসরণ করলে এর সুফল কেবল শ্রমিকরাই পাবে না, বরং সমাজের সকল মানুষেরাই এর দ্বারা উপকৃত হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের শ্রমনীতি অনুসরণ করে এর সুফল লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ

শ্রমিক সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জনে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা

আতিকুর রহমান

> শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া ও অধিকার নিয়ে যে সংগঠন কাজ করে তাকেই শ্রমিক সংগঠন বলা হয়। শ্রমিক সংগঠন বলতে বুঝায় মূলত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই হচ্ছে দায়িত্বশীল সংগঠন। যার দ্বারা শ্রমিকরা তাদের বেতান-ভাতা, চাকরি রক্ষাসহ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ, মিছিল, সমাবেশ, অবস্থান ধর্মঘট, গেট মিটিং, উৎপাদন বন্ধ ও হরতালের মত কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

সংগঠন কী?

বাংলা সংগঠন শব্দটি আরবিতে 'তানজিম' এবং ইংরেজিতে Organization বলা হয়। সংগঠন শব্দের সাধারণ অর্থ সংঘবদ্ধকরণ, দলবদ্ধকরণ ও একত্রিতকরণ এর বিশেষ অর্থ দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীবন। যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ বা একতাবদ্ধ বা দলবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ইসলামে সংগঠনের গুরুত্ব

ইসলামে সংঘবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন-"তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রশি (আল্লাহর আইন) ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩) আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা নেকি ও সৎকর্মশীলতার দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দিবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৪) রাসূল (সা.) বলেছেন, "তিনজন লোক কোন নির্জন প্রান্তরে থাকলেও একজনকে নেতা না বানিয়ে থাকা জায়েয নয়।" রাসূল (সা.) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করতে চায় সে যেন সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে।" (সহিহ মুসলিম) রাসূল (সা.) আরো বলেন, জামায়াতের প্রতি আল্লাহ রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। যে জামায়াত ছাড়া একা চলে, সেতো একাকী দোজখের পথেই ধাবিত হয়। (তিরমিযি) আবু যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে যেনো ইসলামের রশি তার গর্দান থেকে খুলে ফেললো। (আহমদ, তিরমিযি)

শ্রমিক সংগঠন কী?

শ্রমিকদের দবি-দাওয়া ও অধিকার নিয়ে যে সংগঠন কাজ করে তাকেই শ্রমিক সংগঠন বলা হয়। শ্রমিক সংগঠন বলতে বুঝায় মূলত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন অন্দোলনই হচ্ছে দায়িত্বশীল সংগঠন। যার দ্বারা শ্রমিকরা তাদের বেতান-ভাতা, চাকরি রক্ষাসহ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ, মিছিল, সমাবেশ, অবস্থান ধর্মঘট, গেট মিটিং, উৎপাদন বন্ধ ও হরতালের মত কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব

'Unity is strength' ঐক্যই শক্তি। শ্রমজীবী মানুষ তুলনামূলকভাবে অসহায়। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে শক্তি তৈরি হয়। সেই শক্তির সাহায্যে তারা একদিকে নিজেদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করতে পারে, অন্যদেরকেও জুলুমের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে।

শ্রমজীবী, দুর্বল, অসহায়, নর-নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই-সংগ্রাম করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার-৭৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, "তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার জন্য নির্যাতিত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ

করছে হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরি করে দাও।" অতএই শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ করার বিকল্প নেই। আর সে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সংগঠন ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বপর্যায়ে শ্রমজীবী মানুষকে সংঘবদ্ধ করা জরুরি।

শ্রমিক সংগঠন সম্প্রসারণ:

শ্রমিক সংগঠন সম্প্রসারণ বলতে বুঝায়-

১. সকল ট্রেড/পেশায় সংগঠনের Net work বিস্তৃত করা।

২. সকল ট্রেড/পেশায় শ্রমজীবী মানুষের নিকট দাওয়াত পৌছে দেয়া।

৩. প্রত্যেক পেশাভিত্তিক কমিটি গঠন ও দাওয়াতি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা।

৪. পেশভিত্তিক ইউনিট, ওয়ার্ড ও সাংগঠনিক থানা শাখা বৃদ্ধি করে সম্প্রসারণ করা।

৫. প্রশাসনিক সর্বস্তরে (ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভা, থানা, উপজেলায়) সংগঠন থাকা।

৬. সকল পেশা/ট্রেডের শ্রমিকদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করা।

৭. সর্বপর্যায়ে শ্রমিক সংগঠনের পরিচিতি বিস্তৃত করা।

৮. নতুন নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হওয়া।

সংগঠন সম্প্রসারণে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা:

১. ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা

পরিকল্পনার ব্যাপারে বলা হয় Well plan is half done এক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ SMART পদ্ধতিতে হওয়া প্রয়োজন। কেননা যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণে SMART টেকনিক ব্যবহার অতীব কার্যকর। শ্রমিক সংগঠন সম্প্রসারণেও এ পদ্ধতিকে সামনে রাখা প্রয়োজন। S=Specific বা সুনির্দিষ্ট, M=Measurable বা পরিমাপ যোগ্য, A=Achievable বা অর্জন যোগ্য, R=Realistic বা বাস্তবধর্মী, T=Timeframe বা সময় কাঠামো।

সংগঠন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দিকগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে।

- জনশক্তির শ্রেণিবিন্যাস করা
- পরিকল্পনার Objective নির্ধারণ করা
- পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন
- কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কী কী এবং তা উত্তরণের কী কী ব্যবস্থা আছে?
- সম্ভাবনা কী কী আছে এবং এগুলো কিভাবে কাজে লাগানো যায়?
- নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনীর মান ও যোগ্যতা
- অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের তৎপরতা
- অর্থনৈতিক অবস্থা
- সম্ভাব্য নেতৃত্ব নির্ধারণ
- এলাকা/পেশা নির্ধারণ করা
- সার্বিক অবস্থার ওপরে একটি জরিপ করা। যাতে নিম্নলিখিত দিকগুলো প্রাধান্য পাবে- উপজেলা/থানা/ওয়ার্ড/ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান কাজের অবস্থা নির্ণয়, পেশাভিত্তিক কাজের পরিধি নির্ণয়, পেশভিত্তিক শ্রমিক সংখ্যা নির্ধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক সংখ্যা নির্ধারণ, নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সংখ্যা পৃথকভাবে নির্ধারণ, কর্মহীন শ্রমিকের সংখ্যা নির্ণয়, কতটি ফ্যাক্টরি, মিল-কারখানা আছে তা চিহ্নিত করা, বিশেষ কোন শিল্পাঞ্চল/শ্রম অঞ্চল থাকলে তার অবস্থান ও সামগ্রিক চিত্র সামনে রাখা, কোন পেশার উল্লেখযোগ্য শ্রমিক থাকলে তা নির্ধারণ করা, শ্রমিকরা কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট তার জানার ও বুঝার চেষ্টা করা।
- পরিকল্পনার সময়সীমা নির্ধারণ করা
- একটি দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা করা

২. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়া: পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ৫টি দিক গুরুত্বপূর্ণ- ১. Executive plan (কার্যকরী পরিকল্পনা) ২. Work distribution (কাজ ভাগ করা) ৩. Work review (পর্যালোচনা) ৪. Reporting (রিপোর্টিং) ও ৫. Supervision (তত্ত্বাবধান)। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি।

- বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ
- কর্মী ও দায়িত্বশীলদের মাঝে কর্মবন্টন করে দেয়া। এক্ষেত্রে * প্রত্যেক জনশক্তির মান, অবস্থান ও ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী কাজ বন্টন করা * প্রত্যেক জনশক্তিকে নির্দিষ্ট পেশা ও কাজের টার্গেট ঠিক করে দেয়া। * জনশক্তি যে পেশার সাথে সম্পৃক্ত তাকে সে পেশায় কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা। ফলে সংশ্লিষ্ট পেশায় কাজের সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।
- নির্দিষ্ট সময় পরপর বন্টনকৃত কাজের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যালোচনা করা
- অগ্রগতির সঠিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করা
- নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করা
- অগ্রাধিকার তালিকা করে কাজের তদারকি করা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা। এক্ষেত্রে কাজকে নিম্নোক্ত গ্রেড আকারে সাজানো যেতে পারে। Most important work, Very important work, Simple important work and Less important work.
- দায়িত্বশীলসহ সর্বস্তরের জনশক্তির Involvement থাকা।

৩. পরিকল্পিত দাওয়াতি কাজ করা:

পেশাভিত্তিক শ্রমিকদেরকে সংঘবদ্ধ করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত দাওয়াতি তৎপরতা চালানোর বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- জনশক্তিকে ব্যক্তিগত দাওয়াতি কাজে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা।
- পেশাভিত্তিক প্রভাবশালী, দক্ষতাসম্পন্ন ও নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন শ্রমিকদের মাঝে টার্গেটভিত্তিক কাজ করা।
- নিয়মিত দাওয়াতি কাজ করা।
- গ্রুপভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প, কল-কারখানা, গ্যারেজ, স্ট্যান্ডে দাওয়াতি কাজ করা।
- পরিকল্পিত সেবামূলক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে দাওয়াতি বলয়ে নিয়ে আসা।
- সকল পেশা/ট্রেড সংগঠনের দাওয়াতি কাজকে জালের মত ছড়িয়ে দেয়া।
- প্রতিটি পেশায় আন্দোলনের সমর্থক ও প্রতিটি পেশায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে দাওয়াতি কাজ করা।
- বিশেষ দাওয়াতি সপ্তাহ, দশক, পক্ষ পালন করা।
- সর্বপর্যায়ের জনশক্তিকে দাওয়াতি মেজাজ ও চরিত্রে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন- দাওয়াতি ও গণমুখী চরিত্র সম্পন্ন জনশক্তি তৈরি করা, জনশক্তিকে উত্তম ও আকর্ষণীয় চরিত্রে গড়ে তোলা, জনশক্তিকে ত্রুটিমুক্ত রাখা, মানবতার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করা, ধৈর্যশীলতার গুণে গুণান্বিত করা, হিকমাত অবলম্বন, সাহসিকতা
- আধুনিক উপায় উপকরণ কাজে লাগানো।
- প্রয়োজনীয় দাওয়াতি উপকরণ প্রকাশ ও বিতরণ করা

- দাওয়াতি ক্যাসেট, ফিল্ম তৈরি ও পরিবেশনা
- পরিচিতি, লিফলেট, দেয়াল লিখন ও পোস্টারিং
- নিজদেরকে সত্যের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা

৪. সর্বস্তরের জনশক্তির সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা:
শ্রমিক সংগঠন সম্প্রসারণে দক্ষ জনশক্তির বিকল্প নেই। যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে যে কোন লক্ষ্য প্রাপ্তে পৌঁছা সহজ হয়। জনশক্তির সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি-

- "শ্রমিক সংগঠনের কর্মী মানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মী" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সর্বস্তরে শ্রমিক জনশক্তির ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কার্যক্রম সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- শ্রম আইন, শ্রমবিষয়ক জ্ঞান ও ইসলামী শ্রমনীতি বিষয়ক সম্যক ধারণা প্রদান করা।
- পেশাভিত্তিক জনশক্তিকে বাছাই করে সংশ্লিষ্ট পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতে করণীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করা।
- জনশক্তিকে শ্রমিক সংগঠন পরিচালনা ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান করা।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক প্রোগ্রাম আয়োজন করা এবং অংশগ্রহণ করানো।
- প্রশিক্ষণমূলক প্রোগ্রামসমূহ গতানুগতিক না করে শ্রমিকবান্ধব করা।
- সকল জনশক্তিকে ট্রেড ইউনিয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সম্পৃক্ত করা।

৫. যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব তৈরি করা:
সংগঠন সম্প্রসারণে যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দিকগুলোকে সামনে রাখা জরুরি।

- যথাযথ টার্গেট নির্ধারণ করা। টার্গেট নির্ধারণে লোক তৈরির কাজ অর্ধেক সম্পন্ন হয়।
- সাহসী, নেতৃত্বের গুণাবলী ও মৌলিক মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন শ্রমিক জনশক্তি বাছাই করা এবং মোটিভেশন চালানো।
- একজনকে নয় একটা গ্রুপকে বাছাই করা।
- টার্গেটকৃত জনশক্তিকে নিয়মিত সাহচর্য প্রদান করা। ব্যক্তিগত সাহচর্য লোক তৈরির অন্যতম মাধ্যম। এক্ষেত্রে সর্বদা দায়িত্বশীল আচরণ বজায় রাখা।
- মৌলিক জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- টার্গেটকৃত জনশক্তি ত্রুটি দূরীকরণ, সংশোধন ও পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা।
- ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা।
- দায়িত্ব দিয়ে নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের সুযোগ করে দেয়া।
- সকলকে সমান নজরে দেখা। বয়স ও শ্রেণী অনুপাতে যার যা মর্যাদা তাকে সেরূপ মর্যাদা দেয়া।
- সংশ্লিষ্ট জনশক্তির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। তার আচার-আচরণ ও নৈতিক খোঁজ-খবর নেয়া এবং তার সকল ধরনের সমালোচনা-তিরস্কার বর্জন করা।

৬. জনশক্তির মানোন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক প্রোগ্রাম:
সংগঠন সম্প্রসারণে মানসম্মত জনশক্তির বিকল্প নেই। যাদের ওপর সংগঠন আস্থাশীল হয়ে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে থাকে। জনশক্তির মানোন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরি।

- অগ্রসর জনশক্তিকে বাছাই করে মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক লেগে থেকে মানোন্নয়ন করা।
- জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করা ও তাকে সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা।
- ব্যক্তিগত সাহচর্য প্রদান করা।
- সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করানো।
- গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডসমূহে নেতৃত্বের উপযোগী জনশক্তিকে বিশেষ টার্গেট নিয়ে মানোন্নয়ন করা (পরিবহন, গার্মেন্টস)।
- মানোন্নয়নের জন্য জনশক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা। তাকে হতাশায় না ফেলে আশাবাদী করে গড়ে তোলা।
- সংশ্লিষ্ট জনশক্তির সাথে মধুর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৭. সর্বপর্যায়ে গতিশীলতা সৃষ্টি করা:
সর্বপর্যায়ে গতিশীলতা আনয়নে দায়িত্বশীলদের নিম্নোক্ত দিকগুলোর প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি দিতে হবে।

- Team Spirit সৃষ্টি।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবপর্যায়ে নিরলস প্রচেষ্টা চালানো।
- সর্বপর্যায়ে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা।
- সমস্যার চাইতে সম্ভাবনাকে সামনে রেখে কাজ করা।
- পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা।
- যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া।
- অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি না করা।
- পরামর্শভিত্তিক কাজ করা।
- সকল পর্যায়ে ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি করা
- জনশক্তির মাঝে ইনসাফ কায়েম করা। সকলকে সমান চোখে দেখা।
- জনশক্তির ওপর অহেতুক দোষ-চাপানোর মানসিকতা পরিহার করা।
- সর্বপর্যায়ে চিন্তার ঐক্য গড়ে তোলা।
- Dicted তথা নির্দেশ দেওয়ার মানসিকতা পরিহার করা।
- অপরের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া।
- মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- Serious control এর মানসিকতা পরিহার করা।
- অন্যকে তার যথার্থ মর্যাদা দেয়া।
- দায়িত্বশীলকে নিজের যোগ্যতার সকল কিছু উজাড় করে দিয়ে ভূমিকা রাখা।

৮. পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা:
শ্রমিক কর্মচারীদের চাকরিজীবনে কর্মশালা বা প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ সোপান। বাংলাদেশ সরকারের শ্রম পরিচালকের অধীন শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন বা Industrial Relations Institution (IRI) পেশাজীবী শ্রমিক কর্মচারীদের নানা মেয়াদে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকর্মীসহ শ্রমজীবী মানুষকে পেশাগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইউনিয়ন গঠন, দাবিনামা পেশ, দরকষাকষি, কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দানসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে

- শ্রমজীবী মানুষের মাঝে দাওয়াত সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- শ্রমিকদের সাথে সেতুবন্ধন তৈরির পরিবেশ তৈরি হয়।
- পেশাভিত্তিক শ্রমিকদেরকে সংঘবদ্ধ করা সহজ হয়।
- গার্মেন্টস ও পরিবহন সেক্টরে শ্রমিকদের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

৯. তালিম ও তারবিয়াত কার্যক্রম চালু করা:
সংগঠন সম্প্রসারণে সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে তালিম ও তারবিয়াত কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন পেশাভিত্তিক শ্রমিকদের নিয়ে তালিমুল কোরআন প্রোগ্রাম চালু করা, সহিহ করে নামাজ পড়ার পদ্ধতি শিখানো, জরুরি মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষার আসর, নিয়মিত দোয়া-কালাম প্রভৃতি শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমিকদের মন জয় করে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

১০. পেশাভিত্তিক দাওয়াতি ইউনিট গঠন:
সংগঠন সম্প্রসারণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রত্যেক পেশায় দাওয়াতি ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন। দাওয়াতি ইউনিট এক পর্যায়ে সংগঠনের মূল ইউনিটে রূপান্তরিত হয়। লোক সংগ্রহ ও কর্মী সৃষ্টির জন্য ইউনিটই হচ্ছে মূল সাংগঠনিক কেন্দ্র। কাজের সম্প্রসারণ, কর্মী গঠন, ট্রেড ইউনিয়ন বৃদ্ধি ও নতুন নতুন ইউনিট গঠনের ওপরই নির্ভর করে শ্রমিক সংগঠনের কাজের সম্প্রসারণ।

১১. জাতীয় ইউনিয়ন/ ক্রাফট ফেডারেশনগুলোর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা:
শ্রমিক সংগঠনের সম্প্রসারণের নিমিত্তে পেশাভিত্তিক জাতীয় ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলোর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ করা জরুরি। ফলে ট্রেডভিত্তিক কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিকরা নিজ নিজ ট্রেডের ইউনিয়ন/ ফেডারেশনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। যার মাধ্যমে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে পেশাভিত্তিক দাবি-দাওয়া আদায় করা সহজ হবে। ফলে সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে সংগঠনের পজেটিভ দাওয়াত সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

শ্রমিক সংগঠন মজবুতি অর্জন:

সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জন একে অপরের পরিপূরক। কোথাও সংগঠন সম্প্রসারিত হবার পরেই সংগঠন মজবুতির প্রশ্ন আসে। আবার কোন সংগঠন মজবুত না থাকলে সেই সংগঠন সম্প্রসারণের শক্তি বা সামর্থ্য রাখেনা। হঠাৎ বা রাতারাতি চমক লাগানো কোন কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠনের মজবুতি অর্জন সম্ভব নয়। বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে ধারাবহিক নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে একটি সংগঠনকে মজবুতি অর্জনের পর্যায়ে পৌঁছানো যায়। সংগঠনের মজবুতি অর্জন বলতে বুঝায়-
১. সাংগঠনিক দুর্বলতা পরিহার করে ক্রমশ শক্তি অর্জন করে শ্রমজীবী মানুষের আস্থা অর্জন করা, ২. সংগঠনের শক্তিশালী কাঠামো তৈরি হওয়া। (ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা ও উপজেলা পর্যায়ে), ৩. সংগঠনের কাজ সর্বত্র জালের মত ছড়িয়ে থাকা, ৪. তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনের প্রভাব সৃষ্টি করা, ৫. সর্বত্র চেইন অব কমান্ড গড়ে ওঠা, ৬. ট্রেড ইউনিয়নগুলো সক্রিয় থাকা

সংগঠন মজবুতি অর্জনে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা:
১. সংগঠনের বর্তমান চিত্রকে সামনে রেখে মজবুতি অর্জনের টার্গেট নির্ধারণ করা। এটি স্বল্পমেয়াদি কিংবা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে, ২. মহানগরী/জেলা/উপজেলা/থানা/ ওয়ার্ড/ইউনিয়ন পর্যায়ে সাংগঠনিক মজবুতির সুনির্দিষ্ট প্যারামিটার নির্ধারণ করা, ৩. পেশাভিত্তিক ইউনিয়ন ও ক্রাফট ফেডারেশনগুলোর কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা, ৪. ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে নীতিমালার আলোকে সক্রিয় ও গতিশীল করা, ৫. প্রত্যেক মহানগরী/ জেলা/ উপজেলা/থানা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পেশাসমূহের শক্তিশালী কমিটি গঠন করা এবং নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা, ৬. জনশক্তিকে শ্রমিক আন্দোলনের কাজে দক্ষ করে গড়ে তোলার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা, ৭. অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা, ৮. শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে গঠনমূলক ভূমিকা পালনে অগ্রগামী থাকা, ৯. প্রভাবশালী শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের সংগঠনের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ, ১০. চৌকস নেতা ও কর্মী গঠনে টার্গেটভিত্তিক দাওয়াতি কার্যক্রম, ১১. জনশক্তির মানোন্নয়নে কার্যকরী উদ্যোগ, ১২. জনশক্তির মৌলিক মানবীয় গুণাবলী ও প্রতিভা বিকাশে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ, ১৩. জনশক্তিকে শ্রমিক সেবা ও শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা, ১৪. নেতৃত্বের সঙ্কট পূরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ, ১৫. তৃণমূল লেভেল পর্যন্ত সংগঠন বিস্তৃতির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, ১৬. গার্মেন্টস ও পরিবহন সেক্টরে সংগঠন মজবুতির পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ, ১৭. অন্যান্য প্রভাবশালী শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে পরিকল্পিত যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরি করা, ১৮. সর্বপর্যায়ে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে সংগঠনকে জনপ্রিয় করে তোলা, ১৯. শ্রমজীবী মহিলাদের মাঝে সংগঠনের কাজকে বিস্তৃত করা, ২০. ব্যাপক শ্রমিকবান্ধব ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, ২১. শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আন্দোলন সংগ্রাম ও দাবি-দাওয়া আদায়ে ভূমিকা রাখা

মজবুত শ্রমিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য:
১. গতিশীল নেতৃত্ব, ২. **A Set of leadership** থাকবে, ৩. সচ্ছল আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ৪. জনশক্তির মধ্যে **Team Spirit** থাকবে, ৫. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, ৬. সবক্ষেত্রে **Chain Of leadership** থাকবে, ৭. মানোন্নয়নের ধারাবাহিকতা থাকবে ৮. সংগঠনের Net work বিস্তৃতি করার শক্তি থাকবে, ৯. প্রয়োজনীয় দাওয়াতি উপকরণ ও সমৃদ্ধ পাঠাগার থাকা, ১০. চিন্তার ঐক্য থাকা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা থাক, ১১. নেতৃত্ব ও জনশক্তির মধ্যে আন্তরিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে, ১২. সকল সিদ্ধান্ত পারস্পরিক পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত হবে।, ১৩. শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে ও শ্রমিক সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা থাকা, ১৪. সাংগঠনিক মৌলিক প্রোগ্রামাদি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা থাকা, ১৫. ইউনিট মজবুত থাকা, ১৬. ব্যাপকভিত্তিক শ্রমিক সম্পৃক্ততামূলক কর্মসূচি থাকা, ১৭. প্রভাবশালী ও আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা পালনকারী শ্রমিক সংগঠন ও নেতাদের সাথে সম্পৃক্ততা, ১৮. উর্ধ্বতন সংগঠনের যথাযথ আনুগত্য প্রদর্শন, ১৯. সক্রিয় ও দক্ষ কর্মীবাহিনী থাকা, ২০. ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম গতিশীল থাকা, ২১. শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ে সক্রিয় থাকা।

সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জনে শ্রমিক সংগঠকের গুণাবলী:
১. পরিশ্রমপ্রিয়তা, ২. অলসতা পরিহার করা, ৩. কষ্টসহিষ্ণুতা, ৪. স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে কাজ করা, ৫. সাহসিকতা, ৬. বিচক্ষণতা, ৭. ত্যাগী মনোভাব/ত্যাগের মহীমায় উজ্জীবিত থাকা, ৮. জনশক্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও Clean Observation থাকা, ৯. যেটুকু যোগ্যতা আছে তা নিয়েই আত্মবিশ্বাসী হওয়া, ১০. কাজ পর্যালোচনায় যোগ্যতার অধিকারী হওয়া, ১১. কুণ্ঠাহীন জবাবদিহি বা জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি লালন করা, ১২. অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী, ১৩. উত্তম ব্যবহারের অধিকারী হওয়া, ১৪. সংগঠনের দায়িত্বকে অন্যসব দায়িত্বের ওপর প্রাধান্য দান, ১৫. নিষ্ক্রিয়তার প্রতিকার করা, ১৬. সবাইকে কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে সক্ষম হওয়া, ১৭. কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, ১৮. যোগ্য উত্তরসূরি সৃষ্টি, ১৯. আল্লাহর ওপর ভরসা পোষণ করা।

সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জনে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা:
১. যথাযথ পরিকল্পনার অভাব, ২. সব পর্যায়ে জনশক্তির পেরেশানির অভাব, ৩. দাওয়াতি উপায়-উপকরণের স্বল্পতা, ৪. পরিকল্পিত দাওয়াতি কাজের ঘাটতি, ৫. দক্ষ জনশক্তির সঙ্কট, ৬. আগ্রহ ও উদ্দীপনার অভাব, ৭. দাওয়াতি চরিত্র তৈরি না হওয়া, ৮. ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত মানের না হওয়া, ৯. আর্থিক সঙ্কট, ১০. পেশাভিত্তিক নেতৃত্বের সঙ্কট।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

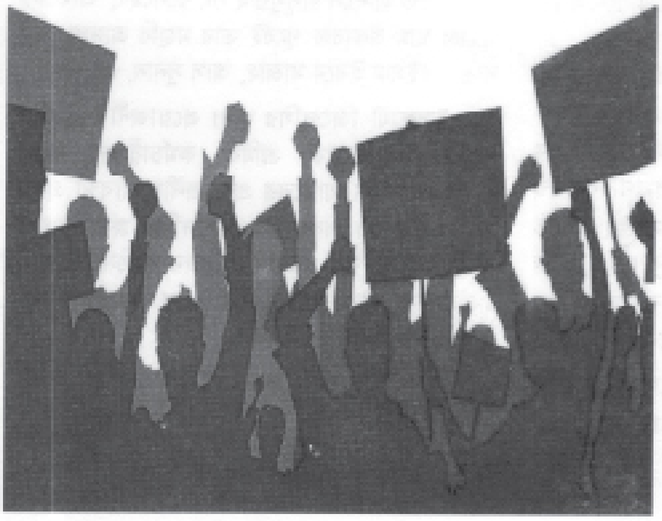

ইসলামে শ্রমিকদের অধিকার

ড. জি.এম শফিকুল ইসলাম

(পূর্বের সংখ্যার পর)

১৫. অমুসলিম শ্রমিকদের অধিকার: ইসলামী শ্রমনীতিতে একজন অমুসলিম শমিক একজন মুসলিম শমিকের মতই সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন। কেননা মুসলিম অমুসলিম সকলেই আল্লাহর বান্দা। তাই কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে। ইসলামী বিধানের ইনসাফ ও সুফল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, 'তোমরা সেই সব : লোককে গালি দিয়েও না, মন্দ বল না, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে ' (সূরা আনআম : ১০৮) রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন, 'সতর্ক থাক সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি অমুসলিমদের ওপর জুলুম করে অথবা তাদের হক নষ্ট করে অথবা তাদের শক্তির চাইতে বেশি কাজ চাপাতে চেষ্টা করে অথবা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের থেকে কিছু জোরপূর্বক নেয় তাহলে আমি কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়বো। (ইমাম আবু দাউদ, আস সুনান, ৩য় খণ্ড)। এর মাধ্যমে অমুসলিম শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী সা. সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেছেন এবং যারা এসব অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। অন্যদিকে হযরত খালিদ (রা.) হীরা নামক স্থানের অমুসলিমদের জন্য যে চুক্তিপত্র লিখেছিলেন, তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়ে যাবে কিংবা যে ব্যক্তি কোন আকস্মিক বিপদে পতিত হবে অথবা যে দরিদ্র হয়ে যাবে, তার নিকট হতে জিযিয়া আদায় করার পরিবর্তে মুসলমানদের বায়তুলমাল হতে তার ও তার পরিবারের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। মুসলমানদের ব্যাপারেও একই নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে।

১৬. মজুরি পূর্বে নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে: কাউকে নিয়োগ করার আগেই নিয়োগকৃত ব্যক্তির পারিশ্রমিক কত হবে, তার মজুরি কত দেয়া হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এতে কোন অস্পষ্টতা রাখা যাবে না। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ সা. বলেছেন, 'তুমি যখন কোনো মজুর নিয়োগ করবে তখন তাকে তার মজুরি কত হবে তা অবশ্যই জানিয়ে দিবে। (ইমাম নাসাঈ, আস সুনান, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১)। মজুরি নির্ধারণ না করে কাউকে দিয়ে কাজ করাতে রাসূলুল্লাহ সা. নিষেধ করেছেন। বাইহাকিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম সা. মজুরি নির্ধারণ করা ব্যতীত কাউকে কোন কাজে নিয়োগ করতে নিষেধ করেছেন।

১৭. ন্যায়সঙ্গত মজুরি পাওয়ার অধিকার: আল্লাহ তা'আলা বান্দার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে থাকেন। সুতরাং দুনিয়ায় যে যেরূপ কাজ করবে তাকে পরকালে সেরূপ প্রতিদান দেয়া হবে। আর কাজের জন্য প্রতিদান অনিবার্য। তাই কাজের বিনিময়ে শ্রমিককে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত মজুরি প্রদান করা জরুরি। কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে তাকে তার ন্যায্য পাওনা না দেয়া হলো নিকৃষ্ট ধরনের জুলুম। একজন শ্রমিক তার কাজ অনুযায়ী মজুরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আর মজুরির পরিমাণ এমন দিতে হবে যাতে করে একজন শ্রমিক তার জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে পারে। এজন্য ইসলাম শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত মজুরি প্রদানের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। হাদিসে কুদসিতে (রাসূলুল্লাহ সা. এর যে সকল হাদিস নিজের প্রতি সম্বন্ধ না করে সরাসরি আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন তা-ই হাদিসে কুদসি নামে অভিহিত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদি হবো তন্মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে যে অপর ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করল এবং তার নিকট থেকে পূর্ণ কাজ আদায় করল কিন্তু তার পূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদান করল না। (ইমাম বুখারি, আস সহিহ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৮)। কাজেই ন্যায়সঙ্গত মজুরি প্রদান ইসলামের একটি মৌলিক নীতি। তাই ন্যায়সঙ্গত মজুরি থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১৮. মজুরি ঠিকমত পাওয়ার অধিকার: কাউকে কাজ দিয়ে কাজ করার পর তার মজুরি দিতে টালবাহানা করা বা না দেয়া বা দেরি করে আদায় করা সবই ইসলামে অপরাধ। শ্রমিকের কাজ বা কাজের মেয়াদ শেষ হলেই তার মজুরি পুরোপুরি আদায় করে দিতে হবে। অন্য দিকে আল্লাহর নবী সা. শ্রমিকদের মজুরির ব্যাপারে কোন জুলুমের প্রশ্রয় দিতেন না। ইসলামের দৃষ্টিতে কাউকে দিয়ে কাজ করানোর পর তার পারিশ্রমিক ঠিক মতো আদায় না করা তার সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার শামিল। আর অন্যের সম্পদ বা মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করাকে আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ মর্মে আল কুরআনের ভাষ্য হলো, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।' (সূরা নিসা : ২৯) অনুরূপভাবে সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'তোমরা একে অপরের মাল বে-আইনিভাবে খেয়ো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের মালের কোন অংশ অন্যায়ভাবে দখল করার জন্য বিচারকদের নিকট দাবি পেশ করো না।' (সূরা বাকারা : ১৮৮) তা ছাড়া কোন মুসলমানের মাল তার সম্মতি ব্যতীত গ্রহণ করা ইসলামে বৈধ নয়। সুতরাং কোন শ্রমিকের পাওনা আটকে রাখা বা না দেয়া তার সম্পদ গ্রাস করারই মতো বা অত্যন্ত কঠিন অপরাধ। এ জন্য ইসলাম শ্রমিকদের পাওনা কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করতে বলেছে।

১৯. কাজ শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিকর হতে পারবে না: ইসলামের নির্দেশনা হলো যে, শ্রমিকদের এমন কোন কাজ দেয়া যাবে না যা করা তাদের সাধ্যের বাইরে এবং যা শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির

আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে থাকেন। সুতরাং দুনিয়ায় যে যেরূপ কাজ করবে তাকে পরকালে সেরূপ প্রতিদান দেয়া হবে। আর কাজের জন্য প্রতিদান অনিবার্য। তাই কাজের বিনিময়ে শ্রমিককে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত মজুরি প্রদান করা জরুরি। কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে তাকে তার ন্যায্য পাওনা না দেয়া হলো নিকৃষ্ট ধরনের জুলুম। একজন শ্রমিক তার কাজ অনুযায়ী মজুরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আর মজুরির পরিমাণ এমন দিতে হবে যাতে করে একজন শ্রমিক তার জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে পারে। এজন্য ইসলাম শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত মজুরি প্রদানের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে।

কারণ হয়। তাই শ্রমিককে এমন কোন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না যা তাকে উহার দুঃসাধ্যতার কারণে অক্ষম ও অকর্মণ্য বানিয়ে দিবে।

আবার তাদের ততখানি কাজের চাপ দেয়া যেতে পারে যতখানি তাদের সামর্থ্যে কুলায়। ইমাম ইবনে হাযম তার আল-মুহাল্লা নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, শ্রমিকদের প্রতি ঐ পরিমাণ কাজের দায়িত্ব চাপাবে যা তারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে এবং তাদের শক্তি অনুসারে কাজ করাবে-যাতে তাদের এই রূপ কাজ করতে না হয় যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়।

২০. কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার: যদি কোন কঠিন কাজ শ্রমিককে দিয়ে করতে হয়, তাহলে অবশ্যই তাদের অতিরিক্ত সাহায্য সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে মহানবী সা. বলেছেন, 'আর যে কাজ তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত সে রকম কাজ করতে তাদেরকে বাধ্য করবে না। আর যদি সেই কাজ তাদের দ্বারা করাতে হয়, তাহলে তাদেরকে প্রয়োজন মত সাহায্য করতে হবে। (ইমাম বুখারি, আস সহিহ, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯)। অতএব যেসব কাজ ঝুঁকিপূর্ণ এবং সেসব কাজের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে ঝুঁকি কমে এবং শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ হয়। শ্রমিকদের দেহ ও জীবনের জন্য যেসব কাজ ঝুঁকিপূর্ণ সেসব কাজে কোন অবস্থায়ই ঝুঁকির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কাজে নিয়োজিত করা যাবে না।

২১. শ্রম বিরোধের ক্ষেত্রে আপস মীমাংসার অধিকার: শ্রমিক-মলিকের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে বিরোধ হলে তার সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং আপস নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। কেননা আপস-নিষ্পত্তি ও মীমাংসা-সমঝোতার ওপর ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, 'তারা আপস নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন গুনাহ নেই এবং আপস নিষ্পত্তিই শ্রেয়।' (সূরা নিসা : ১২৮) আর এ বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব মূলত সরকারের। এ ব্যাপারে আল কুরআনের নির্দেশ হলো, 'মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে দিবে।' (সূরা হুজুরাত : ৯) মোট কথা বিরোধ নিষ্পত্তি, আপস-মীমাংসা ইসলামের অত্যন্ত অভিপ্রেত। এর জন্য যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২২. সময়মত বেতন পাওয়ার অধিকার: চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিককে যথাসময়ে পূর্ণ বেতন পরিশোধ করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন রূপ টালবাহানা করা অপরাধের শামিল। ত্বরিত-মজুরি পরিশোধের তাগিদ দিয়ে মহানবী সা. যে ঘোষণা দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরি আদায় করে দাও।' (ইমাম ইবনে মাজাহ, আস সুনান, ৩য় খণ্ড)

২৩. ইসলামী জিন্দেগির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ পাওয়ার অধিকার: শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য ইসলামী জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যা তার পরকালীন জিন্দেগির জন্য প্রস্তুতি সহজ করে দেয়। কেননা একজন ব্যক্তির ইসলাম মোতাবেক জীবন যাপন করতে যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

২৪. ওভার টাইমে অতিরিক্ত মজুরি পাওয়ার অধিকার: কোন শ্রমিকের দ্বারা অতিরিক্ত কাজ করানো হলে তাকে অতিরিক্ত মজুরি দেয়া যাতে সে খুশি হয়ে অতিরিক্ত কাজ সম্পন্ন করতে উৎসাহিত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, 'যে লোক এক অণু পরিমাণ উত্তম কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।' (সূরা যিলযাল-৮)

২৫. ক্যান্টিন সুবিধা: যে প্রতিষ্ঠানে সাধারণত একশত জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন সে প্রতিষ্ঠানে তাদের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সংখক ক্যান্টিনের ব্যবস্থা থাকা। এ ক্যান্টিনের জন্য একটা ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে, যেখানে শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের বিধান থাকবে এবং খাদ্যের মান ও মূল্য নির্ধারণ করবে।

২৬. শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার: ইসলামী বণ্টনব্যবস্থায় শ্রমিককে মজুরি হিসেবে তাদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রমিককে তার উপযুক্ত প্রাপ্য দেওয়ার জন্য ইসলাম কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু বাজারশক্তি (Market Forces) এর মাধ্যমেই শ্রমের দাম নির্ধারিত হবে না বরং শ্রমের উপযুক্ত অংশ তাকে দিতে হবে। সে অংশ থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। তদুপরি মহানবী সা. প্রবর্তিত অর্থনীতিতে শ্রমিককে ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। উৎপন্ন দ্রব্যে শ্রমিক তার অবদানের জন্যই শুধু পারিশ্রমিক পাবে না বরং উৎপাদকের ভাই হিসাবে সহানুভূতিপূর্ণ বিশেষ সুবিধার দাবিদার। চুক্তিবদ্ধ অনর্থক পারিশ্রমিক (Moneywage) ন্যূনপক্ষে এমন হবে যে তা সম্মানের মৌলিক চাহিদা মিটাবার মতো প্রকৃত পারিশ্রমিকের সমান হয়। এ ছাড়া প্রকৃত মজুরির (Real wage) আরো কতকগুলো উপকরণের নিশ্চয়তা এতে দেয়া হয়েছে।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও গবেষক

দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা

লস্কর মোহাম্মদ তসলিম

ইংল্যান্ডে এক ২৯ বছর বয়সী যুবককে পুলিশের হত্যা করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে কিশোর ও যুবকদের বিদ্রোহ। পর্তুগাল সরকারের খরচ কমানোর নামে অধিকার কাটছাঁটের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে পর্তুগালের এক লক্ষের বেশি মানুষ। তুরস্কের এরদোগান সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানকে থামিয়ে দেয় সেখানকার সংগঠিত শ্রমিক সমাজ। বিশ্বজুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন ধারায় বিক্ষোভের মুখে বিদায় নিয়েছেন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট। শ্রমিকসমাজ বিশ্বের বড় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও ক্ষমতার পটপরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, বর্তমানে করছে, আগামীতেও করবে ইনশাআল্লাহ।

আদর্শ শ্রমনীতিই পারে শ্রমিকদের প্রকৃত অধিকার আদায় করে দিতে। শ্রমিক সমাজের ওপর জুলুম-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা, বিভেদ-বৈষম্য ও অধিকার হরণের ঘটনা এখনো চলমান, এখনো অধিকারের কথা বললে শ্রমিকদের নির্যাতিত হতে হয়। সংগ্রামী শ্রমিকরা কখনো থেমে থাকেনি, তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সব সময়ই ছিল তারা আপসহীন ও প্রতিবাদমুখর।

১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেট ট্র্যাজেডির পরও শ্রমিকসমাজ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারেনি বরং শ্রমিকসমাজের এই মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সেই অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নতুন ধারায় ২৬ বছরের হকার শ্রমিক মোহাম্মদ বুআজিজি আত্মহননের পথ বেছে নিলে তিউনিসিয়া জুড়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কয়েক দশকের স্বৈরাচারী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাষ্ট্রপতি জয়েন আল আবেদিন বেন আলি ক্ষমতা ছেড়ে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। মিসরে ইন্টারনেট, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, ব্যক্তি যোগাযোগ এবং নাগরিকদের নিজস্ব মিডিয়ার সহায়তায় কায়রোতে শ্রমিক গণ-প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি হোসনি মুবারকের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে। ১৮ দিনব্যাপী জাতীয় অভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়। এক ভিন্ন নূতন ধারা বা আঙ্গিকে, বেশ কয়েক বছরের শ্রমিক আন্দোলন, মিডিয়া কর্মকলাপ এবং মানবাধিকার আন্দোলনের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে এই দখল অভিযানে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ মোবারক সরকারের পতন হয়। তাহরির স্কোয়ার থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ইয়েমেন থেকে বাহরাইন হয়ে সিরিয়ায়। যা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। কলম্বাস-ওহিওতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ও শ্রমিকদের অধিকারের ওপর আঘাত এলে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নামে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় লন্ডনে রাস্তায় নামে লক্ষ লক্ষ মানুষ। শিক্ষক ও রাষ্ট্রায়ত্ত শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশ নেয়।

স্পেনে চালু অধিকার সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে শহরে শহরে প্রতিবাদ শুরু হয়। মাদ্রিদে কয়েক সপ্তাহ ধরে গণ জমায়েতে লক্ষ লক্ষ মানুষ দাবি করে, আমরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নিতে চাই, এক নতুন প্রজন্মের প্রতিবাদকারী জেগে উঠেছে গ্রিসে। তারা পুরনো রাজনীতি আর দলগুলোর অবসান চায়। গোবাল ব্যাঙ্ক এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের চাপিয়ে দেয়া কাটছাঁটের পদক্ষেপগুলো তারা মোটেই মানতে চায় না। টানা এক বছর ধরে প্রতিবাদ চালিয়ে তারা বৃহত্তম জমায়েতের মাধ্যমে সিনটাগমা স্কোয়ার দখল করে নেয়। ইংল্যান্ডে এক ২৯ বছর বয়সী যুবককে পুলিশের হত্যা করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডের সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে কিশোর ও যুবকদের বিদ্রোহ। পর্তুগাল সরকারের খরচ কমানোর নামে চালু অধিকার কাটছাঁটের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে পর্তুগালের এক লক্ষের বেশি মানুষ। তুরস্কের এরদোগান সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানকে থামিয়ে দেয় সেখানকার সংগঠিত শ্রমিক সমাজ। বিশ্বজুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন ধারায় বিক্ষোভের মুখে বিদায় নিয়েছেন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট।

শ্রমিকসমাজ বিশ্বের বড় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও ক্ষমতার পটপরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, বর্তমানে করছে, আগামীতেও করবে ইনশাআল্লাহ। বৈশ্বিক শ্রমিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতা থেকে বাংলাদেশও আলাদা নয়। আমাদের দেশে শ্রমিক

আন্দোলন কখনো ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচক চরিত্র নিয়ে এগিয়েছে বলা যায়।

গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা আছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সিবিএকে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উৎস মনে করা হয়। বাংলাদেশের পাটকলগুলোর শ্রমিক সংগঠন এক সময় খুব প্রভাবশালী ছিল। তাদের নেতারা জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতেন। এখন পরিবহন শ্রমিকদের সংগঠনও বেশ প্রভাবশালী। এক সময় পাটকলে প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ এবং খুন-খারাবি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সেই পাটকল বন্ধ হওয়ার সময় নেতাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের সরকারি ব্যাংকগুলোতে সিবিএ আছে। ঐ সব ব্যাংকের সিবিএ নেতাদের কাছে ব্যাংকের প্রশাসন অসহায়। তাদের চাপ আর ধমকের মুখে থাকতে হয় কর্মকর্তাদের। ওয়াসা, ডেসা, বিদ্যুৎ বিভাগ, তিতাস গ্যাস, বিমান, প্রতিটি সেক্টরেই আছে সিবিএ বা কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। সিবিএ নেতারা প্রকৃত শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণে যত না ব্যস্ত তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত নিজেদের আখের গোছাতে। আর সবখানেই সরকার সমর্থক সিবিএ-র দাপটেই শ্রমিকরা থাকে কোণঠাসা। সরকার বদল হলে পরিস্থিতিও বদলে যায়। কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সংগঠন এবং আন্দোলন এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত। রানা প্লাজা ধসের পর থেকে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করতে দেয়ার আন্তর্জাতিক চাপ রয়েছে। কিন্তু সাড়ে পাঁচ হাজারের মতো পোশাক কারখানা থাকলেও মাত্র ৬ শ'র মতো কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন আছে।

২০০৬ সালের জুন মাসে পোশাক শ্রমিকরা বড় ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথম তাদের অধিকার নিয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মাসিক মাত্র ১৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা মজুরি নির্ধারণের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কোনো শ্রমিক সংগঠন ওই মজুরি মানেনি। তখন তারা তিন হাজার টাকার ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলন করেন। রানা পাজা ধসের পর পাঁচ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ হয়।

স্বাধীনতার পর দেশের শ্রম আন্দোলনে তৈরি হয় নানা বিভাজন। শ্রমিক সংগঠনগুলো নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংঘাত চলতে থাকে। এই সংঘাতের জের ধরে চট্টগ্রামের বারবকুন্ড শিল্প এলাকায় অনেক শ্রমিক নিহত হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের পর সারাদেশে একটি শ্রমিক সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এরপর শ্রমিকদের অধিকার

২০০৬ সালের জুন মাসে পোশাক শ্রমিকরা বড় ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথম তাদের অধিকার নিয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মাসিক মাত্র ১৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা মজুরি নির্ধারণের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কোনো শ্রমিক সংগঠন ওই মজুরি মানেনি। তখন তারা তিন হাজার টাকার ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলন করেন। রানা পাজা ধসের পর পাঁচ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ হয়।

স্বাধীনতার পর দেশের শ্রম আন্দোলনে তৈরি হয় নানা বিভাজন। শ্রমিক সংগঠনগুলো নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংঘাত চলতে থাকে। এই সংঘাতের জের ধরে চট্টগ্রামের বারবকুন্ড শিল্প এলাকায় অনেক শ্রমিক নিহত হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের পর সারাদেশে একটি শ্রমিক সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্দোলনের বাইরেও আশির দশকে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। তারা রাজনৈতিক দলের সমান্তরাল কর্মসূচি দেয়। কারণ, তারা তখন মনে করেছিল দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে শ্রমিকদের অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় শ্রমিকদের আন্দোলন। রাজনৈতিক সরকার শ্রমিকদের আন্দোলন এবং শ্রমিক নেতাদের দলীয় নেতায় পরিণত করে। ফলে শ্রমিক আন্দোলন বিভ্রান্ত হয়ে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিতে পরিণত হয়। শ্রমিকদের নেতারা নানা সুযোগ-সুবিধা নিয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের স্বার্থে কাজ করে। সরকারের স্বার্থে কাজ করে। একই সঙ্গে শ্রমিক সংগঠন কিছু বামপন্থী নেতাদের হাতে চলে যায়। স্বাধীন শ্রমিক সংগঠন অস্তিত্ব হারায়। সরকার ও শিল্পপতিরা মনে করেন, এতেই শিল্পের লাভ। আশির দশকে যে পোশাক কারখানা বিকশিত হয়, তাতেও শ্রমিক সংগঠন বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট হয়। আর কিছু শ্রমিক নেতার জনস্বার্থবিরোধী কাজের কারণে শ্রমিক আন্দোলনকে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়। সে সময় আদমজী জুট মিল এলাকায় প্রায়ই শ্রমিক সংঘর্ষ হতো। আদমজী জুট মিলকে একসময় অস্ত্রাগারের সঙ্গে তুলনা করা হতো। একসময় শ্রমিক আন্দোলন ছিল তেজগাঁও, টঙ্গী ও চট্টগ্রাম। কিন্তু সেই অবস্থা এখন আর নাই। আর শ্রমিক আন্দোলনও শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে তেমন নেই।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনগুলোতে শ্রমজীবী মনুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আদর্শিক চর্চার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় দলীয় রাজনৈতিক আদর্শিক ধারার চর্চা। এভাবেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিতে শ্রমিক সংগঠনগুলো জড়িয়ে পড়ে। ফলে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে শ্রমিক সংগঠনগুলো রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতা রক্ষা এবং ক্ষমতায় পাঠানোর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকে। ষাট, সত্তর এবং আশির দশকে পাট ও টেক্সটাইল কারখানাভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নের ধারা ছিল ইতিবাচক। তখন মালিকপক্ষও এর তেমন বিরোধী ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্যাংক ও সেবা খাতের ট্রেড ইউনিয়ন বা সিবিএ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু আশির দশকে যখন তৈরি পোশাক কারখানার বিকাশ ঘটতে শুরু করে, তখন থেকেই এই খাতে ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী মনোভাব প্রবল হয়। মালিকদের মনোভাব এতই নেতিবাচক হয় যে, যারা পোশাক কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগ নেয়, তাদের ছাঁটাই করে, মামলা দেয় এবং নির্যাতন করে। তাজরীন ফ্যাশন ও রানা পাজা দুর্ঘটনার পর পোশাক কারখানায় আন্তর্জাতিকভাবে ট্রেড ইউনিয়নের চাপ আসে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো, এখনও বেশির ভাগ কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন নেই। পোশাক কারখানার মতো এখন অন্যান্য শিল্পেও শ্রমিক

ইউনিয়নবিরোধী মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে, যা অতীতে ছিল না। বিশেষ করে রি-রোলিং মিল, নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য অনেক শিল্পে এই অবস্থা বিরাজ করছে।

বিশেষ করে যারা ক্ষমতায় থাকেন, তাদের শ্রমিক সংগঠন সরকারের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। ফলে শ্রমিকদের জন্য স্বাধীন সংগঠন বিলুপ্ত প্রায়।

শ্রমিকসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দীর্ঘদিনের। কিন্তু তাদের আন্দোলন কখনো পুরোপুরি সফল ও সার্থক হয়ে ওঠেনি বরং বরাবরই তারা অধিকারবঞ্চিত থাকে।

বস্তুত, মনুষ্য সৃষ্ট কোন পদ্ধতিতে কোন লক্ষ্য বা আন্দোলন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছ অসম্ভব। মূলত ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উদাসীন থাকার কারণেই এক্ষেত্রে শ্রমিকরা বরাবরই উপেক্ষিত ও অধিকারবঞ্চিত থেকেছে। তাই মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষের ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শ্রমনীতি অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই।

খুব সঙ্গত কারণেই শ্রমিক আন্দোলনের নতুন ধারা সৃষ্টি ও আন্দোলনকে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে ইসলামী শ্রমনীতি সংগ্রাম জোরদার করতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতি চালু হলেই কেবল শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে। ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে একটি কল্যাণময় ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বিরামহীন প্রচেষ্ট চালিয়ে যাচ্ছে। ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল ইসলামী শ্রমনীতি সব দিক ও বিভাগ চালু হওয়া সম্ভব।

মূলত এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে সাজিয়েছেন মেহনতি শ্রমিকরাই। আমাদের এই পৃথিবীর সৌন্দর্য বিকাশ করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কৃতিত্ব অগ্রগণ্য। সভ্যতা বিনির্মাণের কারিগর এ শ্রমিক শ্রেণি সর্বদাই অবহেলিত ও উপেক্ষিত। শ্রমিক মালিক সমস্যা আজকের দুনিয়ায় এক বড় সমস্যা।

অনেক নবী-রাসূলই কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করেছেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'অল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যত নবী পাঠিয়েছেন সবাই মেষ চরিয়েছেন।' সাহাবারা রাসূল (সা.)কে প্রশ্ন করলেন, 'আপনিও কি মেষ চরিয়েছেন?' রাসূল (সা.) প্রত্যুত্তরে বললেন, নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমিও মেষ চরাতাম।' (মুসনাদে আহামদ) তিনি বিশ্বনেতা হয়েও নিজেকে শ্রমিক পরিচয় দিয়ে শ্রমিক গোষ্ঠীকে ধন্য করেছেন। মূলত, সকল নবীই পরিশ্রম করতেন। শ্রমিকদের প্রতিটি কাজই ইবাদত হিসেবে গণ্য।

মানুষ জন্মগতভাবেই শ্রমশক্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল কাজে ও হালাল পথে পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করা কিছু মাত্র লজ্জার ব্যাপার নয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই মজুরি পরিশোধ করে দাও।' (ইবনে মাজাহ) সময়মত মজুরি পরিশোধ করা

খুব সঙ্গত কারণেই শ্রমিক আন্দোলনের নতুন ধারা সৃষ্টি ও আন্দোলনকে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে ইসলামী শ্রমনীতি সংগ্রাম জোরদার করতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতি চালু হলেই কেবল শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে। ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে একটি কল্যাণময় ইনসাফ-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বিরামহীন প্রচেষ্ট চালিয়ে যাচ্ছে। ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল ইসলামী শ্রমনীতি সব দিক ও বিভাগ চালু হওয়া সম্ভব।

সর্বোত্তম আমল আর বিলম্ব করা জুলুম। পরিশ্রম করা বা নিজের পায়ে দাঁড়ানোকে ইসলাম সর্বদাই উৎসাহিত করেছে।

ইসলাম মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতির ভিত্তিতে এক সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। রাসূল (সা.) হযরত আবু যরর (রা.)-এর উদ্দেশে বলেছেন, 'যারা তোমাদের অধীনে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করে সেই মজুর তোমাদের ভাই। আল্লাহ শ্রমিকদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন তোমরা যা খাও ও পরিধান কর ত তাদেরকেও খেতে ও পরিধান করতে দাও। তোমরা তাদেরকে সাধ্যের বাহিরে কখনো কোন কাজের জন্য চাপ দিবে না। আর তাদেরকে অতিরিক্ত কোন কাজ দিলে তাদের সাহায্য করবে। (সহিহ আল বোখারি) অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'শ্রমিকরা আল্লাহর বন্ধু'। রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আমি ঐ মালিকদের ব্যাপারে কঠিনভাবে অভিযোগ পেশ করবো। যে ব্যক্তি কাউকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করলো কিন্তু, তার পাওনা সঠিকভাবে পরিশোধ করলো না।' (মিশকাত) 'শ্রমিককে তার কাজ হতে অংশ দান কর, কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না। (মুসনাদে আহমদ) 'শ্রমিকরা যদি কাজ সম্পূর্ণ শেষ করে তাহলে তাদের প্রাপ্য বা বেতন সম্পূর্ণ দিয়ে দাও।' (মুসনাদে আহমদ)

শ্রমিকদের নিদিষ্ট না করে কোন শ্রমিকদের কাজে লাগানো সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছেন রাসূল (সা.)। বর্তমান প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকেরা অবহেলিত ও নানাভাবে নির্যাতিত। সারা মাস পরিশ্রম করার পরও কাঙ্ক্ষিত মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মেহনতি শ্রমিকরা। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ইসলাম সময়োপযোগী শ্রম ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে। যেখানে রয়েছে প্রতিটি শ্রমিকের নিশ্চিত ও ইনসাফপূর্ণ পারিশ্রমিক।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। অনেক দেশেই শিশুদের শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগানোর দৃশ্য দেখা যায়। বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নামমাত্র পারিশ্রমিকে তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে। শৈশবেই তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মেধার পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে এসব কোমলমতি শিশুদেরকে। স্থায়িত্ব ও প্রভাব বিস্তারের দিক থেকেও শৈশবকালীন শিক্ষা মানবজীবনের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। রাসূল (সা.) তাদের সম্পর্কে বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের উত্তম রূপে জ্ঞান শিক্ষা দাও। (মুসলিম)

রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, 'যে শিশুদের প্রতি দয়া করে না সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়।' শিশুরা হলো দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ইসলাম শিশুদেরকে শৈশবকাল থেকেই আদর্শ মানব বানাতে চায়। শিশুশ্রম ইসলামে নিষিদ্ধ

(চলবে)

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ইসলামী শরিয়তের আলোকে হালাল রুজি

ড. সৈয়দ এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী

উপার্জনের বিষয়ে ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী শরিয়তের আলোকে একজন মুসলমানকে প্রতিনিয়ত দুইটি সংগ্রাম করতে হয়। প্রথমতঃ হালাল উপার্জনের সংগ্রাম, দ্বিতীয়তঃ জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম। রাসুল (সা) বলেছেন "অন্যান্য ফরজের পর হালাল রুজি তালাশ করাও একটি ফরজ।" (বোখারি) তিনি আরও বলেন "হালাল রুজি ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত।" অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে "যে দেহ হারাম মাল দ্বারা লালিত পালিত তা কখনো জান্নাতে যাবে না, জাহান্নামই হবে তার উপযুক্ত ঠিকানা।" হালাল উপার্জন ফরজ হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তার ইবাদত করার জন্য। ইবাদত করতে হলে বেঁচে থাকতে হবে, আর বেঁচে থাকতে হলে খেতে হবে। তাই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত জীবন যাপনের জন্য হালাল উপার্জন জরুরি। কেননা রাসুল (সা) বলেছেন "দরিদ্রতা মানুষকে কুফরির দিকে ধাবিত করে।" দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তার জমিনে দ্বীন কায়েমের জন্য প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে মাল ও জান দিয়ে সংগ্রাম করতে বলেছেন। তাই আল্লাহর রাস্তায় খরচের জন্য হালাল উপার্জন অত্যাবশ্যক। তৃতীয়তঃ এই পৃথিবীতে মানুষ প্রতিনিয়ত অপরাধ করে। আর সদাকা হচ্ছে অনেক অপরাধের কাফ্ফারা। রাসুল (সা) বলেন, "স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন তোমার সামনে তোমার রব, আর ডানে-বামে জাহান্নাম। ঐ অবস্থা হতে বাঁচার জন্য একটি খেজুর হলেও সাদকা দাও। যদি না পার তাহলে অর্ধেক খেজুর হলেও সাদাকা দাও। তাও যদি না পার তবে মানুষের সাথে হাসি দিয়ে কথা বল।" তাই সাদাকা প্রদানের মাধ্যমে গুনাহ মাফ এবং নেক আমলের জন্য হালাল রুজি প্রয়োজন। চতুর্থতঃ জাকাত প্রদান বৃদ্ধির জন্য হালাল রুজি বৃদ্ধি জরুরি। যাকাত মুসলমানদের ওপর ফরজ। যাতে ধনী-দরিদ্রের মাঝে আর্থিক ব্যবধান কমে এবং ধনীর সম্পদে দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। একজন মুসলমান হালাল রুজি বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্রদের অধিক পরিমাণ যাকাত দিতে পারে। পঞ্চমতঃ পরিবারের ব্যয় নির্বাহ এবং তাদের ধর্ম ও আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। নেক সন্তানের পিতা হওয়ার মাধ্যমে দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েও নেক অর্জনের সুযোগ নিতে হলে দুনিয়ায় সন্তানের পেছনে খরচ করতে হবে এবং তা অবশ্যই হালালভাবে উপার্জন করতে হবে। ষষ্ঠতঃ হজ এবং ওমরার মাধ্যমে গোনাহ মাফ নিতে হলে অর্থের প্রয়োজন। রাসুল (সা) বলেছেন, "কামারের হাতুড়ে যেভাবে লোহা থেকে মরিচা ঝরায়, হজ এবং ওমরা তোমাদের গুনাহ এবং দরিদ্রতা সেভাবে ঝরায়।" তাই হালাল রুজির মাধ্যমে নিজের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটিয়ে বেশি বেশি হজ ও ওমরা করা জরুরি। সপ্তমত প্রতিবেশী এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। যা হালাল ভাবে উপার্জন করতে হবে। অষ্টমতঃ মানবসেবা হচ্ছে উত্তম সৎকর্ম। পবিত্র কোরআনে অসংখ্যবার ঈমানের কথার সাথে সাথে সৎকর্মের কথা উল্লেখ হয়েছে। আর যেকোনো সৎকর্মের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। নবমতঃ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। যাতে তারা অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়। আর তা হালাল উপার্জনের মাধ্যমে না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সে সম্পদ বেশি দিন ভোগ করতে পারবে না। দশমতঃ জমিনে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বা জমিনের শাসক হওয়ার বা মোত্তাকিদের ঈমাম হওয়ার জন্য হালাল উপার্জন অত্যন্ত জরুরি। কেয়ামতে আরশের ছায়ার নিচে সাত শ্রেণীর লোক থাকবে তার মধ্যে প্রথম শ্রেণী ন্যায়পরায়ণ শাসক। কোনো হতদরিদ্র মানুষের পক্ষে ন্যায়পরায়ণ শাসক হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এ ছাড়া রাষ্ট্র ও সমাজের অর্থনৈতিক চাবি জাহিলের হাতে রেখে মুমিনের পক্ষে দ্বীন কায়েম কখনও সম্ভব নয়

অসংখ্য প্রয়োজনে একজন মুসলমানের জন্য হালাল উপার্জন করা ফরজ।

উপার্জনের জন্য কতটা সময় ব্যয় করতে হবে এবং কতটা সম্পদ উপার্জন জরুরি পবিত্র কোরআনের সূরা জুমার ১০ নং আয়াতে নামায সমাপ্ত হলে রিযিক অন্বেষণের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়ার যে নির্দেশনা

// //

“কামারে হাতুড়ে যেভাবে লোহা থেকে মরিচা ঝরায়, হজ এবং ওমরা তোমাদের গুনাহ এবং দরিদ্রতা সেভবে ঝরায়।” তাই হালাল রুজির মাধ্যমে নিজের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটিয়ে বেশি বেশি হজ ও ওমরা করা জরুরি। সপ্তমত প্রতিবেশী এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। যা হালাল ভাবে উপার্জন করতে হবে। অষ্টমত: মানবসেবা হচ্ছে উত্তম সৎকর্ম। পবিত্র কোরআনে অসংখ্যবার ঈমানের কথার সাথে সাথে সৎকর্মের কথা উল্লেখ হয়েছে। আর যেকোনো সৎকর্মের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। নবমত: ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। যাতে তারা অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়। আর তা হালাল উপার্জনের মাধ্যমে না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সে সম্পদ বেশি দিন ভোগ করতে পারবে না। দশমত: জমিনে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বা জমিনের শাসক হওয়ার বা মোত্তাকিদের ঈমাম হওয়ার জন্য হালাল উপার্জন অত্যন্ত জরুরি। কেয়ামতে আরশের ছায়ার নিচে সাত শ্রেণীর লোক থাকবে তার মধ্যে প্রথম শ্রেণী ন্যায়পরায়ণ শাসক। কোনো হতদরিদ্র মানুষের পক্ষে ন্যায়পরায়ণ শাসক হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এ ছাড়া রাষ্ট্র ও সমাজের অর্থনৈতিক চাবি জাহিলের হাতে রেখে মুমিনের পক্ষে দ্বীন কায়েম কখনও সম্ভব নয়।

// //

নেয়া হয়েছে তা কত সময়ের জন্য? অবশ্যই তা পুনরায় নামাজের আহ্বান পর্যন্ত বা এর মধ্যে যদি কোনো শরয়ী বাধ্যবাধকতা এসে উপস্থিত হয় ঐ সময় পর্যন্ত। মূলত একজন মুসলমান দুনিয়া এবং আখেরাতের কাজ সমান্তরালভাবে করবে। তবে সবসময় আখেরাতকে প্রাধান্য দিবে। হযরত ইবরাহিম (আ) তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ)কে বলেন- তোমাদের ও আমার মধ্যে তিনটি পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত; আমি রিযিকের জিম্মদারি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছি আর তোমরা তা নিজের হাতে রেখে দিয়েছ। দ্বিতীয়ত; আমি মেহমান ব্যতীত খাই না-আর তোমরা একা খাও। তৃতীয়ত; আমার নিকট যখন দুনিয়া ও আখেরাতে দুইটা একসাথে আসে আমি আখেরাতকে প্রাধান্য দিই তোমরা দুনিয়াকে প্রাধান্য দাও। একজন মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে পড়বে, দৈনিক কিছুটা সময় আল্লাহর দ্বীনের কাজ করবে, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের হক আদায় করবে, কিছুটা সময় জ্ঞান অম্বেষণের কাজ করবে এর বাহিরে বাকি সময় সে হালাল উপার্জনের জন্য ব্যয় করবে। যার উপার্জন তাকে নামাজের কথা ভুলিয়ে দেয়-আল্লাহর পথে মানুষকে আহবানের ব্যাপারে গাফেল করে, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে উদাসীন করে, জ্ঞান অম্বেষণের মন-মানসিকতাকে বিলুপ্ত করে ঐ উপার্জন যতই হালাল হউক তা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের পথকে প্রশস্ত করে। রাসূল (সা.) বলেন, “সম্পদ অর্জনের নেশা ব্যক্তির দ্বীনদারির যে পরিমাণ ক্ষতি করে, কোন বকরির পালে দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে বাঘও বকরির পালের এত বেশি ক্ষতি করতে পারে না।” (তিরমিযি) রাসূল (সা) আরো বলেন, অর্থ হচ্ছে মানুষের জন্য 'দাস ও মনিব' তুল্য। যে অর্থকে নিজের দাসে পরিণত করতে পারে সে সফল। আর যে অর্থকে নিজের মনিব বানায় তার জন্য ধ্বংস। অন্য এক হাদিসে বলেন, “আদম সন্তান যদি দুইটি স্বর্ণভরা উপত্যকা লাভ করে, তবুও সে তৃতীয় আরেকটি লাভ করতে চাইবে। মাটি ছাড়া আর কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারে না।” (বুখারি) আদম সন্তানের কী পরিমাণ সম্পদ জরুরি তার বর্ণনায় রাসূল (সা) বলেন, “আদম সন্তানের এই কয়টা বস্তু ছাড়া আর কিছুর অধিকার নেই। বসবাসের জন্য একটি ঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য কিছু কাপড় এবং কিছু রুটি ও পানি অর্থাৎ এইগুলো মানুষের প্রকৃত মৌলিক প্রয়োজন।” (তিরমিজি)। রাসূল (সা) আরো বলেন, “অনাড়ম্বর জীবন ঈমানের পরিচায়ক” (আবু দাউদ) অন্য হাদিসে রাসূল (সা) মুমিনদের দুনিয়াতে মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাকতে বলেছেন। তবে কেউ যদি আল্লাহ প্রদত্ত সীমার মধ্যে থেকে শরিয়তের বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গ মেনে উপার্জনের জন্য সময় ব্যয় করে এবং হালালভাবে উপার্জন করে প্রয়োজনীয় যাকাত ও সাদাকা প্রদান পূর্বক সম্পদ বৃদ্ধি করে তাতে দোষের কিছু নেই।

হালাল ও হারাম উপার্জন

হালাল উপার্জনের মৌলিক পথ ৪টি। প্রথমত; কৃষি, দ্বিতীয়ত; শিল্প, তৃতীয়ত; চাকরি, চতুর্থত; ব্যবসা-বাণিজ্য উপার্জনের বর্ণিত ৪টি পথের বিষয়ে কোরআন-হাদিসের কিছু নির্দেশনা নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমি প্রচুর পানি বর্ষণ করি। অতঃপর আমি ভূমিকে অদ্ভুতভাবে বিদীর্ণ করি। ফলে তাতে উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, জয়তুন, খেজুর, বহু নিবিড় ঘন বাগান, ফল-ফলাদি এবং গবাদিপশুর খাদ্য, তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর ভোগের সামগ্রী হিসেবে। (সূরা আবাসা : ২৪-৩২) যদি নিশ্চিত জান যে আগামীকাল কেয়ামত হবে, তবুও যদি তোমার নিকট কোন গাছের চারা থাকে তবে তা রোপণ কর। (আল হাদিস) কোন মুসলিম যখন কোন গাছ লাগায় অথবা ফসল ফলায় অতঃপর তা হতে কোনো পাখি, মানুষ অথবা পশু খায় তখন তা সাদকা স্বরূপ হয়। (হাদিস- বোখারি) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, “রাসূল (সা) ইহুদিদেরকে খায়বরের জমি এই শর্তে প্রদান করেন যে তারা নিজেরা তাতে শ্রম দিবে, চাষবাদ করবে এবং তার বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা লাভ করবে। (হাদিস-বোখারি) আমি দাউদকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করে। (সূরা আম্বিয়া : ৮০) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, “শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই আদায় করে দিবে। (হাদিস: ইবনে মাজাহ) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, মহান আল্লাহ পৃথিবীতে এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আপনিও? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আমি কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম। (বোখারি) আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন। (বাকারা : ২৭৫) একদা রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন

প্রকার উপার্জন সবচাইতে উত্তম? তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তির নিজ হাতের দ্বারা উপার্জন এবং প্রত্যেক হালাল ব্যবসা। (হাদিস: মুসনাদে আহমেদ)

হারাম উপার্জন। হারাম উপার্জনের অসংখ্য পথ রয়েছে। তার মধ্যে সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকতি, প্রতারণা, মদ, জুয়া, লটারি, যৌতুক, ভাগ্যগণনা, পতিতাবৃত্তি, আমানতের খেয়ানত, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ, গান-বাজনা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয়, ধর্ম ব্যবসা, শিরকি উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রিযিকের বিষয়ে কোরআন হাদিসের নির্দেশনা

* আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী। (আয যারিয়াত-৫৮) আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা। (জুমা-১১) এমন অসংখ্য জীব রয়েছে যারা নিজেদের রিজিকের ভাণ্ডার বহন করে বেড়ায় না। আল্লাহ তাদের রিজিক দেন এবং তোমাদের ও রিজিক তিনি দেন। (সূরা আনকাবুত : ৬০) পৃথিবীতে এমন কোন জীব নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নয়। (সূরা হুদ : ৬) সেই আল্লাহই গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে এমন জন্তু ও সৃষ্টি করেছেন, যা যাত্রী বহন ও ভার বহনের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যা খাদ্য ও বিছানার প্রয়োজন পূর্ণ করে। তোমরা খাও ঐসব জিনিস যা আল্লাহ তোমাদের রিজিকরূপে দান করেছেন। (সূরা আনয়াম : ১৪২) "বল, তোমাদেরকে কে রিযিক দিতে পারে, রহমানই যদি তার রিযিক দান বন্ধ করে দেন?" (আল মুলক : ২১) আল্লাহ যাকে চান রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন আর যাকে চান পরিমিত রিযিক দেন। (সূরা আর রাদ : ২৬) আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে আমার উপদেশ মানা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবিকা। আর আমি কেয়ামতের দিন তাকে উঠাবো অন্ধ করে। (সূরা তাহা : ১২৪) যে সব লোক কুফরি পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য দুনিয়ায় জীবন বড়ই প্রিয় ও মনোমুগ্ধকর করা হয়েছে। এ ধরনের লোকেরাই ঈমানের পথ অবলম্বনকারীদের বিদ্রূপ করে। কিন্তু কেয়ামতের দিন ধর্মভীরু লোকেরাই তাদের মোকাবেলায় উন্নত মর্যাদায় আসীন হবে। আর দুনিয়ায় জীবিকার ক্ষেত্রে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে অপরিমিত দান করেন। (বাকারা : ২১২) যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তাকে কঠিন অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ দেখান এবং এমন উপায়ে তাকে রিযিক দেন, যে উপায়ের কথা সে কখনো কল্পনা ও করেনি। (সূরা তালাক : ২,৩) আল্লাহ যদি তাঁর সকল বান্দাকে উন্মুক্ত (সমান) রিযিক দান করতেন, তাহলে তারা যমিনের বুকে বিদ্রোহের তুফান সৃষ্টি করে দিত। কিন্তু তিনি একটি পরিমাণ অনুসারে যতটা ইচ্ছা নাযিল করেন। (সূরা আশশুরা-২৭) যে আখিরাতের কৃষি ক্ষেত চায় আমি তার কৃষি ক্ষেত বাড়িয়ে দিই। আর যে দুনিয়ার কৃষি ক্ষেত চায়, তাকে দুনিয়ার অংশ থেকে দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ নেই। (সূরা আশশুরা-২০) হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে তোমাদের পরস্পরের সন্তুষ্টিতে ব্যবসা করা বৈধ। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা : নিসা-২৯) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফর করে, এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট, ধূলোয় মলিন শরীর, সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, পোশাক হারাম এবং হারামের দ্বারা সে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং কিভাবে তার দু'আ কবুল হবে। (মুসলিম) আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি জেনেশুনে সুদের একটি রৌপ্য মুদ্রাও খায়, তার গুনাহ ৩৬ বার জেনা করার চেয়েও বেশি।" (মুসনাদে আহমাদ) হযরত সালিম (রা) তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন "যে লোক অন্যায়ভাবে সামান্য কিছু মাটিও কেড়ে নিবে, কেয়ামতের দিন তাকে সাত তবক মাটির নিচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে"। আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, তোমরা মাটির গভীর তলদেশে রিযিক তালাশ কর। (মুসনাদ আবি ইয়ালা)

আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, তোমরা সালাতুল ফজর আদায়ের পর তোমাদের রিযিক তালাশে নিয়োজিত না হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না। (আল কাউলুল মুসাদ্দাদ) রাসূল (সা) বলেন, "রিযিক লিপিবদ্ধ রয়েছে, সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার কিছু নেই। কোন পুণ্যবানের পুণ্যতা কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না এবং কোন অসদাচারীর অন্যায় কাজ তা কিছু কমাতে পারবে না। রাসূল (সা) বলেন, "ঘুষ যে নেয় আর যে দেয় দু'জনই জাহান্নামি।" নবী করিম (সা) বলেছেন, "গরিবেরা হলো ঐ উম্মতের সবচেয়ে উত্তম মানুষ এবং বেহেস্তে প্রবেশে দুর্বলের হবে সবচেয়ে দ্রুতগামী। তিনি আরও বলেন, "আমার দুটি পেশা আছে, যে তাকে ভালোবাসল, সে আমাকে ভালোবাসল, আর যে তাকে ঘৃণা করল সে আমাকে ঘৃণা করল। তা হলো দারিদ্র্য এবং জিহাদ।

হালালভাবে রিযিক বৃদ্ধির ১৩টি আমল

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ জাহেদুল আহসান তারেক তাঁর "রিযিক আল্লাহর হাতে" শীর্ষক বইতে হালালভাবে রিযিক বৃদ্ধির জন্য ১৩টি আমলের কথা উল্লেখ করেন। তা হলো:

১) তওবা ও ইস্তেগফার: অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার এবং বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে রিযিক বাড়ে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্যতম নবী ও রাসূল নূহ (আ)-এর ঘটনা তুলে ধরে ইরশাদ করেন, 'আর আমি বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল।" (তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে) 'তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, 'আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।' (সূরা নূহ: ১০-১২) হাদিসে বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করবে আল্লাহ তার সব সঙ্কট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিযিকের সংস্থান করে দেবেন।' (আবু দাউদ; ইবনে মাজাহ; তাবারানি)

২) তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল: যেসব কারণে সম্পদ অর্জন বৃদ্ধি পায় তন্মধ্যে 'আত্ তাওয়াক্কুল আলাল্লাহি' বা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর ওপর ভরসা করা অন্যতম। তাকওয়া শব্দটি আরবি অর্থ বিরত থাকা, পরহেজ করা। শরিয়তের পরিভাষায় তাকওয়া হচ্ছে-একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা। সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনা ও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" (তালাক : ২-৩)

৩) আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা: আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের হক আদায়ের মাধ্যমে রিযিক বাড়ে। যেমন: আনাস ইবন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।" (সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিম)

৪) হজ ও ওমরা পাশাপাশি আদায় করা: যেসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্পদ দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে হজ ও ওমরা পাশাপাশি আদায় করা অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুম কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, 'তোমরা হজ ও

ওমরা পরপর করতে থাক, কেননা তা অভাব ও গুনাহ্ দূর করে দেয়, যেমন দূর করে দেয় কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রুপার ময়লাকে।' (তিরমিযী; নাসাঈ)

৫) আল্লাহর পথে ব্যয় করা: যেসব কারণে সম্পদ বৃদ্ধি পায় তন্মধ্যে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "বল, নিশ্চয়ই আমার রব তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা।" (আস-সাবা : ৩৯)

৬) দুর্বল ও অসহায় লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করা: সম্পদ অর্জনের আরো একটি মাধ্যম হচ্ছে দুর্বল ও অসহায়, সম্বলহীন ও অনাথ ব্যক্তিদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা। সেই প্রেক্ষিতে রাসূল (সা) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে থাকা দুর্বলদের কারণে কেবল তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং রিযিক প্রদান করা হয়।' (সহিহ্ বুখারি)

৭) আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করা: যেসব মাধ্যমে সম্পদ অর্জিত হয়, তন্মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করা একটি অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে যমিনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তা হলে তার প্রতিদান আল্লাহর ওপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আন-নিসা : ১০০)

৮) ইবাদতের জন্য ঝামেলামুক্ত হওয়া: আল্লাহর ইবাদতের জন্য ঝামেলামুক্ত হলে এর মাধ্যমেও অভাব দূর হয় এবং প্রাচুর্য লাভ হয়। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক। রাসূল (সা) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, আমার ইবাদতের জন্য তুমি ঝামেলামুক্ত হও (দুনিয়ার ব্যস্ততা কমাও), আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দেবো। আর যদি তা না কর, তবে তোমার হাত ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না।' (তিরমিযী, মুসনাদ আহমদ, ইবনে মাজা)

৯) আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা : সাধারণভাবে আল্লাহ যে রিযিক ও নিয়ামতরাজি দান করেছেন তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া করা। কারণ, শুকরিয়ার ফলে নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আর যখন তোমার রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেবো, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আজাব বড় কঠিন।" (ইবরাহিম; ৭)

১০) বিয়ে করা : বিয়ের মাধ্যমেও মানুষের সংসারে প্রাচুর্য আসে। কারণ সংসারে নতুন যে কেউ যুক্ত হয়, সে তো তার জন্য বরাদ্দ রিযিক নিয়েই আসে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।" [সূরা আন-নূর : ৩২]

১১) অভাবের সময় আল্লাহমুখী হওয়া এবং তার কাছে দু'আ করা: অভাবকালে মানুষের কাছে হাত না পেতে আল্লাহর শরণাপন্ন হলে এবং তাঁর কাছে প্রাচুর্য চাইলে অবশ্যই তার অভাব মোচন হবে এবং রিযিক বাড়ানো হবে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি অভাবে পতিত হয়, অতঃপর তা সে মানুষের কাছে সোপর্দ করে (অভাব দূরীকরণে মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়), তার অভাব মোচন করা হয় না। পক্ষান্তরে যে অভাবে পতিত হয়ে এর প্রতিকারে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয় তবে অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাকে ত্বরিত বা ধীর রিযিক দিবেন। (তিরমিযী; মুসনাদে আহমদ)

১২) গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর দ্বীনের ওপর সদা অটল থাকা এবং নেকির কাজ করে যাওয়া: গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর দ্বীনের ওপর সদা অটল থাকা এবং নেকির কাজ করা এসবের মাধ্যমেও রিযিকের রাস্তা প্রশস্ত হয়।

১৩) নবী (সা)-এর ওপর দরূদ পড়া : রাসূল (সা)-এর ওপর দরূদ পাঠেও রিযিকে প্রশস্ততা আসে। তোফায়েল ইবন উবাই ইবন কা'ব (রা) কর্তৃক বর্ণিত-তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার প্রতি অধিক হারে দরূদ পড়তে চাই, অতএব আমার দু'আর মধ্যে আপনার দরূদের জন্য কতটুকু অংশ রাখব? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। কা'ব বলেন, আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে যদি তুমি বেশি পড় তা তোমার জন্য উত্তম হবে। কা'ব বলেন, আমি বললাম, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে যদি তুমি বেশি পড় তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, আমার দু'আর পুরোটা জুড়েই শুধু আপনার দরূদ রাখব। তিনি বললেন, তাহলে তা তোমার ঝামেলা ও প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হবে।' (তিরমিযী)

রিযিক সম্পর্কিত একটি সারগর্ভ দু'আ

"হে আল্লাহ! মহাবিশ্বের ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব তোমার নয়। আমার জীবিকার দায়িত্বও তোমার। প্রভু গো! আমিও তো অতিথি। পৃথিবীতে কতদিনের জন্য এসেছি তা কেবল তুমিই জান। অতিথির সমাদর করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা তুমিই করে রেখেছ। তবুও আমার মন (ইয়াকিন) ঠিক হচ্ছে না বলে আমি তোমার ওপর আস্থা রাখতে পারছি না। হে প্রভু! আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করে দাও। জীবিকার জন্য তোমার ওপর পূর্ণ নির্ভরতা দান কর। হে আল্লাহ! রিযিক সম্পর্কিত বিষয়গুলো আমার অধীনস্থ করে দাও। রিযিকের প্রতি লোভ লালসা করা থেকে, এর প্রতি অন্তর ডুবে যাওয়া থেকে, এর কারণে মাখলুকের সামনে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে, এর উপার্জনে চিন্তা-ভাবনায় ডুবে যাওয়া থেকে এবং এটা অর্জিত হওয়ার পর এর লোভ লালসা করা এবং কৃপণতা থেকে রক্ষা করো। হে অভাবশূন্য! আপনি ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে আমাকে অভাবমুক্ত করুন।"

পরিশেষে একটি ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করছি, তা হলো বিশ্ববিখ্যাত রাজ্য জয়ী বীর আলেকজান্ডার, যিনি ১৮ বছর বয়স হতে রাজ্য জয় শুরু করেন এবং ৩২ বছর বয়সে পৌঁছা পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী তাঁর করতলগত হয়। অথচ তাঁর পিতা রাজা ফিলিপ ছিলেন গ্রিসের মেসিডন নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক। আলেকজান্ডার প্রভুকে বলেছিলেন- "হে প্রভু তোমার পৃথিবী এত ছোট যে আর এক ইঞ্চি জমিও আমি আলেকজান্ডারের জয়ের বাকি নেই। তিনি মাত্র ৩৫ বছর পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর অনুসারীদের এই বলে অসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর যেন দুই মাস পর্যন্ত তাঁকে সমাহিত না করে বিশেষ ব্যবস্থায় তার মৃতদেহ জমিনের ওপর রাখা হয় ও তার হাত দুটোকে উন্মুক্ত করে রেখে দর্শকদের তার মৃতদেহ দেখতে দেয়া হয় এবং একজন ঘোষক যাতে সবসময় এই কথা বলে ঘোষণা করতে থাকে যে, "দেখ, তোমরা দেখ! এই হচ্ছে সেই আলেকজান্ডার, যার হাতে সারা পৃথিবীর সম্পদ ছিলো- আর সে খালি হাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে তোমরা ভালোভাবে তার হাতগুলো দেখ-সেখানে কোনো সম্পদ নেই-একেবারেই খালি হাত।"

মহান আল্লাহ্ আমাদের হালাল উপার্জন করার তৌফিক দিন। আমিন।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

মানবিকতা ও বৈষম্যহীনতার আলোয় আলোকিত হোক পাটকল শ্রমিকদের জীবন

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

রমজানের আগমনের সাথে সাথে ঢাকার ইফতার বাজারে নবাবী ভাব জেগে ওঠে। পয়লা রমজানে ইফতার বাজারের খবর সংগ্রহে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ কর্মীদের নানামুখী তৎপরতা বেশ লক্ষণীয়ই বটে। হরেক কিসিমের ইফতারে ঠাসা নবাবী খানারের রসালো সংবাদ মানুষকে অন্য এক ভাবের জগতে নিয়ে যায়। মোগল আমলের নানান জাতের ইফতার সামগ্রী নিয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে যখন উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত আর মধ্যবিত্তের পরিবারগুলোর রস্বাসাদন চলে তখন রাজপথে একদল মানুষ এক বোতল পানি দিয়ে ইফতার করে পরবর্তী রাতে এক বেলা সাহরির জন্য গগনবিদারী শ্লোগানে আকাশ বাতাস ভারী করে তোলে। ওরা মোগলাই পরোটা চায় না, আস্ত খাসির কাবাব, মামা হালিম আর হাজির বিরিয়ানি দিয়ে ইফতার করা ওদের দাবির আওতায় পরে না। হোটেল শেরাটন, সোনার গাঁ, রেডিসন আর পূর্বাণীতে যখন আয়েশি ভঙ্গিতে একদল মানুষ ইফতার আড্ডায় জমজমাট জলসা সাজায় তখন শ্রমিক পরিচয়ধারী একদল মানুষ দু'বেলা খাবারের জন্য, নিজের ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য ঘর্মাক্ত শরীরে পিচঢালা পথেই ইফতার করে নিজের দাবির কথা গোটা জাতিকে জানিয়ে দেয়। ২০১৯ সালের প্রথম রমজানে সারা দেশের পাটকল শ্রমিকরা রোযা রেখেই সারা দেশে রাজপথ অবরোধ করেছিলে। খুলনার খালিশপুর, ঢাকার যাত্রাবাড়ীসহ দেশের বেশ কয়েকটি শহরে তাদের বিক্ষোভে স্থবির ছিলো রাজপথ। ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে বাওয়ানী জুট মিল এবং করিম জুট মিলের শ্রমিকদের অবরোধে সিলেট এবং চট্টগ্রামের গাড়িগুলো শহরে ইন-আউট হতে পারেনি। ভোগান্তিতে পড়েছিলো ঢাকার মানুষেরাও। সাধারণ জনগণকে কষ্ট দেয়া তাদের টার্গেট ছিলো না। বুভুক্ষ এ মানুষগুলো জানান দিতে এসেছিলো শ্রম দেয়ার পরও তারা মাইনে পাচ্ছে না। কাজ করার পরও তাদের বেতন দেয়া হচ্ছে না। উন্নয়নের জোয়ারে গোটা দেশ ভেসে গেলেও উন্নয়নের আলোর ঝলকানি ওদের গৃহে প্রবেশ করছে না। রেডিসন আর হোটেল শেরাটনের নিয়ন আলোর নিচে বসে ইফতারের অপেক্ষা আর যাত্রাবাড়ী কিংবা খালিশপুরের রাজপথে রৌদ্র খড়তাপ উপেক্ষা করে সূর্যাস্তের জন্য অপেক্ষায় কতটুকু

২০১৯ সালের প্রথম রমজানে সারা দেশের পাটকল শ্রমিকরা রোযা রেখেই সারা দেশে রাজপথ অবরোধ করেছিলো। খুলনার খালিশপুর, ঢাকার যাত্রাবাড়ীসহ দেশের বেশ কয়েকটি শহরে তাদের বিক্ষোভে স্থবির ছিলো রাজপথ। ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে বাওয়ানী জুট মিল এবং করিম জুট মিলের শ্রমিকদের অবরোধে সিলেট এবং চট্টগ্রামের গাড়িগুলো শহরে ইন-আউট হতে পারেনি। ভোগান্তিতে পড়েছিলো ঢাকার মানুষেরাও। সাধারণ জনগণকে কষ্ট দেয়া তাদের টার্গেট ছিলো না। বুভুক্ষ এ মানুষগুলো জানান দিতে এসেছিলো শ্রম দেয়ার পরও তারা মাইনে পাচ্ছে না। কাজ করার পরও তাদের বেতন দেয়া হচ্ছে না। উন্নয়নের জোয়ারে গোটা দেশ ভেসে গেলেও উন্নয়নের আলোর ঝলকানি ওদের গৃহে প্রবেশ করছে না। রেডিসন আর হোটেল শেরাটনের নিয়ন আলোর নিচে বসে ইফতারের অপেক্ষা আর যাত্রাবাড়ী কিংবা খালিশপুরের রাজপথে রৌদ্র খড়তাপ উপেক্ষা করে সূর্যাস্তের জন্য অপেক্ষার কতটুকু তফাৎ, তাকি উন্নয়নের ফেরিওয়ালারা কখনো বোঝার চেষ্টা করেছেন?

তফাৎ, তাকি উন্নয়নের ফেরিওয়ালারা কখনো বোঝার চেষ্টা করেছেন? পাট নিয়ে গবেষণা হয়, পাটের স্বত্ব নিয়ে পুরস্কার আর মেডেল প্রাপ্তির খবরে সয়লাব হয় গোটা দেশ। পাট নিয়ে গবেষণায় মেধাস্বত্ব নিয়ে ব্যানার, পোস্টার আর ফেস্টুনে সয়লাব হয়ে যায় টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া। কিন্তু পাটের সাথে যাদের জীবন জড়িত, তাদের জীবন মানের কোনো উন্নয়ন হয় না। পাটকলের বাঁশির হুইসেলে যাদের জীবনের রুটিন বাঁধা, ঘাম চুপচুপ শরীরে পাটের আঁশের উচ্ছিষ্টগুলো যাদের শরীর আর মুখাবয়বকে অন্যরূপ দেয়, তাদের জীবনের জন্য উন্নয়নের বার্তা যেন উড়ে যাওয়া ফানুষের মতোই। সোনালি আঁশের চাষ আর সোনালি আঁশের ব্যবসায় সোনা ফলে এটা রূপকথার কোনো গল্প নয়। বাস্তবে যা সত্যি ছিলো, এখনো তা আবার সত্যে পরিণত করা সম্ভব। ব্রিটিশ বেনিয়ারা বিদায় নেয়ার পর বেসরকারিভাবে এক ধরনের শিল্প বিপ্লব ঘটে আমাদের এ জনপদে। বোম্বে, হুগলি, পাটনা, বিহার আর বাংলার ধনেদি পরিবারগুলো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বিনিয়োগ করে কাগজ এবং পাট শিল্পে। শুরুতে এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সরকারি উদ্যোগ এবং সহায়তা ছিলো না বললেই চলে; বনেদি এবং বিত্তশালীরা শিল্প প্রতিষ্ঠায় নিজেদের সম্পদ বিনিয়োগ করে। তখন এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা ছিলো নাম-মাত্র। তবে ক্ষমতাসীন দলের মাস্তান, ক্যাডার, চাঁদাবাজ, আর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা নামক আজব প্রাণীদের আনাগোনা ছিলো না বললেই চলে। তখনকার ব্যবসায়ীরা সকল প্রকার, চাপ-প্রভাব আর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বাইরে থেকেই ব্যবসা করতেন। মালিকরা ব্যবসা করতেন-শ্রমিকরা মাইনে পেতেন। স্বাভাবিক নিয়মেই পাটশিল্প অতি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিলো। আদমজীদের একটি পরিবার এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ পাটকল প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করেছিলো। বাওয়ানী জুট মিল, করিম জুট মিল এক একজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এবং অর্থেই গড়ে উঠেছিলো। জমজমাট সে মিলগুলো আজ অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুপুরীর মতো। সোনালি আঁশ আজ গলার ফাঁস; কিন্তু এর দায় কি শুধু শ্রমিকদের? যাদের ঘামে আর পরিশ্রমে অতীতে এ মিলগুলো লাভজনক ছিলো তারা তো এখনো শ্রম দিচ্ছে। তবে লোকসানের দায় কেন শুধু শ্রমিকদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাবে? মিলে উৎপাদন বন্ধ, কিংবা কাঁচা পাট নেই, অথবা উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হচ্ছে না। এর দায় তো শ্রমিকদের নয়? পাট সেক্টরের প্রতিটি মিলে বেতনভাতা শুধু শ্রমিকদেরই বকেয়া থাকে। পাট মন্ত্রণালয়, পাট অধিদফতর এবং পাটকল সংক্রান্ত আরো যতো সরকারি অফিসগুলোতে সরকারি কর্মকর্তারা আছেন তাদের বেতন-বোনাস কোনো কিছুই বকেয়া থাকে না। মিলগুলোর সমস্যার সকল দায় শ্রমিকদের মাথার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। দেশের সকল সেক্টরে যখন শিল্প কল-কারখানা বাড়ছে, শ্রমিক সংখ্যা বাড়ছে তখন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোতে দিনের পর দিন শ্রমিক সংখ্যা কমছে। খুলনার খালিশপুর, ঢাকার ডেমরা এক সময় ছিলো অন্য রকম এক নগরী। রাত বারোটা কিংবা দুপুর বারোটা অথবা সূর্যাস্ত কিংবা সূর্যোদয় সব সময় লোকে লোকারণ্য থাকতো এ এলাকাগুলো। খালিশপুর এবং ডেমরাঘাট এখন মনে হয় যেন মৃতপুরী। এ দুর্দশার জন্য দায়ী কি শ্রমিকরা? পাট সেক্টরে যে শ্রমিকরা জড়িত তাদের প্রত্যেকের জীবনে এক অজানার দুঃখ, হতাশা আর অনিশ্চয়তা কাজ করছে। উন্নয়নের জোয়ারে নাকি ভাসছে গোটা জাতি, সারা বিশ্ব নাকি আমাদের উন্নয়নের সূত্র জানার জন্য আমাদের দেশের মন্ত্রীদের পেছনে পেছনে ঘুরছে। এমন পিলে চমকানো সংবাদে আমরা সত্যি আভিভূত। বেশ ভালো- তবে সে উন্নয়নের ছিটেফোঁটা পাট সেক্টরে প্রবেশ করতে পারছে না কেন? বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট কিনে ভারতীয় পাট শিল্প লাভবান হচ্ছে। আর আমাদের দেশের পাটকলগুলো লোকসান দিচ্ছে। উন্নয়নের ডুগডুগি যখন বাজে তার আওয়াজ সব জায়গায় সমান ভাবেই পৌছা উচিত। অর্থনীতির ভাষায় অসমান্তরাল সূচককে কখনো উন্নয়ন বলা হয় না। উন্নয়নের প্রতিটি সূচকের সাথে শ্রমিকের ঘাম এবং শ্রম জড়িত। অর্থনীতি এবং শিল্পের এতো বড়ো একটি সেক্টরকে আঁধারে ঢেকে রেখে উন্নয়নের যে শ্লোগান শোনানো হচ্ছে তাকে উন্নয়ন বলা যায় না।

পাট শ্রমিকদের জীবন আসলে কিভাবে চলছে? তাদের জীবনের খড়াপাভার সংবাদগুলো কি কেউ কখনো নিয়েছে? খুলনার খালিশপুর বিআইডিসি সড়কের দু'পাশে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর অবস্থান; পাটকলের পাশ দিয়ে শ্রমিক কলোনিগুলোতে শ্রমিকরা বসবাস করে। খালিশপুরের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি সব কিছু নির্ভর করে পাটকলগুলোর ওপর। এখানকার ব্যবসায়ী কিংবা অধিবাসী কারো মুখেই আনন্দ আর হাসির রেখা দেখা ভার। সবার মনে বিষণ্ণতা আর মলিনতা বিরাজ করছে। এ এলাকার উন্নয়ন, উৎপাদন, অর্থনীতি সব কিছু নির্ভর করে পাটকলের চাকা ঘোরার ওপর। মাঝে মাঝে চাকা ঘুরলেও তার ব্যবহার সঠিকভাবে হচ্ছে না বলেই খালিশপুরকে আর আগের মতো সজীব এবং সতেজ মনে হয় না। এক সময় চায়ের দোকানগুলোতে জম্পেশ আড্ডা, হোটেলগুলোতে চা-পুড়ির সাথে শ্রমিকদের কল-কাকলি সব যেন আজ নির্জীব। কলোনির খেলার মাঠ আর স্কুলগুলোতে যে পরিমাণ ছাত্র ছিলো তা সবই ছিলো জুট মিলের কর্মকর্তা এবং শ্রমিকদের সন্তান। স্কুলগুলোতেও এখন আর আগের মতো উপচে পড়া ভিড় নেই। ২০-২৫ বছর আগের খালিশপুর আর বর্তমানের খালিশপুর যেন ভিন্ন দু'টি জগৎ।

ঢাকার ডেমরা শিল্পাঞ্চল অথবা শ্রমিক এলাকা হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে - বাওয়ানী জুট মিল এবং করিম জুট মিলের কারণে। শীতলক্ষ্যা নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা এ দু'টি মিলের কারণে ডেমরা ঘাট, ডেমরা বাজার সব সময় লোকে লোকারণ্য থাকতো। এখানে জনবসতি বেড়েছে কিন্তু মিল এলাকায় আগের সেই জৌলুস নেই। বাওয়ানী জুট মিলের শ্রমিক কোয়ার্টার অথবা ফ্যামিলি কোয়ার্টারগুলো যদি আপনি সরেজমিন পরিদর্শন করেন, দেখা যাবে এক ধরনের মানবেতর জীবন যাপন করছে তারা। করিম জুট মিলের শ্রমিকদের অবস্থা আরো শোচনীয়। করিম কলোনি নামে শ্রমিকদের থাকার যে কোয়ার্টার ছিলো তা পরিত্যক্ত ঘোষণা করায় তারা সারুলিয়া বাজারসহ আশপাশে খুবই নিম্নমানের স্যাঁতস্যাঁতে কক্ষে ভাড়া থাকে। ১০-১২ ফিটের একটি কক্ষে ১০-১২ জন লোক খুবই মানবেতর ভাবেই তারা সেখানে বসবাস করে। নিরন্ন এ শ্রমিকরা জীবনের সবটুকু শ্রম ঢেলে দেয় কারখানায় উৎপাদনের কাজে। কিন্তু তারা এর বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পাবার কথা তা পাবার পরিবর্তে অনেক সময়ই বঞ্চিত হচ্ছে। সপ্তাহ শেষে শ্রমিকদের বেতন দেয়ার কথা থাকলেও বছরের পর বছর শ্রমিকদের বেতন অনিয়মিত। এক মাসের বেতন অন্য মাসে, এক সপ্তাহের বেতন অন্য সপ্তাহে। কারো কারো বেতন ৩-৪ মাস পর্যন্ত বকেয়া। দিনমজুরদের জীবন আসলে এভাবে চলা কি সম্ভব? মিলের চাকা ঘুরলেও শ্রমিকদের জীবনের চাকা প্রায়ই থমকে যায়। আশাহত জীবনে ওরা আঁধারের মাঝেই শুধু হাবুডুবু খায়। শ্রমবান্ধব অর্থনীতি, শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শিল্পনীতি, দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন, বাস্তবমুখী পরিকল্পনা, বৈষম্যহীন উন্নয়ন পরিকল্পনা, চৌকস, যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তা, আন্তরিক, নিষ্ঠাবান, সৎ, দক্ষ, কর্মক্ষম শ্রমিকদের কাজ ও মেধার মূল্যায়নের মাধ্যমে এ শিল্প আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে। পদে পদে চরম অব্যবস্থাপনা, অন্যায়, অসততা, দুর্নীতি, লুটপাট, ক্ষমতাসীন মহলের দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য প্রদান, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাকার কারণে পাট

> আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে পাটকলগুলো দিন দিন উন্নত হচ্ছে, তাদের দেশে যেমন পাটকলের সংখ্যা বাড়ছে পাশাপাশি প্রতিটি মিলে শ্রমিক সংখ্যা বাড়ছে। গোটা দুনিয়ায়ই পাটপণ্যের চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু আমাদের দেশের পাটকলগুলো লোকসান দেয়ার কারণে শ্রমিকরা বঞ্চণার শিকার হচ্ছেন। পাটকলগুলোর এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা উদ্বিগ্ন এবং হতাশ। পাটের জন্য আন্তর্জাতিক সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির সাথে খেয়ে না খেয়ে দিন গুজরান করা এসব শ্রমিকের কি সম্পর্ক তা তারা বুঝতে পারছে না। তারা দুবেলা খেয়ে নিশ্চিন্ততার নিদ্রায় রাত গুজরান করে পরবর্তী দিনের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আবার কাজে নেমে পড়তে চায়। এভাবে তাদের সকাল সন্ধ্যা হবে, দিন শেষে রাত আসবে। সোনালি সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তাদের ঘরগুলো হতে অভাবের দানবেরা বিদায় নেবে। তাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাবে, প্রাণ খোলা হাসি উল্লাসে ওদের দিনগুলো পার হয়ে যাবে। থাকার এক চিলতে ঘরগুলো সন্তানদের কল-কাকলিত মুখরিত হবে। পাটকলগুলোর দুরবস্থার অবসান হলে তাদের জীবন হতেও সমস্যাগুলো বিদায় নেবে।

শিল্পের আজ চরম দুর্দিন যাচ্ছে. সরকার এ সমস্যা সমাধানে কতটুকু আন্তরিকতার পরিচয় দিবে তা বলা মুশকিল। পাটকল শ্রমিকদের অবরোধ ও ধর্মঘটের পর সরকার পাটকল শ্রমিক নেতাদের নিয়ে বার বার বৈঠক করেছে। এ বৈঠকও সরকারের একপেশে নীতির রূপায়ণ বৈ কিছুই নয়। সরকার সমর্থিত কয়েকজন শ্রমিক নেতার সাথেই সরকারের মহল বিশেষের বৈঠক কতটুকু ফলপ্রসূ হবে তা ভাবনার বিষয়। শ্রমিকদের দাবি পাটকলগুলোর দুরবস্থার জন্য এককভাবে শ্রমিকরা দায়ী নয়. অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, অন্যায়, অনিয়ম, চুরি, দুর্নীতি, লুটপাট, অব্যবস্থাপনা সর্বোপরি এ সেক্টরে সরকারের চরম অবহেলা এবং অবজ্ঞাই প্রধানত দায়ী। ঢাকার ডেমরার বাওয়ানী জুট মিলের শ্রমিকদের দাবি- নিয়মিত কাঁচামালের সরবরাহ না থাকার কারণে প্রায়ই উৎপাদন ব্যাহত হয়। কাঁচামালের অভাবে মাঝে মাঝে তাঁতগুলো বন্ধ রাখতে হয়। বাওয়ানী জুট মিল এবং করিম জুট মিলে যারা পাট সরবরাহ করেন, তাদের বক্তব্য হচ্ছে, জুট মিল কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের অনেক টাকা বকেয়া পাওনা আছে। পূর্বের বকেয়া পরিশোধ করলে তারা পাট সরবরাহ করবেন। এর ঠিক বিপরীত চিত্র আবার খুলনার মিলগুলোতে। ২০১৩ সালের পর হতে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের বাজার হাত ছাড়া হওয়ার কারণে সেখানকার পাটকলগুলোতে উৎপাদিত পণ্যের পাহাড় জমে আছে। বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বর্তমানে খুলনার নয়টি পাটকলে ৪৭০ কোটি টাকার পাট পণ্য অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে। সব মিলিয়ে বোঝা যায় পাটকলগুলোর উন্নয়ন, পাট চাষের প্রতি সরকারের আগ্রহের ঘাটতি এবং পাটের বাজার সৃষ্টিতে বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা না থাকায় পাট শিল্পে এ দুরবস্থা বিরাজ করছে। একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সে বাজার ধরতে না পারার ব্যর্থতা আছে অপরদিকে দেশে পাটপণ্যের ব্যবহার ও তা ব্যাপকভাবে বাজারজাত করণে সরকারের আগ্রহ, উদ্যোগ এবং কর্মপরিকল্পনা খুবই সীমিত বলা যায়

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে পাটকলগুলো দিন দিন উন্নত হচ্ছে, তাদের দেশে যেমন পাটকলের সংখ্যা বাড়ছে পাশাপাশি প্রতিটি মিলে শ্রমিক সংখ্যা বাড়ছে। গোটা দুনিয়ায়ই পাটপণ্যের চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু অমাদের দেশের পাটকলগুলো লোকসান দেয়ার কারণে শ্রমিকরা বঞ্চণার শিকার হচ্ছেন। পাটকলগুলোর এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা উদ্বিগ্ন এবং হতাশ। পাটের জন্য আন্তর্জাতিক সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির সাথে খেয়ে না খেয়ে দিন গুজরান করা এসব শ্রমিকের কি সম্পর্ক ত তারা বুঝতে পারছে না। তারা দুবেলা খেয়ে নিশ্চিন্ততার নিদ্রায় রাত গুজরান করে পরবর্তী দিনের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আবার কাজে নেমে পড়তে চায়। এভাবে তাদের সকাল সন্ধ্যা হবে, দিন শেষে রাত আসবে। সোনালি সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তাদের ঘরগুলো হতে অভাবের দানবেরা বিদায় নেবে। তাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাবে, প্রাণ খোলা হাসি উল্লাসে ওদের দিনগুলো পার হয়ে যাবে। থাকার এক চিলতে ঘরগুলো সন্তানদের কল-কাকলিত মুখরিত হবে। পাটকলগুলোর দুরবস্থার অবসান হলে তাদের জীবন হতেও সমস্যাগুলো বিদায় নেবে। পাটকলগুলোর এ দুরবস্থা দূরীকরণে পাটকল শ্রমিকরা বেশ কিছু দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। তাদের দাবিগুলো হচ্ছে– ১. জাতীয় মজুরি কমিশন রোয়েদাদ বাস্তবায়ন। ২. পাট ক্রয়ের জন্য যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ। ৩. বদলি শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণ। ৪. অবসরপ্রাপ্ত সকল শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বকেয়া পরিশোধ। ৫. প্রতি সপ্তাহ শেষে মজুরি পরিশোধসহ বকেয়া মজুরি পরিশোধ। ৬. খালিশপুর ও দৌলতপুরের মিলের শ্রমিকদের বিজেএমসির অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।

সোনালি আঁশের সোনালি দিনগুলো আবার ফিরে আসুক। উন্নয়নের স্রোত ব্যাপের যে স্লোগান চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে তার ছোঁয়া পাটশিল্পে স্পর্শ করুক। পাট চাষিরা পাটের ন্যায্যমূল্য পাক, পাটশ্রমিকরা তাদের শ্রমের যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জীবন নির্বাহ করুক। পাটকলগুলোর উন্নয়নের চাকার ঘূর্ণন জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের অংশ হোক এ প্রত্যাশা করছি।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন-২০১৯

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে রাজধানীসহ সারাদেশে বর্ণাঢ্য র‌্যালি, আলোচনা সভা খাদ্য বিতরণ, ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, ইফতারসামগ্রী বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। রাজধানীতে ঢাকা মহানগরীর উত্তর, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণসহ বিভিন্ন শাখার কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নে শ্রমিক শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু দেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আজো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং তারা নানাবিধ সামাজিক বৈষম্য ও জুলুম নির্যাতনের শিকার। আমাদের দেশের শ্রমিকরা অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ যে সুযোগ-সুবিধার জন্য আন্দোলন করেছেন, এখনো শ্রমিকরা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। তা ছাড়া ন্যায্য মজুরি, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। নিরাপদ কর্মস্থান, শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই আগামী দিনের ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের দেশের অসংগঠিত শ্রমিক যেমন নির্মাণ, চাতাল, বিড়ি, দিনমজুর, পরিবহন, স্বনিয়োজিত শ্রমিক, কুটিরশিল্প, গ্রামগঞ্জে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ কারখানা, মৎস্যজীবী ও কৃষিশ্রমিকরা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। এসব শ্রমিক মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তাদের নেই কোনো নিয়োগপত্র, নেই শ্রমঘণ্টা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা বা নেই কোনো সামাজিক সুরক্ষা। তারা বাঁচার মতো মজুরি ও আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত। শুধু তাই নয়, গার্মেন্টস শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন। তাদের বেশির ভাগই নারীশ্রমিক। অথচ তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে শুরু করে সাপ্তাহিক ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, ওভারটাইম, নিয়োগপত্র, কর্মস্থলের নিরাপত্তা কোনো কিছুই আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই আজ শ্রমিকদের তার ন্যায্য অধিকার ও দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শ্রমিক ঐক্য যেকোনো অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। আজকের এই মে দিবসে শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান ইনসাফভিত্তিক শ্রমনীতি কায়েমের সংগ্রামে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কারণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রামই দাবি আদায়ের একমাত্র পথ।

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সপ্তাহব্যাপী ঘোষিত কর্মসূচির আলোকে দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য র‌্যালি, শ্রমিক সমাবেশ, শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য বিতরণ, আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়।

মহানগরী ও জেলা পর্যায়ে মে দিবস উদযাপন

ঢাকা মহানগরী উত্তর

কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের নেতৃত্বে রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোডে বর্ণাঢ্য র‌্যালি করে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তর শাখা। সকাল ৯টায় র‌্যালিটি কুড়িল বিশ্বরোড থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশে মিলিত হয়। কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মুহিব্বুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান, মহানগরী উত্তরের সহ- সভাপতি মো: মিজানুল হক, জনাব হাসান ইমাম, গাজী মাহবুবুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান পান্না, মো: নুরুল আমিন, ইঞ্জিনিয়ার মাতাহার আলী, আব্দুল আলী বসার, মো: সুলতান মাহমুদসহ হাজার হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ

দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন উপলক্ষে ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে ইফতারসামগ্রী বিতরণ করা হয়। মহানগরী সেক্রেটারি এইচ এম আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতারসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে গত ৩০ এপ্রিল শ্রমিক সমাবেশ ও খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠান মহানগরী সভাপতি মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, বিশেষ অতিথি হিসেবে কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মো: তসলিম, মো: মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, মহানগরী উত্তরের সহ-সভাপতি মিজানুল হক, দক্ষিণ খান থানা শাখার ফেডারেশনের উপদেষ্টা মো: জামাল উদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার সামগ্রী বিতরণ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে ইফতারসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, মহানগরী সভাপতি মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি এইচ এম আতিকুর রহমান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা মহানগরীর উপদেষ্টা মিছবাহ উদ্দিন নাঈম, মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান পান্না, শ্রমিক নেতা মো: ইসরাইল হোসেন, মো: জাহাঙ্গীর হোসাইন, মো: জিয়াউর রহমান প্রমুখ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে গত ১মে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শাখা এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে উক্ত র‌্যালি রাজধানীর নাইট এঞ্জেল মোড় থেকে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিজয় নগর পানির ট্যাংকে এসে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এ সময় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজহারুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক আবুল হাসেম, আইন ও আদালত সম্পাদক অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন, মহানগরীর সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন চঞ্চল, দফতর সম্পাদক নুরুল হক, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক খলিলুর রহমান, গার্মেন্টস নেতা আবু হানিফসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে গরিব ও অসহায় শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উপদেষ্টা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। মহানগরী সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি হাফিজুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই প্রোগ্রামে মোস্তাফিজুর রহমান মাসুমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার সামগ্রী বিতরণ

দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে গরিব ও অসহায় শ্রমিকদের মাঝে ইফতারসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ইফতারসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের মহানগরী দক্ষিণ সভাপতি আব্দুস সালাম, সেক্রেটারি হাফিজুর রহমান এবং আইবিবিএল শ্রমিক নেতা নুরুল হক প্রমুখসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠিত সমাবেশ ও র‍্যালিতে আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি ডাঃ আব্দুল ওয়াহিদ, বন্দর শ্রমিক নেতা কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন, পতেঙ্গা থানা সভাপতি এনামুল কবির, সদর অঞ্চল সভাপতি মকবুল আহমদ, ডক শ্রমিক নেতা আবু তাহের চৌধুরী, বাকলিয়া থানা সভাপতি এম আসাদ, বায়েজিদ থানা সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, চকবাজার থানা সভাপতি আবদুল আজিজ শোয়াইব, নির্মাণ শ্রমিক নেতা মোঃ ইব্রাহিম, হোটেল শ্রমিক নেতা মোঃ গুলজারী, সদরঘাট থানা সভাপতি রফিকুল আলম, ইপিজেড থানা সভাপতি আবুল কাশেম আযাদ, পাহাড়তলী থানা সভাপতি কামাল উদ্দিন আহমদ, রিকশা শ্রমিক নেতা মোঃ আলমগীর, শ্রমিক নেতা রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশ শেষে এক বিশাল মিছিল নগরীর বহদ্দারহাট থেকে শুরু হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সিলেট মহানগরী

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমিক সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরী শাখা। সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত র‍্যালিটি সুরমা মার্কেট থেকে শুরু হয়ে বন্দর জিন্দাবাজার, চৌহাট্টা, আম্বরখানা হয়ে সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিভাগীয় সভাপতি ফখরুল ইসলাম কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলী, ফেডারেশনের মহানগরীর সাবেক সভাপতি ও জকিগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিন, সহ-সভাপতি ফারুকুজ্জামান, মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসেত চৌধুরী নাহিদ, সিলেট সিটির ২৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোহেল আহমেদ রিপন, ফেডারেশনের মহানগরীর সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জামিল আহমেদ রাজু, রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ইয়াহিয়া খান, দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের মহানগরীর সভাপতি উবায়দুল হক শাহিন, দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি বদরুজ্জামান, সিলেট মহানগর সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোশাহিদ আব্দুল্লাহসহ বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করে।

পথশিশুদের মাঝে খাদ্য বিতরণ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালনের অংশ হিসেবে গত ৬ই মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে নগরীর ফুটপাথে পথশিশুদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেন মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলী। এই সময় ফেডারেশনের মহানগরী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ৫ই মে ফেডারেশনের সিলেট মহানগরী শাখা শ্রমিক কর্মচারীদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং সিলেট বিভাগের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং সিলেট মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলী এবং মহানগরী সেক্রেটারি আব্দুল বাসিত চৌধুরী নাহিদ।

খুলনা মহানগরী

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমিক সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজন করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরী শাখা। সকাল ৮টায় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলমের নেতৃত্বে খালিশপুর থেকে শুরু হয়ে বিআইডিসি রোডের সামনে দিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এ সময় মহানগরী সভাপতি খান গোলাম রসুল মহানগরীর সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, আশফাক উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক ইউনুছ মিয়া, মোমিনুল ইসলাম, সিবিএ নেতা সোহরাব হোসেন হাওলাদারসহ বিভিন্ন থানা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা মহানগরী

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরী শাখা এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে র‍্যালিটি নগরীর কান্দিরপাড় থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে টমছম ব্রিজে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এ সময় মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদ, সহ-সভাপতি আক্তারুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ হোসেন সরকারসহ শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

অসহায় গরিব শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালনের অংশ হিসেবে ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী শহরের অসহায় গরিব শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক মোঃ মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী সাবেক সভাপতি মাস্টার আমিনুল হক।

গাজীপুর মহানগরী

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিমের নেতৃত্বে এক বিশাল বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরী। এতে মহানগরীর সভাপতি আজহারুল ইসলাম মোল্লা, সহ-সভাপতি ইয়াকুব আলী খান, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক নূর আলম ভূঁইয়া, মিনারুল ইসলাম মাহমী, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শফিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বরিশাল মহানগরী

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বরিশাল মহানগরী শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি নগরীর হাসপাতাল রোড, জেলখানার মোড় টাউন হল, বিবির পুকুর পাড় হয়ে গির্জামহল্লা সড়কে এসে শেষ হয়। এতে নেতৃত্ব দেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-আইন আদালত সম্পাদক ও মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট মুহাঃ শাহে আলম। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ কামাল হোসেন, মহানগরীর সাবেক সভাপতি আলহাজ শাজাহান সিরাজী, শ্রমিক নেতা শাহিন আলম, জাকির হোসেন, আনিসুর রহমান, সাবের হোসেন, আবদুল আউয়ালসহ ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

ময়মনসিংহ মহানগরী

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশ করেছে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরী শাখা। সকাল ১০টায় শাখা সভাপতি আনোয়ার হাসান সুজনের নেতৃত্বে র‍্যালিটি নগরীর চরপাড়া মোড় থেকে শুরু হয়ে মেডিক্যাল গেটে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। র‍্যালিতে মহানগরীর সহ-সভাপতি মোঃ আইনুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিউল্লাহ মুজাহিদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী মহানগরী

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ফেডারেশনের রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে এক শ্রমিক র‍্যালি নগরীর মতিহার থানার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে এক সমাবেশে মিলিত হয়। মহানগরী সভাপতি আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রাজশাহী মহানগরী উপদেষ্টা অধ্যাপক মাইনুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে ফেডারেশনের মহানগরী উপদেষ্টা অধ্যাপক হুমায়ুন আলীসহ বিভিন্ন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ফেডারেশনের রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ থানায় মে দিবসের কর্মসূচি পালিত হয়।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরী

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে নগরীতে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ মহানগরী সভাপতি এইচ এম মোমিনের সভাপতিত্বে র‍্যালি-পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, মহানগরী সেক্রেটারি সোলাইমান হোসেন মুন্নাসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

সিলেট দক্ষিণ জেলা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ১লা মে সিলেট দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে নগরীর চন্ডিপুল থেকে শুরু করে স্টেশন রোড পর্যন্ত এক বিশাল মিছিল গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে সিলেট দক্ষিণ জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা সাধারণ সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান রেহান উদ্দিন রায়হান, জেলা আইন আদালত সম্পাদক আব্দুল কাদির, সাহায্য ও পুনর্বাসন সম্পাদক এজাজুর রহমান পারভেজ ও দফতর সম্পাদক জমির হোসাইন।

হবিগঞ্জ জেলা

হবিগঞ্জ জেলার সভাপতি মুশাহিদ আলীর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে হবিগঞ্জ জেলার শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে জেলার সাধারণ সম্পাদক শরিফ মো: আব্দুল মতিনসহ বিভিন্ন শাখা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি আলমগীর হাসান রাজুর নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি ড. আজগর আলী, সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদার, নারায়ণগঞ্জ মহানগরী সভাপতি এইচ এম এ মোমিন, নারায়ণগঞ্জ মহানগরী সাধারণ সম্পাদক সোলাইমান হোসেন মুন্না, জেলা সাধারণ সম্পাদক আমিন আহমেদ মাস্তানসহ জেলার ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদপুর জেলা

চট্টগ্রাম উত্তর বিভাগের সেক্রেটারি ও চাঁদপুর জেলা সভাপতি অধ্যাপক রুহুল আমিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে চাঁদপুর জেলার শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইলিশ চত্বরে এসে সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন শহর সভাপতি মো: ইসমাঈল খান, শহর সেক্রেটারি ফয়সল আহমদ খান, সহ-সভাপতি এ কে আজাদ, আব্দুল মালেক, সহ-সেক্রেটারি মনজুর হোসাইন, কোষাধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা আব্দুল ওহাব খলিফা, হাবিবুর রহমান, আব্দুল মমিন শরিফ খান প্রমুখ।

লক্ষীপুর জেলা

লক্ষীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারীর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে লক্ষীপুর জেলার শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে দালাল বাজার এসে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে জেলার সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের মিয়া, ফেডারেশনের সদয় সভাপতি মো: আবুল বাশার মিয়া, সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান সোহাগ, উপদেষ্টা সদস্য মাওলানা তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা উত্তর জেলা

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ ও ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মনসুর রহমানের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ঢাকা উত্তর জেলার শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি জামগড়া থেকে সরকার মার্কেটে এসে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা উত্তরের সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন, জেলার সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

খুলনা উত্তর জেলা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে খুলনা উত্তর জেলার শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগ দক্ষিণের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আল ফিদা হোসেন, খুলনা জেলা উত্তরের সভাপতি আব্দুল খালেক হাওলাদার, সহ-সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, নাজিম উদ্দিন, শ্রমিক নেতা সোহেল আহমদ, মরুফ হোসেন, আবুল খয়ের, জাকির কাজী, ইফতিয়ার মৃধা প্রমুখ।

পাবনা জেলা

পাবনা জেলা সভাপতি রেজাউল করিমের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে পাবনা জেলার শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে টার্মিনাল পৌর মার্কেটে এসে সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার দফতর সম্পাদক সেলিম উদ্দিন, সদর উপজেলা সভাপতি আব্দুল মালেক, সাধারণ সম্পাদক ডা: মনিরুজ্জামান, দর্জি ইউনিয়ন সভাপতি শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা প্রমুখ।

বগুড়া পশ্চিম জেলা

বগুড়া পশ্চিম জেলা সভাপতি আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বগুড়া পশ্চিম জেলার শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা বাদশা মিয়া, এমদাদুল হক প্রমুখ।

বগুড়া পূর্ব জেলা

বগুড়া পূর্ব জেলা সভাপতি কাজী আবুল কালামের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বগুড়া পূর্ব জেলার শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি শেরপুরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে জেলার সাধারণ সম্পাদক আ: আল মোস্তাফিজ নাহিদ, কোষাধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন, বগুড়া শহরের কোষাধ্যক্ষ নুরুল হুদাসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিরাজগঞ্জ জেলা

সিরাজগঞ্জ জেলার সভাপতি মাওলানা মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ জেলার শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে জেলার সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক ওয়ালি উল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক সোলায়মান হোসেনসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম জেলা

কুড়িগ্রাম জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়াছিন আলী সরকারের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে কুড়িগ্রাম জেলা শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগ দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক আল ফিদা হোসেন, কুড়িগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক শফিকুল হক, কোষাধ্যক্ষ হোসেন আলী বীরবিক্রম, শ্রমিক নেতা অধ্যাপক শাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ।

পঞ্চগড় জেলা

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে পঞ্চগড় জেলায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করে। জেলা সভাপতি হাসান আলীর নেতৃত্বে র‍্যালিতে জেলার বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলা চাতাল শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা সভা চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন পঞ্চগড় জেলা শাখার সভাপতি আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

পবা পূর্ব থানা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস রাজশাহী মহানগরীর পবা পূর্ব থানার উদ্যোগে থানা সভাপতি আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের পবা পূর্ব থানা উপদেষ্টা মো: শামীম। সমাবেশে থানা শাখার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

রাজপাড়া থানা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ফেডারেশনের রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানার উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজপাড়া থানা সভাপতি সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের মহানগরী সেক্রেটারি আব্দুল মালেকসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

বোয়ালমারী পৌরসভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী পৌরসভার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান স্থানীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের বোয়ালমারী পৌরসভার সভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সালাম। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুর জেলার ফেডারেশনের উপদেষ্টা অধ্যাপক ইমারত হোসেন, বোয়ালমারী পৌরসভার ফেডারেশনের উপদেষ্টা সৈয়দ নিয়ামুল হাসান, জেলা ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক সামচুদ্দিন মোহাম্মদ ইলিয়াছ, স্থানীয় শ্রমিক নেতা জনাব মো: রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

সালথা উপজেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলা শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সালথা উপজেলার সভাপতি চৌধুরী মাহবুব আলী। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা মো: আবু ইউনুস। বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সালথা উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা জনাব মাওলানা মুরাদ, স্থানীয় শ্রমিক নেতা জনাব মো: আলিমুজ্জামানসহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

কালিয়াকৈর থানা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ১মে ফেডারেশনের গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার উদ্যোগে র‍্যালি ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। কালিয়াকৈর থানা সভাপতি আব্দুল বাতেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য এবং গাজীপুর জেলা সভাপতি এম মুজাহিদুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কালিয়াকৈর পৌরসভা সভাপতি আব্দুল অজিজ, ইবনে সিনা ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি গোলাম সরওয়ার, শ্রমিক নেতা মোজাফফরসহ গার্মেন্টস শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

শ্রীপুর উপজেলা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ফেডারেশনের শ্রীপুর উপজেলা গার্মেন্টস বিভাগের উদ্যোগে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপুর উপজেলা সভাপতি আবুল হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা সেক্রেটারি মো: ফারুকুজ্জামান।

কালিগঞ্জ থানা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ফেডারেশনের গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা কালীগঞ্জ থানা সভাপতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কালীগঞ্জ থানা উপদেষ্টা মাহমুদ হোসেন, শ্রমিক নেতা আফতাব হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কুলাউড়া উপজেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। উপজেলা সভাপতি বেলাল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহমদ চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ পৌরসভা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে গত ১লা মে নওগাঁ পৌরসভা শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভা সভাপতির সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নওগাঁ জেলার সভাপতি।

গোয়ালন্দ উপজেলা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ফেডারেশনের রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলায় দৌলতদিয়া ঘাট শ্রমিকদের নিয়ে এক শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গোয়ালন্দ উপজেলা সভাপতি আবু হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রাজবাড়ী জেলার সাবেক সভাপতি সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা হামিদ আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সেক্রেটারি আব্দুর রউফ।

ফেনী শহর

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফেনী শহরের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা শহর সভাপতি ফারুক আহমদ ভূঞা আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ফেনী জেলা প্রধান উপদেষ্টা এ কে এম শামছুদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ফেনী জেলা সেক্রেটারি মাস্টার বেলায়েত উল্লাহ, ফেনী শহর শাখার সেক্রেটারি মো: সহিদ উল্লাহ, শ্রমিক নেতা মু: জাকের হোসেন, কাজী আবু তাহের, মো: ইউনুছ, মো: আবুল কাশেম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সোনাগাজী উপজেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে আলোচনা সভা ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি সৈয়দ মো: মাইন উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ফেনী জেলা সভাপতি মাস্টার মো: শাহ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সোনাগাজী পৌরসভার উপদেষ্টা মাওলানা কালিম উল্লাহ, সোনাগাজী উপজেলা উপদেষ্টা মাওলানা মো: মোস্তফা।

ছাগলনাইয়া উপজেলা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে ফেডারেশনের ছাগলনাইয়া উপজেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। ছাগলনাইয়া উপজেলা সভাপতি মাস্টার তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করেন ফেডারেশনের ফেনী জেলা সভাপতি মাস্টার মো: শাহ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে ফেডারেশনের ফেনী শহর সেক্রেটারি মু: জাকের হোসেনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফেনী সদর উপজেলা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ফেডারেশনের ফেনী সদর উপজেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাদ্য বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। সহিদ উল্লাহ পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ফেনী সদর উপজেলা সভাপতি আজিজুল করিম, ফেনী শহর সেক্রেটারি মো: সহিদ উল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে গত ১মে ফেডারেশনের মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে খাদ্য বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা সভাপতি মো: তাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি মো: হোসেন। আলোচনা শেষে অসহায় গরিব শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়।

বি-বাড়িয়া সদর উপজেলা

গত ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বি-বাড়িয়া সদর উপজেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা উপজেলা সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ গোলাম সরোয়ার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হেলাল উদ্দিন, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এ ছাড়া জেলার কসবা উপজেলা শাখার উদ্যোগে কুমিল্লা সিলেট মহাসড়কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে এক বিশাল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সভাপতি কাজী সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে উক্ত র‍্যালিতে উপজেলার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

নোয়াখালী শহর

গত ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী শহর শাখার উদ্যোগে সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শহর সভাপতি মিজানুল হক মামুন।

উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলম, শহর উপদেষ্টা আবু তাহের, শহর সেক্রেটারী জিয়াউল ইসলাম আল ফয়সাল, শহর সহসভাপতি নোমান সিদ্দিক প্রমুখ।

কোম্পানীগঞ্জ শহর

গত ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি হেলাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও খাদ্য বিতারণের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি শেখ সাহাব উদ্দিন ও উপজেলা সেক্রেটারী ইয়াকুব হোসাইন প্রমুখ।

সোনাইমুড়ি উপজেলা

গত ১মে সোনাইমুড়ি উপজেলা সভাপতির নেতৃত্বে শ্রমিক সমাবেশ ও খাদ্য বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জেলার অন্যতম উপদেষ্টা জনাব সাইয়েদ আহম্মদ ও জেলা সহসভাপতি এডভোকেট তাজুল ইসলাম।

কবিরহাট উপজেলা

গত ১ মে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে কবিরহাট উপজেলার উদ্যোগে সমাবেশ ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সভাপতি জনাব বাহাউদ্দিন, প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সেক্রেটারী জনাব তাজুল ইসলাম।

ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ

চট্টগ্রাম মহানগর অটোরিকশা ও সিএনজি চালক সমিতি

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর অটোরিকশা ও সিএনজি চালক সমিতির উদ্যোগে র‌্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির সভাপতি মো: বশিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মহানগরীর সেক্রেটারি এস এম লুৎফর রহমান। আরো বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা মো: জাহাঙ্গীর হোসাইন, মো: কামাল হোসেন, হারুন হাওলাদার, জাহাঙ্গীর মহুরী প্রমুখ।

রিয়াজউদ্দিন বাজার তামাকুমন্ডি লেইন দোকান কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত রেয়াজউদ্দিন বাজার তামাকুমন্ডি লেইন দোকান কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়ন রেজি নং- ১৪২৯ এর উদ্যোগে র‌্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি শহিদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সদর অঞ্চল সভাপতি মকবুল আহমদ ভূঁইয়া। আরো উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সেক্রেটারি মো: মীর হোসাইন, হামিদুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা সেলিম রেজা, আবদুল হামিদ, মো: বেলাল, মো: ইউনুছ, মো: রফিক ও মাহমুদ প্রমুখ।

এ ছাড়া বক্সিরহাট টেরিবাজার দোকান কর্মচারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে র‌্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সেক্রেটারি রশেদ সাইফুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র‌্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সদর অঞ্চল সভাপতি মকবুল আহমদ। আরো উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আবদুল কাদের, সেক্রেটারি মীর হোসাইন, ওয়ার্ড সভাপতি রেজাউল করিম মুরাদ, তুহিন প্রমুখ।

আন্দরকিল্লা দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত আন্দরকিল্লা দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে র‌্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি জাহিদুল ইসলাম তুহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র‌্যালি ও সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অঞ্চল সভাপতি মকবুল আহমদ। আরো উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সহ-সভাপতি আবদুল কাদের, সেক্রেটারি মীর হোসাইন, ওয়ার্ড সভাপতি রেজাউল করিম মুরাদ, ইউনিয়ন সেক্রেটারি নামরুল ইসলাম ও শিহাব উদ্দিন প্রমুখ।

রিয়াজ উদ্দিন বাজার হকার্স কল্যাণ সমিতি

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত রেয়াজ উদ্দিন বাজার হকার্স কল্যাণ সমিতি রেজি: ১৪৭১ এর উদ্যোগে র‌্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির সভাপতি মাইনউদ্দিন সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র‌্যালি ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহানগরীর সহ-সেক্রেটারি মকবুল আহমেদ। আরো বক্তব্য রাখেন সমিতির সেক্রেটারি মো: মামুন, জিয়াবুল হক প্রমুখ।

মিউনিসিপ্যাল স্কুল মার্কেট ও বুক সোসাইটি মার্কেট দোকান কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়ন:

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত মিউনিসিপ্যাল স্কুল মার্কেট ও বুক সোসাইটি মার্কেট দোকান কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়ন রেজি: ২১২৫ এর উদ্যোগে র‌্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি মো: ফরিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অঞ্চল সভাপতি মকবুল আহমদ, অঞ্চল সেক্রেটারি মো: মীর হোসাইন, হামিদুল ইসলাম, ওয়ার্ড সভাপতি মো: বেলাল ও ইউনিয়ন সেক্রেটারি মো: কফিল প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগর হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রাম মহানগর হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন রেজি: ১১৪৭-এর উদ্যোগে র‌্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি মো: ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ নুরুন্নবী। আরো বক্তব্য রাখেন আব্দুস সাত্তার (১), আব্দুস সাত্তার (২), মো: বেলায়েত হোসাইন, মো: হাসান, মো: আব্দুল কাদের। প্রধান অতিথি পবিত্র মাহে রমযানে হোটেল শ্রমিক ছাঁটাই ও নির্যাতন বন্ধ, সর্বস্তরের শ্রমিকদের ১৫ রমযানের আগেই বেতন বোনাস প্রদান করার দাবি জানান।

টেকেরহাট ভ্যান শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত মাদারীপুর জেলার টেকেরহাট ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি আবুল বাশার, বিভাগীয় সহ-সভাপতি এস এম শাহজাহান, জেনারেল হাসপাতালের চেয়ারম্যান জাকির হোসেন হাওলাদার, সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান খান, জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক এস এম জামাল, আইন সম্পাদক জুবায়ের আহমেদ, অ্যাডভোকেট আশিক শাহরিয়ার, আইন সম্পাদক সৌরভ আলমগীর হোসাইন, হোসেন রানা, শাহ আলম এবং ইউনিয়ন সভাপতি মো: হাবিবুর রহমান খলিফাসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী-ঐক্য ফেডারেশন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে গত ১লা মে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য ফেডারেশন আশুলিয়া অঞ্চলের গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিয়ে সামষ্টিক ভোজ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আশুলিয়া অঞ্চল সভাপতি নুরুল আলমের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মো: মনসুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, শ্রমিক নেতা আবুল কাশেম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফেডারেশনের লোগো সংবলিত গেঞ্জি এবং খাদ্য বিতরণ করা হয়।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ফার্নিচার শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‌্যালিতে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়ন সভাপতি রাজুল আহমেদ তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তারসহ ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জুড়ি উপজেলা রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রীমঙ্গল উপজেলা ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত জুড়ি উপজেলা রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। ইউনিয়ন সভাপতি কামাল আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদকসহ ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ র‌্যালিতে নেতৃত্ব দেন।

বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে গত ১মে নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি নং- বি-২১৩৩ এর উদ্যোগে র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলগীর হাসান রাজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্যপূর্ণ সমাবেশে ইউনিয়নের সাংগঠনিক সেক্রেটারি এ. আজগর আলী, আব্দুল মজিদ শিকদার, আমিন আহম্মেদ মাস্তান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গুরুদাসপুর উপজেলা স্টিল অ্যান্ড ওয়ার্কার্স শ্রমিক ইউনিয়ন

১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া গুরুদাসপুর উপজেলা স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজি নং-৩১৬৮ এর উদ্যোগে ইউনিয়ন কার্যালয়ে মে দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সভাপতি মো: বেলাল হোসেন। বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের নাটোর জেলা সেক্রেটারি মো: মফিজ উদ্দিন, ইউনিয়ন সভাপতি মো. শফিকুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নলডাঙ্গা উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়ন

নলডাংগা উপজেলা ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফার্নিচার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো: বেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মো: নিজাম উদ্দীনের পরিচালনায় উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নলডাঙ্গা উপজেলা সভাপতি মো: আব নওশাদ নোমানী এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

নলডাঙ্গা উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন

নলডাঙ্গা উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের এক আলোচনা সভা ইউনিয়ন সভাপতি মো: শাহ নেওয়াজ মামুনের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মো. আব্দুল খালেকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নলডাঙ্গা উপজেলা সভাপতি ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ড. মো: জিয়াউল হক মিয়া এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

নলডাঙ্গা উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন

নলডাঙ্গা উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে ইউনিয়ন সভাপতি মো: মামুনুর রশিদ মোল্লার সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মো: মানিক মিয়ার পরিচালনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নলডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সাকিব আল রাব্বি।

বড়াইগ্রাম উপজেলা রয়না ভরট কুলি কল্যাণ শ্রমিক ইউনিয়ন

বড়াইগ্রাম উপজেলা রয়না ভরট কুলি কল্যাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে গত ১লা মে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সভাপতি মো: আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মো: রতন আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মো: হাসেম মীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে মো: হাসানুল বান্নাসহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিয়ানীবাজার উপজেলার নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন

সিলেট দক্ষিণ জেলার আওতাধীন বিয়ানীবাজার উপজেলার নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি নং-সিলেট ০০৫ এর উদ্যোগে র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইউনিয়ন সভাপতি ও সেক্রেটারিসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গোলাপগঞ্জ উপজেলার দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন

সিলেট দক্ষিণ জেলার আওতাধীন গোলাপগঞ্জ উপজেলার দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন রেজি নং-সিলেট-০০১ এর উদ্যোগে র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ইউনিয়নের সভাপতি ও সেক্রেটারিসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বনাথ উপজেলা স্যানেটারি ও টাইলস শ্রমিক কল্যাণ সমিতি

সিলেট দক্ষিণ জেলার আওতাধীন বিশ্বনাথ উপজেলা সেনেটারি ও টাইলস শ্রমিক কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ইউনিয়নের সভাপতি ও সেক্রেটারিসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কালাই উপজেলা গৃহনির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন

জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলা গৃহনির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ইউনিয়ন কার্যালয় হতে শুরু হয়ে সদর রাস্তা প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে এক আলোচনা সভা কালাই উপজেলা গৃহনির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মহসিন মিস্ত্রির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জয়পুরহাট জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট মামুনুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে সদর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান হাসিবুল আলম লিটন, কালাই উপজেলার সভাপতি আব্দুল আলিম, সেক্রেটারি সাইফুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাঁশখালী লবণশ্রমিক ইউনিয়ন ও লোহাগাড়া রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার বাঁশখালী লবণ শ্রমিক ইউনিয়ন ও লোহাগাড়া রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বিশাল র‍্যালি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে সমাবেশে মিলিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মো: ইসহাক, দক্ষিণ জেলা সভাপতি মাস্টার মনসুর আলী, বাঁশখালীর সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা জহিরুল ইসলাম, শরফুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

লোকাল গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে গত ১লা মে লোকাল গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি রাজধানীর নাইটিংগেল থেকে শুরু হয়ে বিজয় নগর পল্টন হয়ে প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। ইউনিয়ন সভাপতি মো: জুলহাসের নেতৃত্বে ইউনিয়নের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম, হাফিজুর রহমান এবং অন্যান্যদের মধ্যে নুর আলম, আবুল হাসেম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ হোটেল শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে গত ১লা মে চাঁপাইনবাবগঞ্জ হোটেল শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে এক বিরাট আলোচনা সভা ইউনিয়ন সভাপতি মো: আইউব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব একে এম তজকির উজ জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা মেয়র মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, জেলা পরিষদ নেতা আব্দুল হাকিম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ট্রাক, ট্যাংক লরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি মো: সাইদুর রহমান, বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মো: জামাল উদ্দিন দাসের প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাহে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার আয়োজনে লেখকদের সম্মানে ইফতার মাহফিল ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ মে শনিবার রাজধানীর এক মিলনায়তনে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার আয়োজনে লেখকদের সম্মানে ইফতার মাহফিল ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সম্পাদক আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও নির্বাহী সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইনের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য বিশিষ্ট লেখক গোলাম রাব্বানী। এসময় অন্যান্য লেখকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক দফতর মো: তসলিম, আলমগীর হাসান রাজু, আবুল হাসেম, হাফিজুর রহমান, আব্দুল্লাহ বাছির, তৌহিদুর রহমান, ফাহিম ফয়সাল, ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সম্পাদনা সহযোগী নুরুল আমীন, বিশিষ্ট আইনজীবী ও লেখক অ্যাডভোকেট ফখরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আবু তাহের, অ্যাডভোকেট মসুদ, অ্যাডভোকেট মনিরুজ্জামান, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট আব্দুল্লাহ আল মামুন, মিজানুর রহমান, আবু যায়েদ আনসারী, সাংবাদিক রেদওয়ানুল ইসলামসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লেখক উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৬ই মে নারায়নগঞ্জ মহানগরী উত্তর থানার সভাপতি বেলায়েত হোসেনের সভাপতিত্বে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মহানগরী সভাপতি এস্ক এম মোমেন। অন্যান্যদের মধ্যে মহানগরী সহ-সভাপতি নুরুজ্জামান প্রমুখ।

গত ১৭ ই মে নারায়নগঞ্জ মহানগরী সিদ্দিরগঞ্জ পূর্ব থানার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব থানা সভাপতি মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সভাপতি এম মোমেন ও সিদ্দিকুর রহমান।

গত ১৮ ই মে ফেডারেশনের নারায়নগঞ্জ মহানগরী নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের সম্মানে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি এম মোমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নারায়নগঞ্জ মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও রাজনীতিবিদ মাওলানা মঈন উদ্দিন আহমদ। এতে ফেডারেশনের মহানগরী নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহন করেন।

কুমিল্লা মহানগরী

গত ১৮ ই মে ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী বিসিক শিল্প নগরী শ্রমিকদের এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। থানা সভাপতি মিজান উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদ।

গত ২৫ শে মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর হাসপাতাল কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গত ২৭ শে মে কুমিল্লা মহানগরী সদর থানার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সদর থানা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্তারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ থানা সভাপতি মো: নিজাম উদ্দিন, এ্যাড. জিল্লুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সিলেট মহানগরী

রমজানের পবিত্রতা রক্ষার দাবিতে র‍্যালি ও স্মারকলিপি প্রদান

পবিত্র মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষার দাবিতে গত ৬ই মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে মহানগরীতে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে র‍্যালি এবং ডিসি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলী, সেক্রেটারি আব্দুল বাসিত চৌধুরী নাহিদসহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৬ মে ২০ রমজান বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরী শাখার অন্তর্ভুক্ত সিলেট সদর আটা রাইস মিল ড্রাইভার শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি: নং-চট্ট-১৮১৯ এর উদ্যোগে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের সভাপতি হাসান আলীর সভাপতিত্বে ও সহকারী সেক্রেটারী সাইফুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফিজ আব্দুল হাই হারুন। বিশেষ অতিথি হিসাবে সিলেট জেলা বারের বিশিষ্ট আইনজীবি এ্যাড. জামিল আহমদ রাজু, ফেডারেশনের সিলেট মহানগর সেক্রেটারী আব্দুল বাসেত চৌধুরী নাহিদ, খাদ্য সামগ্রীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নুরুল আলম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা মহানগরী

গত ১৮ই রমজান ২৪ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল স্থানীয় একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা মহানগরী সভাপতি খান গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং খুলনা বিভাগ দক্ষিনের সভাপতি মাষ্টার শফিকুল আলম। অন্যান্যদের মধ্যে মহানগরীর শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ মহানগরী

গত ২৫ শে মে ১৯ রমজান ফেডারেশনের ময়মনসিংহ মহানগরী শাখার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল মহানগরী সভাপতি আনোয়ার হোসেন সুজন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ আঞ্চলিক পরিচালক এবং ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি আলমগীর হাসান রাজু মাহফিল শেষে মহানগরীর অসহায় গরীব শ্রমিক কর্মচারীদের মাঝে জনাব আলমগীর হাসান রাজু ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন।

চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ

গত ১২ই মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিনের নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের সম্মানে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সভাপতি মোহাম্মদ ইসহাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে বিভাগীয় সেক্রেটারী মো: মশিউর রহমান, সহ-সেক্রেটারী রফিক বশরীসহ বিভাগীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া শহর

গত ২৮ মে মঙ্গলবার বগুড়া স্থানীয় এক মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহরের উদ্যোগে আইনজীবীদের নিয়ে রমযানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া শহর সভাপতি আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রাব্বানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া বারের সাবেক সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট রিয়াজ উদ্দিন, ফেডারেশনের বগুড়া পূর্ব জেলার প্রধান উপদেষ্টা আযাদুর রহমান, বগুড়া শহরের উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আব্দুল মালেক। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া বারের নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট আবু বকর সিদ্দিক, বারের সাবেক সমাজ সেবা সম্পাদক অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

নারায়নগঞ্জ জেলা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালনের অংশ হিসেবে ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে গত ৬ই মে দুস্থ, পঙ্গু ও অসহায় শ্রমিকদের মাঝে ইফতারসামগ্রী বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি ড. আজগর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতারসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জেলা উপদেষ্টা মুহাম্মদ জাকির হোসেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদার, জেলা সেক্রেটারি আমিন আহমদ মাস্তান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মৌলভীবাজার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলা শাখার উদ্যোগে বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপজেলার অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুর মহানগরী

গত ১০ই মে ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গি পশ্চিম থানা শাখার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। টঙ্গি পশ্চিম থানা সভাপতি সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় আইন আদালত সম্পাদক এ্যাড. জাকির হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর মহানগরী সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো: আযহারুল ইসলাম মোল্লা, মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হাসানসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

গত ১৮ই মে গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গি পশ্চিম শাখায় বেক্সিমকো ফার্মা ইউনিটের উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মো: আবুল হাসেম। বিশেষ অতিথি হিসেবে মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মো: মাহবুবুল হাসান, দক্ষিণ শাখার সেক্রেটারী আব্দুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

গত ২৪ শে মে ১৮ রমজান বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরী টঙ্গি পূর্ব থানার উদ্যোগে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। থানা সভাপতি ইয়াকুব আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন থানা প্রধান উপদেষ্টা।

সিলেট দক্ষিণ জেলা

গত ২৪ মে রোজ শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট দক্ষিণ জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা শাখার উদ্যোগে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের সম্মানে আয়োজিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কয়েক শতাধিক শ্রমিকদের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল্লাহ আল হোসাইন। উপজেলা সভাপতি মোঃ রুকুনুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি আখলাকুল আম্বিয়ার পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা দক্ষিণ শাখার সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান। দক্ষিণ ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার বণিক সমিতির সহ-সভাপতি ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার শাখার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল মান্নান। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আরিফিন ফুয়াদ, সহ-সভাপতি বেলাল আহমদ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ১নং ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়ন শাখার সভাপতি হেলাল উদ্দিন, ২নং মাইজগাও ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আব্দুল কাদের ফজল, ৩ নং ঘিলাছড়া ইউনিয়ন শাখার সভাপতি শেখ কামরান আহমেদ। সাংবাদিক বদরুল আমিন, আমাদের নতুন সময় পত্রিকার ফেঞ্চুগঞ্জ প্রতিনিধি এমরান আহমেদ, আব্দুল্লাহ আল নোমান, রেজাউল করিম চৌধুরী, রুহুল ইসলাম জাকির, সমির আহমদ, জাকির আহমেদ, মাসুদুল ইসলাম খান সানি, কুতুব উদ্দিন, আব্দুল বারি, লালন আহমদ, নুরুল আহাদ চৌধুরী, ফেঞ্চুগঞ্জ রাইছমিল ইউনিটের সভাপতি তাজ উদ্দিন আহমদ নাহিদ প্রমুখ।

বগুড়া শহর শাখা

বগুড়া শহর শ্রমিক কল্যান ট্রেড ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে রিকশা ভ্যান শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি জনাব গোলাম রব্বানী । উপস্থিত ছিলেন বগুড়া শহর শাখার সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল মতিন ও ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম ।

পিরোজপুর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন পিরোজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে স্থানীয় মিলনায়তনে আলোচনা সভা, দোয়া মোনাজাত ও শ্রমিকদের সম্মানে খাবার বিতরন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা জেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা মো জহিরুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপদেষ্টা শ্রমিক নেতা সোহরাব হোসাইন জুয়েল, উপদেষ্টা শ্রমিক নেতা শেখ আঃ রাজ্জাক, সদর উপজেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা আবু তাহের। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এই পুস্তক সমিতি জেলা সাধারন সম্পাদক শ্রমিক নেতা ইসাহাক আলী খান, পরিবহন সভাপতি শ্রমিক নেতা ইউনুচ, আঃ সত্তার, সিরাজুল ইসলাম, আল আমিন,সাইদুল ইসলাম প্রমুখ।

রাঙ্গামাটি জেলা

১৭ই মে-শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা সদরে এক কর্মী সম্মেলন ও ইফতার মাহফিল জনাব শামসুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি জনাব মুহাম্মদ ইছহাক। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর আব্দুল আলীম। আরো বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি আবুল বরাকাত, বিভাগীয় সহ-সেক্রেটারি রফিক বশরী, নবনিযুক্ত সেক্রেটারি এড.হারুনুর রশীদ, ছাত্রনেতা শামসুদ্দিন, শ্রমিক নেতা জিল্লুর রহমান প্রমুখ। প্রধান অতিথি প্রতিটি শ্রমজীবীদের নিকট ফেডারেশনের দাওয়াত পৌছে দেয়ার আবেদন জানান।

নোয়াখালী জেলা

বিগত ১০ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে "দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা" শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামে মেহমান ছিলেন অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূইয়া, মাওঃ নিজাম উদ্দীন, জেলা সেক্রেটারী জনাব তাজুল ইসলাম।

মৌলভীবাজার জেলা

গত ১২ই মে ফেডারেশনের মৌলভীবাজার জেলা শাখার জুড়ি উপজেলার বার্ষিক সম্মেলন ও ইফতার মাহফিল স্থানীয় একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে লুৎফর রহমান আজাদকে সভাপতি এবং ফয়সাল আহমদকে সম্পাদক করে ২০১৯-২০২০ সালের জন্য কমিটি ঘোষনা করা হয়। কমিটি ঘোষনা করেন ফেডারেশনের মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম। পরে সম্মেলনে রমজানের তাৎপর্য ও শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপজেলার অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হবিগঞ্জ জেলা

গত ২৭ শে মে ফেডারেশনের হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা থানা সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক সিলেট মহানগরী সভাপতি মোঃ শাহজাহান আলী, বিশেষ অতিথি হিসাবে সিলেট বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমদ, হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি মুশাহিদ আলী, মাওলানা আব্দুস সোবহান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৬ শে মে ফেডারেশনের হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার ৫নং আউশকান্দি ইউনিয়নের বশিকপুরে মাহে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি মোঃ মুশাহিদ আলী। বিশেষ অতিথি হিসাবে শ্রমিক নেতা শামীম আহমদ তালুকদার, আলী বাহার, মোঃ আব্দুল আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা

গত ২৪ শে মে ১৮ রমজান ফেডারেশনের চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সীতাকুন্ড থানা শাখার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। থানা সভাপতি আশরাফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে জেলা সভাপতি ইউসুফ বিন আবু বকর, সেক্রেটারী রবিউল ইসলামসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর জেলা

গত ২৪ শে মে ১৮ রমজান ফেডারেশনের মিঠাপুকুর থানার শহীদ পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়। এ সময় ফেডারেশনের রংপুর জেলা উপদেষ্টা এবিএম আজম খান এবং কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক ও রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদলসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৩ শে মে রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার শহীদ মিরাজুলের পরিবারকে ঈদ উপহার প্রদান করা হয়। এ সময় রংপুর জেলা প্রধান উপদেষ্টা এবিএম আজম খান এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক ও রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদলসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চগড় জেলা

গত ১৯ শে মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী থানা শাখার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আটোয়ারী শাখা সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল। বিশেষ অতিথি হিসাবে ফেডারেশনের পঞ্চগড় জেলা সভাপতি মোঃ হাসান আলী, আটোয়ারী শাখা উপদেষ্টা মোঃ ইউনুস আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা

গত ১৭ই মে ফেডারেশনের কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা দায়িত্বশীলদের সম্মানে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা সভাপতি খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা উপদেষ্টা জনাব আব্দুস সাত্তার। অন্যান্যদের মধ্যে জেলার বিভিন্ন স্তরের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিবৃতি

যথাযোগ্য মর্যাদায় ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করুন

-অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার গত ২৯ এপ্রিল সোমবার এক বিবৃতিতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সকল বিভাগ,মহানগরী, জেলা ও শিল্পাঞ্চলকে শ্রমিক সমাবেশ র‍্যালি, আলোচনা সভা, দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, কর্মস্থলে আহত, নিহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান,ব্লাড গ্রুপিং ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, সুবিধা বঞ্চিত ছাত্রদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, পোস্টারিং, লিফলেট ও স্টিকার বিতরণের মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল সোমবার দেয়া বিবৃতিতে তিনি ফেডারেশনের সকল শাখাসহ সর্বস্তরের শ্রমজীবী, পেশাজীবী ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের প্রতি ১ মে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য আহবান জানিয়ে বলেন, ঐতিহাসিক ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামের প্রতীকি দিবস। বাংলাদেশসহ দুনিয়ার সকল অধিকার বঞ্চিত মানুষের লড়াইয়ে মে দিবস এক অনন্য প্রেরণা।

তিনি আরো বলেন, শিকাগোর সংগ্রামের ১৩৩ বছর পেরিয়ে গেলেও আজও শ্রমিক তার মজুরি, কর্মঘন্টা ও কর্মের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই তাদের মর্যাদা বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হুদনি জীবনযাত্রার মানের উন্নতি শ্রমিক-কর্মচারীরা এখনো তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরি ও ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। তিনি আরো বলেন, শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। নিরাপদ কর্মস্থানের অভাবে গার্মেন্টস, নির্মাণ, চামড়া শিল্প, ওয়ার্কশপ, চাতাল, পরিবহনসহ অনেক কারখানায় দুর্ঘটনা ও শ্রমিক মৃত্যু এক নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। শ্রমিকরা সকালে ঘর থেকে বের হয়ে বিকেলে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা এখনো নেই। আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিলেও তা থেকে অনেক শ্রমিক-কর্মচারী বঞ্চিত। ব্যক্তি মালিকনাধীন শিল্প-কারখানা, অফিস ও প্রতিষ্ঠানে আইনগত বাধা না থাকলেও সেখানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেওয়া হয় না। তাই আজ আমাদের ভাবতে হবে শিকাগোর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ১৩৩ বছর পেরিয়ে গেলেও শ্রমিক কেনো তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত কেনো আজও সেই আন্দোলন করতে হচ্ছে তাদের। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর যেখানেই শ্রমিকদের জন্য আইন তৈরি হয়েছে সেখানেই শাসক গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ রক্ষা করেই আইন তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। ফলে আইনের পোশাক পরে তারা বারবার কেবল ধোঁকাই দিয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকদেরকে।

শুধু মাত্র শ্রমিকের অধিকারের ব্যাপারে ইসলাম যে রূপ রেখা দিয়েছে তা কিয়ামাত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্বের আসনে থাকবে। কারন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরী দিয়ে দেবে। এর থেকে আর সুন্দর নীতি পৃথিবির মানুষের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। যা শুধু দিতে পরে ইসলামী শ্রমনীতি। যে শ্রমনীতিই মূলত শ্রমিক ও মেহনতি মানুষকে দেখিয়েছিলো প্রকৃত মুক্তির পথ। শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক এবং দুপক্ষের কর্তব্য ও অধিকার ন্যায়নীতি ও সমতার মাপকাঠি।

তাই তিনি অসহায় খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের উদ্ধারে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের শপথ নিতে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান

অবিলম্বে পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ করে রমজানের রোজা পালনের সুযোগ দিন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

অবিলম্বে বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধ করে পাটকল শ্রমিকদের পরিবারদের নিয়ে রোজা পালনের সুযোগ দিন। তাদের ন্যায্য দাবী পূরণ না করে পবিত্র রমজান মাসে শ্রমিকদেরকে পুলিশ দিয়ে হয়রানি ও হকার উচ্ছেদের মতো অমানবিক ঘটনা কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। তাই আন্দোলনরত শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধসহ ন্যায্য দাবী মেনে নেয়ার আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি,সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। গত ৪ মে বুধবার দেয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা এই আহবান জানান। তারা আরো বলেন পাটকল শ্রমিকদের মানবেতর জীবনযাপনের কারণে সরকারি ৩২ টি পাটকলের প্রায় ৩৫ হাজার শ্রমিক এই আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে।

এই আন্দোলন কোনো নতুন দাবির ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। তারা কাজের বিনিময়ে যে বেতন-মজুরি প্রাপ্য হন তা সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে না পাওয়ায় এই আন্দোলন। কোনো কোনো পাটকলে ৮ থেকে ১২ সপ্তাহ তারা বেতন মজুরিহীন অবস্থায় আছেন। সর্বশেষ ডেমরার করিম জুটমিল, লতিফ বাওয়ানি মিলের শ্রমিকরা যাত্রাবাড়ী সড়ক অবরোধ করে। বকেয়া বেতন না পাওয়ার ফলে তাঁদের দৈনন্দিন জীবন হুমকির মুখে পড়েছে। এই অবস্থায় খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকাই তাঁদের কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই এই অবস্থায় তাঁরা বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে সড়ক পথ-রেলপথ অবরোধের মত কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হচ্ছে।

সরকার যদি দ্রুত তাদের দাবি মেনে নিয়ে বেতন-মজুরি পরিশোধ না করে তবে শ্রমিকের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন তাদের বাঁচার তাগিদে সহিংস আন্দোলনে রূপ নিতে পারে। যা কোনোভাবেই দেশবাসীর কাম্য নয়।

তারা বলেন, আইনগতভাবে তাদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, নিজেদের পাওনা বুঝে পাওয়ার আইনসঙ্গত দাবি অতএব নেতৃবৃন্দ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,সম্ভাবনাময় পাট শিল্পের কথা বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করুন। অবিলম্বে রমজানের মধ্যেই শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে রোজা পালনের জন্য নেতৃবৃন্দ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়সহ সরকারের প্রতি নেতৃবৃন্দ আহবান জানান।

সরকারের ধান সংগ্রহে অব্যবস্থাপনা ও অবহেলার কারনে কৃষকরা ধানের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেনা

-বাংলাদেশ কৃষিজীবি শ্রমিক ইউনিয়ন

দেশের ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। আর গ্রামের বড় অংশ মানুষ কৃষি পেশার সাথে জড়িত। এই বিশাল জনগোষ্ঠির আয়ের একমাত্র অবলম্বন কৃষি উৎপাদিত শস্যের উপর নির্ভরশীল। অথচ এই বিশাল জনগোষ্ঠী বছরের পর বছর ধরে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাষ্ট্রীয় অবহেলার শিকার। সারা বছর বাজারে চালের উচ্চ মূল্য বিরাজমান থাকলেও এই কৃষকরা ধানের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না শুধুমাত্র সরকারের ধান সংগ্রহে অব্যবস্থাপনা ও অবহেলার কারনে। গত ১৮ মে শনিবার বাংলাদেশ কৃষিজীবি শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ও সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু এক যৌথ বিবৃতিতে এই কথা বলেন। তারা বলেন, ধানের দাম না পেয়ে হতাশ কৃষকরা। বাম্পার ফলনেও হাসি নেই তাদের মুখে। প্রতি বিঘায় ধান উৎপাদনে খরচ পড়ছে ৯ থেকে ১০ হাজার টাকা। আর বিঘাপ্রতি উৎপাদিত ধান বিক্রি করে পাওয়া যাচ্ছে ৬-৭ হাজার টাকা। ফলে প্রতি বিঘায় ধান উৎপাদনে কৃষকের লোকসান দাঁড়াচ্ছে প্রায় তিন হাজার টাকা। তাছাড়া, শ্রমিকের চড়া মজুরির কারণে জমি থেকে ধান কেটে ঘরে তুলতে পারছেন না কৃষক। ধার-দেনা করে কৃষকদের ধান কেটে ঘরে তুলতে হচ্ছে। তারপর আবার লোকসানের বোঝা। নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দেশের ৮০-৮৫ ভাগ মানুষের স্বিভজলানের খবর না নিয়ে সরকার কার উন্নয়ন করছে? আমাদের উন্নয়নের গল্প শোনানো হয়। জিডিপি বৃদ্ধির গল্প শোনানো হয়। অথচ কৃষক তার ধানের ন্যায্য

মূল্য পায়না ।

তারা আরো বলেন, এভাবে কৃষকরা লাগাতার লোকসান গুনতে থাকলে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে । কৃষক বিপন্ন হলে কৃষি ও কৃষি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে দেশের সকল জনগণ ও দেশ মহাসংকটে পড়বে । তাই, যেকোনও উপায়ে ধানের মূল্য পতন রোধে ধান কল মালিক ও ফড়িয়াদের কারসাজি রোধ করে কৃষক ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা রক্ষা করতে হবে । কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের কথা অনুযায়ী প্রভাবশালী মিলার, রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের কারণে কৃষকরা প্রকৃত দাম পাচ্ছে ন । এ থেকেই বোঝা যায় ধানের দরপতনের পেছনে রাজনৈতিক সিন্ডিকেট দায়ী । তাই এসব সিন্ডিকেটদের প্রতিহত করে দায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে ।

আমরা সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছি সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে সরাসরি কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ করার জন্য । আমদানি নির্ভরতা বন্ধ করে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য ।

দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

বান্দরবান জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১লা মে ফেডারেশনের বান্দরবান পার্বত্য জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও মে দিবসের আলোচনা সভা এম এ সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোঃ ইসহাক । বিশেষ অতিথি হিসেবে বিভাগীয় সহকারী সেক্রেটারি রফিক বশীর, জেলা সভাপতি ফারুক আহমেদ, সেক্রেটারি তওফিকুল ইসলাম, সহ-সেক্রেটারি নাজিমুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর মোরশেদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । সম্মেলনে ফারুক আহমেদকে সভাপতি এবং তওফিকুল ইসলামকে সেক্রেটারি করে ২০১৯-২০২০ সালের জন্য ১৫ সদস্যবিশিষ্ট বান্দরবান পার্বত্য জেলার কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয় ।

শরীয়তপুর জেলা দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শরীয়তপুর জেলা দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ১লা মে বুধবার স্থানীয় একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় । জেলা সভাপতি মোঃ মজিবুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের শরীয়তপুর জেলা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি কাজী আবুল বাশার, ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সহ-সভাপতি এস এম শাহজাহান, জেলা উপদেষ্টা মকবুল হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

সম্মেলনে জনাব মজিবুল হককে সভাপতি এবং জনাব মোঃ মহিউদ্দিন শাহীনকে সেক্রেটারি করে ২০১৯-২০২০ সালের জন্য ১৫ সদস্যবিশিষ্ট শরীয়তপুর জেলা কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয় । নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিভাগীয় সভাপতি কাজী আবুল বাশার

দেশব্যাপী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

ঈদ-উল-ফিতরের পরদিন থেকে দেশের বিভিন্ন মহানগর, শহর ও জেলায় ফেডারেশনের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

সুবর্ণচর উপজেলা

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার উদ্যোগে গত ৬ জুন বৃহস্পতিবার ঈদ পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত হয় । উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মোবারক হোছাইনের পরিচালনায় ও উপজেলা সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে ঈদ পুনর্মিলনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান । প্রধান অতিথির বক্তব্য জনাব আতিকুর রহমান বলেন, রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মহিমান্বিত মাস পবিত্র মাহে রমজান বিদায় নিয়েছে । কিন্তু আমরা এ মাসের মহিমাকে কাজে লাগিয়ে কতখানি তাকওয়া অর্জন ও আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পেরেছি তা এখন আত্মসমালোচনা করে দেখার সময় এসেছে । তিনি পবিত্র মাহে রমজানের প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে আত্মগঠন ও ন্যায়-ইনসাফের শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান । এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলম । অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শ্রমিক নেতা জনাব জামাল উদ্দিন, মিজানুল হক, মামুন, ফিরোজ মাহমুদ প্রমুখ ।

সিলেট মহানগরী

গত ১১জুন মঙ্গলবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় । কেন্দ্রীয় সহ সাধরন সম্পাদক ও সিলেট মহানগর সভাপতি শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে ও সিলেট মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত চৌধুরী সাহিরের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক মহানগরী সভাপতি ও উপদেষ্টা মাওলানা সোহেল আহমদ । অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সিলেট মহানগরীর সহ-সভাপতি ফারুকুজ্জামান খান, সহ-সাধারন সম্পাদক ও রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি ইয়াসিন খান, দোকান শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি ওবায়দুল হক শাহীন, অটো রাইসমিল শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি হাসান আলী, চার কয়েল শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি ইউনুস আলী, দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি এ টি এম খসরুজ্জামান প্রমুখ ।

সিলেট সদর

গত ১১ জুন মঙ্গলবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট সদর উপজেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় । উপজেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান মো. জৈন উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান সোহেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান । প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিভাগীয় সভাপতি মো. ফখরুল ইসলাম । বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন , ফেডারেশনের সিলেট বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফারুক আহমদ, সিলেট জেলা (উত্তর) সভাপতি আনোয়ার হোসাইন, জেলা সিনিয়র সহ-সভাপতি জালাল আহমদ চেয়ারম্যান ও জেলা সাধারণ সম্পাদক হাওয়ার হোসেন. সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মাওলানা রুহুল আমীন । শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা ফয়েজ আহমদ, এম আই সানি, শিব্বির আহমদ, দেলোয়ার হোসেন লস্কর, নুরুল ইসলাম, মাওলানা রুহুল আমীন, আশরাফুল আলম যাহাদ । অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আনোয়ারুল হক, সাব্বির আহমদ, শাহ লোকমান আহমদ মনসুর, একে আজাদ, বতু মিয়া, মাসহুদুর রহমান মাসুদ প্রমুখ ।

সিলেট দক্ষিণ জেলা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট দক্ষিণ জেলা শাখার উদ্যোগে ৯ জুন রবিবার স্থানীয় এক মিলনায়তনে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান । দক্ষিণ জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রেহান উদ্দিন রায়হানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারন সম্পদক ও সিলেট বিভাগীয় সভাপতি ফখরুল ইসলাম, সিলেট দক্ষিণ জেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল হান্নান । অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলনা ফারুক আহমেদ, সাবেক বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক হাকিম নাজিম উদ্দিন প্রমুখ ।

নোয়াখালী শহর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী শহর শাখা গত ৯ জুন বৃহস্পতিবার ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান । শহর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম আল মামুনের পরিচালনায় ও শহর সভাপতি মিজানুল হক মামুনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলম, শহর উপদেষ্টা মাওলানা ইউসুফ । নোয়াখালী জেলার সাবেক সভাপতি মিজবাহ উদ্দিন ভুইয়া সহ শহর শাখার অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ।

ইসলামী বইয়ের বিশাল সমাহার
৩০% কমিশনে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১০০/-
২	যিকির ও দোয়া	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৩	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরক ও বেদায়াত	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩০/-
৪	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৫	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৬	ইসলামী সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৭	ঐতিহাসিক ভাষন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১০/-
৮	হাদীসের আলোকে মালিক-শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৯	শ্রমিক সমস্যার সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আজম	১৫/-
১০	শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদুদী	সাইয়েদ মাওলানা মওদুদী	১৫/-
১১	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	মো: আশরাফুল হক	১৩০/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১৩	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/
১৪	ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
১৫	তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন	কবির আহমদ মজুমদার	২৫/-
১৬	শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৮	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৯	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২০	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/
২১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৭/-
২২	Introduction to (BSKF)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-
২৩	Islam & Rights of Labours	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২৪	ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	বেগম রোকেয়া আনছার	২২/-

কল্যাণ প্রকাশনী

৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
যোগাযোগ : ০১৮৭৬৯৯০১৮৬, ০১৯৯২৯৫১৩৬৪